শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং

কৌতুক বিলাস।

অর্থাৎ

নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের
জীবনাবস্থার কৌতুক সংগ্রহ নামক গ্রন্থ।

শ্রীযুত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিবিধ ছন্দে
বিরচিত।
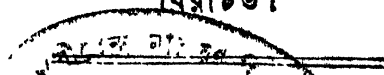
ইদানীং

শ্রীযুত বাবু জদুনাথ ধরের যত্নানুসারে
বণিক পুষ্করিণীস্থ

শ্রীনীলকমল দাস ও শ্রীআনন্দচন্দ্র বন্ধণের
সম্বাদ ভৃঙ্গদূত যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।

এই গ্রন্থ যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।

সন ১২৫৪ সাল।

নির্ঘণ্ট পত্র।

শ্রী শ্রী বিষ্ণু বন্দনা।

ত্রিপদী। মাধবায় নমোনমঃ পুরাণ পুরুষ বিশ্বম্ভর তুমি দেব বেদাদি কারণ। কালীয় বরণ ঘটাঃ নবীন নীরদ ছটাঃ হেরে মুনি মনঃ বিমোহন॥ সুচারু চরণ তল জিনিতে কোকনদ দল ভ্রমর নূপুর কল তায়। মোহন মুরলী করে ধারন বঙ্কিম ধরে সে মাধুরী উপমা কোথায়॥ পরিধান পীতাম্বর গলে বনমালা বর শিরে শিখিপুচ্ছ সুশোভন। মেঘে সৌদামিনী প্রায় সজল রসিকা তায় শক্র ধনু তনুর গঠন॥ অধরে মধুর হাসি চাহিয়ে সে সুধা রাশি মৃত হয় অমৃত ভাজন। চন্দন চর্চ্চিত কায় সে শোভা কহিব কায় নীলকান্তে হীরক মীলন॥ কখন যমুনা নীরে কখন পুলীন তীরে কখন বিপিন বৃন্দাবনে। কখন কদম্ব মূলে কখন কালিন্দি কুলে কখন বা গিরি গোবর্দ্ধনে॥ কখন নিকুঞ্জবনে লইয়ে গোপিনী গনে সদা রাস হাস পরিহাস। বর্নিব সেসব কত পুরাণের মত যত রচিলা দ্বাদশ যাত্রা ব্যাস॥ শুন প্রভু শ্রীনিবাস এদিন দাসের আশ বৈভব সম্ভব নাহি চাই। অন্তেতে থেকে অন্তরে থেকোনা অন্তরান্তরে অন্তে যেন ও চরণ পাই॥

ব্রহ্ম বন্দনা।

চৌপদী।—এক ব্রহ্ম নিরাকারঃ দ্বিতীয় নাহিক আরঃ বিশ্বরূপ মূলাধারঃ ভূত আত্মা ভূতের বিহীন। যার স্তবে স্তব শ্যাঃ সর্ব্বদেবী দেবময়ঃ ভুবনজন আশ্রয়ঃ গুণময় সদা গুণহীন ॥ বিবর্জ্জিত বৃদ্ধিহ্রাসঃ সর্ব্বত্র সম প্রকাশ অজ্ঞান করেন নাশঃ কর্ম্মফাঁস আশা বিমোচন। চৈতন্য চিদ্‌ঘন শাশ্বতঃ কেবল শুদ্ধ তাঁহতঃ নিত্যানন্দ সর্ব্বগতঃ যোগাতীত বেদের কথন। সমারূঢ় জ্ঞানশক্তিঃ মুক্তিময় কহে যুক্তিঃ তব পদে যার ভক্তিঃ জীবন্মুক্ত হয় সেই জন। নিত্যনাদ কলাতীতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রপালিতঃ দ্রষ্টাহ বেদবেদ্যাতীতঃ হিতাহিত জীবনমরণ ॥ নবগু প্রাপ্ত নক্তিঃ নক্রিয়া, বুদ্ধি যুক্তিঃ অতিক্রান্ত ভূতপংক্তি সমাধান অবসান হয়। সপ্ত বপু রিপু ষড়ঙ্গঃ অষ্টম প্রকৃতি সঙ্গে পঞ্চদশেন্দ্রিয় রঙ্গেঃ বিতঙ্গে লইয়া ব্রহ্মময় ॥ আপনি যন্ত্রি হইয়াঃ দেহ যন্ত্রাদি সৃজিয়াঃ নানা মত প্রকাশিয়া তাহে সদা বাড়িছে উল্লাস। অধিযজ্ঞ অধিভূতঃ তুমি হিত বিপরীতঃ কেবা বুঝে তব চরিতঃ তোমাতেই সকল প্রকাশ ॥ অজ্ঞান মূল হরণ বর্ত্তমান সর্ব্বক্ষণঃ চৈতন্য কর প্রদানঃ সাক্ষিরূপ সকল অন্তরে। তুমি ধর্ম্ম গুণ কর্ম্মঃ তুমি তৎ সৎ ব্রহ্মঃ নাহিক মরণজন্মঃ তব

মর্ম্ম কি জানিবে নরে ॥ তোমা বিনা অন্যজনঃ নিত্য নহে কদাচনঃ শবময় ত্রিভুবনঃ তুমি হে জীবন সবাকার। হরিহর প্রজাপতিঃ তোমাতে ত্রিগুণোৎপত্তিঃ সৃজন সংহার স্থিতিঃ নানাজ্যোতি অংশ সে তোমার ॥ অনেক দেব সাকারঃ যোগী ঋষি সিদ্ধ আরঃ কিবা নর দুরাচার কীট পতঙ্গেতে সমভাব। এজগত চিন্ময়ঃ তোমা বিনা নাহি অন্যঃ জীবন ভুবন শূন্যঃ মায়ামাত্র তব আবির্ভাব ॥ ভ্রান্তি আশা অভিলাষেঃ বদ্ধ হয় অনায়াসেঃ অহঙ্কার সঙ্গদোষেঃ কর্ম্মফাঁদে যত জীবগণ। করে কর্ম্ম কেবা করেঃ কেবা দুঃখি কোনান্তরেঃ সাক্ষি জানে চরাচরেঃ সমরূপ ব্যাপ্ত নিরঞ্জন ॥ অসার এই সংসারঃ দেহপাত্র সমাকারঃ এক বস্তু সর্ব্বাধারঃ পরি পূর্ণ এভিন ভুবন। সূর্য্যতে সুরাশি মিলিঃ শশিতে শ তল ভিলিঃ বেদের এইতো বাণীঃ সেই আত্মা ব্যাপ্ত ভূতগণে ॥ অন্তরে বাহির গতি স্থূল নহে সূক্ষ্ম অতি দর্শন অন্ধ আকৃতিঃ ব্রহ্ম নহে সনাতন গুণে [illegible] লিপ্ত যে আকাশঃ বায়ুর সর্ব্বত্র বাসঃ তথা আত্মা সুপ্রকাশঃ দীপ্তলিপ্ত নহে তেকারণে ॥ [illegible] কর্ম্ম ফলঃ মন্দ কিবা আর ভালঃ বিষাদে ভাবে বিশালঃ অহঙ্কার আত্ম অভিমানে। এক ব্রহ্ম দ্বয় নহেঃ সর্ব্বস্থানে সম রহেঃ ভক্ত

জ্ঞানিগণ কহেঃ মোহে দেহে জীবে নাহি জানে ৷৷ এক সূর্য্য গগণে হঃ দুই নাই এজগতেঃ লক্ষ কূপ সলিলেতেঃ দেখিলে দেখিবে লক্ষ অর্ক। সকলি অনিত্য তাহাঃ প্রতিবিম্বময় যাহাঃ হেনরূপে আত্মস্পৃহাঃ শ্রুতিকহে নাহি ইতে তর্ক ৷৷ তিনিত্ত ল মন্দসন্দঃ নির্ব্বন্ধ আদি অনন্দঃ যাহার পদারবিন্দঃ বন্দিলে সবার শুভ হয়। আমি অতি অভাজনঃ তত্ত্বজ্ঞানেতে বঞ্চনঃ সগুণ হয়ে নিগুর্ণ জনে কৃপা কর কৃপাময় ৷৷

ব্রহ্মালোক বর্ণন।

দীর্ঘ চৌপদী ৷৷ কিবা মনোহর দেখিতে সুন্দরঃ শোভে ব্রহ্মপুরঃ সর্ব্বলোকোপরে। কনক রচিতঃ মুক্তি কা শোভিতঃ পীযূষ পূরিতঃ স্থির সরোবরে ৷৷ কল্পতরু তায়ঃ কিবা শোভা পায়ঃ ফলধরে যায়ঃ ধর্ম্ম মোক্ষ আদিঃ। পত্র পুষ্প তারঃ ভক্তিতত্ত্ব সার কেহ নাহি আরঃ তাহাতে বিবাদি ৷৷ সদা স্থির ছায়াঃ স্নিগ্ধ করে কায়াঃ দূরে যায় মায়া সেতরু পরশী। চন্দ্রকলা ক্ষয়ঃ তথায় না হয়ঃ সদা পূর্ণ রয়ঃ শরদের শশী ৷৷ শীত উষ্ণকালঃ বরষার কালঃ তাহাদের কালঃ সে কাল বর্জ্জ্য। সত্য সে নগরঃ অজর অমরঃ শোকাদি বি

কার নহে বন্ধবশ ॥ তথাজ্ঞাননদীঃ বহে নিরবধি হংস গুণনিধি কেলী করে তাতে। সে পরম হংস, নাহি তার ধ্বংস জীব যার অংশ সর্ব্বভূতে স্থিতে॥ ব্রহ্মাব্রহ্মগূঢ় হেন হংসারূঢ় না জানে নিরূঢ় মূঢ় দুরাচারে। সদাই আনন্দ পারিজাত গন্ধ বহে মন্দ২ মলয় সমীরে॥ ত্যজি ত্রিভুবন হরির নন্দন রহে সর্ব্বক্ষণ স্থিরভাবে তথা। ধরি ফুলবাণ সেই ফুল বাণ করয়ে সন্ধান হানে শক্তি যথা॥ কোকিলে কুহরে ভ্রমরগুঞ্জরে বিয়োগী শিহরে চমকিত মতি। প্রফুল্ল মুকুল নানাজাতি ফুল দেখি অলিকুল ব্যাকুলিত অতি॥ নাহি দুঃখ শোক সুখি ব্রহ্মলোক জিনিয়া গোলক অতি মনোরম। অতুল্য শোভায় শোভিছে তথায় রত্নবেদী তায় নিরুপমক্রম॥ কমল আসন তাহাতে আসন বামে সুশোভন বিদ্যা সরস্বতী। ইন্দ্র চন্দ্র যম বায়ু আদিক্রম করয়ে বিশ্রাম হরষিতে অতি॥ অর্কেন্দুমণ্ডল সুরপুর বল বিস্ময় সকলে দেবদলে পূর্ব্ব। উত্তরে কিন্নর ক্ষরক্ষ আর সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্বাদি সর্ব্ব॥ পশ্চিম নিকটে বৈসে আনন্দতে ধ্যানসংঙ্কেতে ব্রহ্ম ঋষিগণ। করে বেদ ধ্বনি সদা স্বস্তিবাণী শুনি পদ্মযোনি আনন্দ

মগন।। সাধুপুত্র সবে আনন্দে রহিবে ভ্রান্তি শান্তি পাবে কহ আরবার। দক্ষিণে পিতরঃ বৈসে নিরন্তর যমআদি পর অপর তাহার।। স্বধারূপে তৃপ্ত নাহি পর আপ্ত স্বাহা স্বধা ব্যাপ্ত অপর্য্যাপ্ত রসে। সকলে আনন্দে বিধিপদদ্বন্দ্বে নত শিরে বন্দে ভক্তির আবেশে।। নাহি অন্য কথা যাকর বিধাতা তোমা বিনা বৃথা সংসার সকল। তব আজ্ঞাবহ ভুঞ্জি নিশা অহ তবে যে উৎসাহ মায়া মোহ বল।। ব্রহ্ম দূতগণ করিছে ভ্রমণ করিতে পালন যে আদেশ হয়। ব্রহ্মার সভায় এমত সময় আগমন হয় দেব মৃত্যুঞ্জয়।। দেখি পদ্মযোনি সম্ভ্রমে তখনি উঠিয়া আপনি সভাতে দাণ্ডায়। হরষিত হয়ে বিধি পাদ্য লয়ে পাদ প্রক্ষালিয়ে আসনে বসায়।। করে দূত কাম সুরবাচনাম দেখিতে সুঠাম বিদ্যাধর জাত। বিধি তারে বলে দ্রুত যাহ চলে আন গিয়ে তুলে পুষ্প পারিজাত।। শুনি সেই কথা নোয়াইয়ে মাথা চলিলেন যথা সেই পুষ্পবন। শ্রীশ্যামাচরণ করিছে বারণ করিলে গমন হবে অঘটন।।

শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
শরণং।

গ্রন্থারাম্ভঃ ॥

পুরবাচের উপর ব্রহ্মার অভিশাঁপ ॥

পয়ার ॥ পাইয়া বিধির আজ্ঞা বিদ্যাধর সুত। পবন গমনে ধায় হয়ে হর্ষযুত ॥ পথাপাথ নাহি চাহে চলে দ্রুতগতি। দেখে পুষ্প পারিজাত গন্ধ বহে অতি ॥ কিবব কুসুম শোভা আভা জবা জিনি। কেশর কনক দাম যেন দিনমণি ॥ মকরন্দ অসমন্ধ সদা সুধাক্ষরে। ঘ্রাণে তাপ পাপ নাশে বিমল অন্তর ॥ তার ঘ্রাণ লয় যেই সেই ভাগ্যবান্। অজর শরীর হয় মহা বলবান্ ॥ মদনের ফুলধনু অন্য ফুলে নয়। পারিজাতময় হয় এইতো নিশ্চয় ॥ ব্যাপিয়া যোজন চারি যার গন্ধ চলে। যাহার সৌরভে যোগিগণ আঁখি মেলে ॥ বিরহির বিষসম বিসম জঞ্জাল। মারে মরে জরে বপু ভবপুঃ বিশাল ॥ রাশি২ প্রস্ফুটিত তথা পুষ্পগণ। বাছিয়ে২ দূত করিছে চয়ন ॥ তুলিতে প্রফুল্ল ফল সুরে জুরে কায়া। নবীন পল্লব বৃক্ষ সদা স্থির ছায়া ॥ কোকিল ভ্রমরগণ সদা নৃত্য করে। শুনে ধ্বনি পুরবাচ মদনে শিহরে ॥ মলয় সমীর

স্থির বহে সদা কাল। ভাবে দূত বিপরীত বুঝি হয় কাল॥ হইল অধৈর্য্য বপু রিপু বলবন্ত। হারা হৈল জ্ঞান কামে হইয়া উন্মত্ত॥ পুষ্প সাজি ফেলি ভূমে চৌদিগে নিহারে। দেখে এক নারী স্নান করে সরোবরে॥ বদন শরদ শশি হাসি জ্যোৎস্না সম। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অপাঙ্গ বিষম॥ মান্ধতি তাহার নাম উর্ব্বশীর সুতা। তারে নীরে ধরে গিয়ে কামে ব্যাকুলিতা॥ পুরবাচে দেখি রামা বাতুলের প্রায়। কুল মান রক্ষা হেতু পলাইয়া যায়॥ দূত বলে তুমি গেলে না বাঁচিব আমি। আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর তুমি॥ বিলম্ব না সহে হয় সংশয় জীবন। এত বলি বলে ধরি করে আলিঙ্গন॥ অধরে অধর দিয়া করয়ে চুম্বন। লাজে অধোমুখী ধনী মলিন বদন॥ পুরবাচ এক মনে করিছে রমণ। ক্ষণেক বিলম্বে কর্ম্ম হৈল সম্পূরণ॥ যাজ্ঞিক হইয়া কর্ম্মে দিলেন আহুতি। তবেতো মদন বাণে পাইল নিষ্কৃতি॥ চেতন পাইয়া তবে মান্ধতিরে কয়। তোমার কারণ মম প্রাণ রক্ষা হয়॥ অভিমান ত্যজ ধনী ন হও উদাস। আমি এজন্মের মত হৈনু তব দাস॥ তব আজ্ঞাবহ অহর্নিশ আমি রব। যে আজ্ঞা করিবে যবে তখনি পালিব॥ এতবলি কণ্ঠহৈতে মাণিকের হার। অতুল্য অমূল্য ধন গলে দিল তার॥ হার পেয়ে

তুষ্ট হয়ে সে করে গমন। তার পর পুরবাচ ভাবে মনেমন॥ কি কর্ম্ম করিনু বলে করে হায়২। কেমনে দেখাব মুখ ব্রহ্মার সভায়॥ সকল অন্তর যামি চিত্র গামি বিধি। কহিতে নারিব মিথ্যা হব অপরাধি॥ হইল প্রহর দুই আসিয়াছি বনে। কি হইবে কি করিব ভাবে মনে২॥ এখানে বিরিঞ্চি তার আসার আশায়। প্রহর পর্য্য সদাশিবেরে বসায়॥ পরে না পাইয়া ফুল শোকাকুল হয়ে। আপনি আনিল ব্রহ্মা কুসুম তুলিয়ে॥ দেখিল নয়নে কর্ম্ম পাপি দুরাচার। থর২ কাঁপে অঙ্গ ক্রোধেতে ব্রহ্মার॥ আসিয়া শিবের পূজা করি সম্পাদন তত্ত্ব কথা শিব সঙ্গে হয় কতক্ষণ॥ তার পরে নিজ স্থান গেল দেব গণে। নিজগণ লয়ে ব্রহ্মা ভাবে মনে২॥ হেনকালে পুষ্প লয়ে আইল সেজন। দেখে ক্রোধে কহ বিধি নির্দয় বচন॥ ব্রহ্মলোকে থাকি কর পশু ব্যবহার। এস্থান থাকিতে তুমি যোগ্য নহ আর॥ মর্ত্ত্যে মত্ত হয়ে গিয়ে কর এব্যভার। দেব দেহ ছাড়ি হও নরের আকার॥ শুনিশাপ মনস্তাপ পেয়ে দত্ত কয়। লঘুদোষে গুরুদণ্ড কেন মহাশয়॥ কিঙ্করে কে মনে কালে কর সম্মরণ। দয়া নাহি চিত্তে বলে করয়ে রোদন॥ নানাবিধ স্তুতি করে ধরে রাঙ্গা পায়। কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম বলিয়া ভাষায়॥

পুরবাচের স্তব ও দেহ পতন।

লঘুত্রিপদী ॥—বিধাতার বাণীঃ পুরবাচ শুনিঃ প্রমাদ গণিছে মনে। অগণ্ড কথনঃ বিধির বচনঃ জানে জনে ত্রিভুবনে॥ কিরূপে উদ্ধারঃ হইবে আমার আরবার কত দিনে। যেতে মর্ত্যলোকঃ হয় বহু শোকঃ এ আজ্ঞা কর কেমনে॥ তুমি বিশ্বপিতাঃ আখ্যাতি বিধাতাঃ সন্তান তব সংসার। নীচ উচ্চ জীবঃ তোমাতে প্রভবঃ তুমি বিশ্ব মূলাধার॥ অকৃতি সন্তানঃ আমি হতজ্ঞানঃ কৃপা করি কর দান। হরিষে বিষাদঃ একি পরমাদঃ শুনিয়া কাঁপিছে প্রাণ॥ ত্যজ পিতা রোষঃ তনয়ের দোষঃ জনক নাহিক ধরে। তাহাতে বিধাতাঃ ভুঞ্জি তব কথাঃ বৃথা দোষ দেহ মোরে॥ তোমার বচনঃ ললাট লিখনঃ প্রারব্ধ যাহারে বলে। প্রাক্তনের যোগেঃ ভাল মন্দ ভোগেঃ স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে॥ বৃথা অভিমানঃ সকলে অজ্ঞানঃ কার বা প্রভুত্ব আছে। ভালমন্দ যতঃ তোমার কহতঃ ফলাফল আগে পিছে॥ কার শক্তি নাইঃ শুন হে গোসাঁইঃ সব তব আজ্ঞা বহে। তোমার লিখনঃ হবে এ ঘটনঃ কান্দিতে২ কহে॥ যে কর্ম্ম যে করেঃ তব লিপি বরেঃ কিবা ভাল আর মন্দ। যজ্ঞ দান কর্ম্মঃ আর পাপকর্ম্মঃ সে সব তব নির্ব্বন্ধ॥ তোমা ছাড়া গতিঃ নাহি প্রজাপতিঃ তুমি গতি মতি জীবে। অভিমান

আরঃ কামাদি বিকারঃ তোমার আজ্ঞা সম্ভবে ॥ তাতে মহামারেঃ কে রহিতে পারেঃ জান হে আপনি তত্ত্ব। সুর পুরন্দরেঃ গুরু অঙ্গনা হরেঃ স্মরে হইয়ে মত্ত ॥ শিব কোপাগুণেঃ দহিল মদনেঃ তবু মনে কামের তত্ত্ব। হের শশধরেঃ গুরুপত্নী হরেঃ আছেন কলঙ্ক গ্রস্ত ॥ মদনের গুণঃ তুমি ভাল জানঃ কন্যায় আসক্ত মন। দেখ সেইদোষেঃ ত্রিলোচন রোষেঃ ছিঁড়িল তব বদন ॥ কামের আগুণেঃ পোড়ে ঋষিগণেঃ এড়াইতে কেবা পারে। আমি ক্ষুদ্রভায়ঃ কি করিব হায়ঃ কেন কোপ কর মোরে ॥ শুনিয়া স্তবনঃ সরোজ নন্দনঃ বলে ত্যজ সুত ভয়। আমার বচনঃ না হবে লঙ্ঘনঃ স্বরূপ এই নিশ্চয় ॥ গিয়া মর্ত্যপুরঃ হবে রাজেশ্বরঃ করিবে আমার পূজা। পণ্ডিত ভাজনঃ পাবে সভাজনঃ ক্ষিতি মধ্যে মহাতেজা ॥ কিছু কালান্তরেঃ পুন ব্রহ্মপুরেঃ আনিব শাপান্ত পরে। না করো রোদনঃ শুন হে নন্দনঃ দৈবেতে সকল করে ॥ আমার বচনঃ অখণ্ড কথনঃ যাও বাছা ভূমিতলে। করিব করুণাঃ পুরিবে বাসনাঃ আনন্দে না রও ভুলে ॥ কহিতে২ঃ পড়ে আচম্বিতেঃ ব্রহ্মার সাক্ষাতে কায়া। দেখি বিধি পুনঃ হন মৌন মনঃ বাড়িল মায়ার মায়া ॥ করে সে জীবনঃ ভুবন ভ্রমণঃ অন্বেষণ ভাল স্থান। ভূমণ্ডলে পুণ্য নির্মল ক্ষেত্রেঃ নবদ্বীপে বাচ যান ॥ শয্যালয়ে চরণঃ করিয়া

ধারণঃ হৃদিপদ্ম শতদলে। করিল রচনঃ শ্রীশ্যামাচরণঃ কৌতুক বিলাস ছলে ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম।

পয়ার। সর্ব্বত্রে তাহার জ্যোতি করিয়ে ভ্রমণ। নদীয়া নগরে গিয়া উত্তর তখন ॥ দেখে রাজা ভাগ্যধর পুণ্যবান অতি। কুলে শীলে ধনে মানে যেন প্রজাপতি ॥ জাতিতে ব্রাহ্মণ নৃপ তাহে গোষ্ঠী পতি। সুবর্ণে সোহাগা যেন একত্রে বসতি ॥ ধনদ সমান ধন রাজ্য বহু দূর। হয় হস্তি গাভি উষ্ট্র খচর প্রচুর ॥ সংসারি দেয়ান কুটুম্ব জ্ঞাতিজন। বহু পরিবার ভূপ করেন পালন ॥ ইষ্টদেব নিত্য সেবা নিষ্ঠ ভক্তি যুক্ত। সদা সত্যবাদী ধীর দেব অনুরক্ত ॥ অশেষ গুণের ধাম নাম রঘুরাম। যথাযোগ্য রাণী তাঁর আসুময়ী নাম ॥ না ছিল সন্ততি আর বিহীন সন্তান। সেই দিন রাজরাণী করে ঋতুস্নান ॥ পুরবাচ মনে জানি উত্তম আধার। বায়ুরূপে গর্ব্ভে তার হইল সঞ্চার ॥ দিনেং বৃদ্ধি পায় শুক্ল শশী যেন। প্রথম কলল গর্ব্ভ রহে এক দিন ॥ দ্বিতীয় দিবসাবধি পঞ্চম বাসর। বুদ্বুদ আকার গর্ব্ভে বাস নিরন্তর ॥ জরায়ু জননী গর্ব্ভে হইয়ে বেষ্টন। কুলাল চক্রের ন্যায় করেন ভ্রমণ ॥ সপ্তম দিবস পর এক পক্ষ আর।

মাংসপিণ্ড নামে গর্ব্ভে বাস হয় তার॥ পরে পঞ্চ বিংশতি বার্ষর মাস বিধি। অঙ্কুর গর্ব্ভেতে বাস করে গুণনিধি॥ সেইকালে পঞ্চ অঙ্গ হয়তো গঠন। শির স্কন্ধ গলা পৃষ্ঠ উদর গণন॥ এক মাসাবধি দুই মাস গণনায়। হস্ত পদ পার্শ্ব আদি বিধি দেন তায়॥ কিন্তু অসন্ধিত রক্তে প্রাণের বিহীনে। অবয়ব অষ্ট অঙ্গ হয় মাস তিনে॥ চতুর্থ মাসেতে হয় সকল অঙ্গুলী। জীবের সঞ্চার দেহে সন্ধিত সকলি॥ নাশানন গুহ্যশ্রেণী চক্ষুশ্রোত্র আদি। পঞ্চম মাসেতে তাহা কলে গঠে বিধি॥ ছয় মাসে নাভি লিঙ্গ কর্ণের গহ্বর। বিরলে গড়িল বিধি অতি মনোহর। সপ্তম মাসেতে কেশ গঠে প্রজাপতি। আট মাসে লেখে রোম হইল আকৃতি। নয় মাসে চেত হয় সুখ দুঃখ জ্ঞান। মাতৃ ভক্ষ্য অম্লরস করে আস্বাদন॥ দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হয়। আনিল সূতিকা বায়ু সেই যে সময়॥ সেই যে সূতিকা বায়ু অতি দয়াবান। প্রসব বেদনে রাণী করে আন চান॥ হরি পদ স্মরিমনে বিদ্যাধর সুত। ভূমিষ্ঠ হইল অঙ্গে শোণিত বেষ্টিত॥ হুল হুলী কুলাচালী হয় মহোৎসব। গ্রামবাসি আসি করে জয়২ রব॥ দ্বিজ শ্যাম বলে পরে শুনহ কারণ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম করিল ধারণ॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাল্য লীলা।

ত্রিপদী।।—ভূমিষ্ঠ হইল সুতঃ সর্ব্ব সুলক্ষণযুতঃ শশী সম অঙ্গের কিরণ। বদন সরোজ যিনিঃ দিব্য পাণি দুই খানিঃ আঁখি তাহে খঞ্জন গঞ্জন।। কপোল চিবুক ভালঃ বিধাতা গড়িল ভালঃ ওষ্ঠাধর সিন্দূর সমান। খগওষ্ঠাসমনাসাঃ আধ২ মিষ্ট ভাষাঃ কর্ণযুগ কুমুদ বাখান।। মনোহর কটী তারঃ ডমুরু সম আকারঃ নাভিসুধা কূপ অনুমানি। রম্ভাতরু সম উরুঃ সকল গঠনচারুঃ বালকের কতবা বাখানি।। কেশ বেশ হীন দন্তেঃ ভ্রু আদি হয় অন্তেঃ সেশব বিহীন মহীপালে। বর্ণনা না করি আরঃ শিশুবোধে রক্তাকার। মাংসপিণ্ড সম শিশুকালে।। বাসরে রূপ বর্ণনা পতিনিন্দা আগে জানা যাবে ইথে হইল স্তকিৎ। দেখিয়া পুত্রেররূপ পুলকে পূরিত ভূপ আনন্দেতে পূরে নিজচিৎ।। মদন জিনিয়া রূপ তাহার কারণ নৃপ নাম তাঁর রাখে কৃষ্ণচন্দ্র। যে হেরেছে সে মাধুরি তাঁর যাই বলিহারি সে নাহি দেখিতে চাহে চন্দ্র।। নানাধন নানাজনে দান করে হৃষ্টমনে শিশুর কল্যাণে দ্বিজরায়। হুলাহুলী জয়রব যেই প্রথা আছে সব মহাজনগণের পন্থায়।। যেটেরা ষষ্ঠীর পুজা আট কৌড়ে করে রাজা খই কড়ি মোহর ছড়ায়। গ্রহ সুপ্রসন্নজানি ছয়মাসে নৃপমণি অন্ন সুতের বদনে

ছোয়ায়॥ শুক্লচন্দ্র সম কায় কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধি পায় পঞ্চম বৎসরাক্রম করে। হরষিত রাজা হয়ে শুভ লগ্ন যোগ পেয়ে খড়ি দান করে তার করে॥ বালক চতুর হয় সামান্য বালক নয় শাপভ্রষ্ট মহীতে মোহিত। নানাবিদ্যা অধ্যয়ন বেদে হইল পরায়ণ কাব্যশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত॥ সুধাসন মিষ্টভাষি সুমধুর মৃদুহাসি ধর্ম্মে মতি অতি বিচক্ষণ। উপনয়নাদি করণ চূড়াআদি প্রকরণ সমাধিল সেসব রাজন॥ উপযুক্ত দেখিকাল চিন্তাযুক্ত মহীপাল নিজ পুত্র বিবাহ কারণ। রাজনাট রাজপাট দেশে২ যায় ভাট করিতে কন্যার অন্বেষণ॥ নানাস্থানে দূতগণ করিয়ে বহু ভ্রমণ পরে কন্যা মিলাইলা বিধি। বাদুলে গ্রামেতে ধাম রামকৃষ্ণ দ্বিজ নাম পদ্মানামে তাঁর কন্যা নিধি। রতি জিনি রূপবতী ঐরাবতী সমজ্যোতি নাভি অতি রতি নিষ্ঠামন। বয়স অতীত দশ নাহি যোগ ভয় দশ মিত্র বেধ তাহাতে ঘটন॥ সপ্তশলাকা নাহি পায় রাজযোটক মিলে তায় অরি ষড় অষ্টক বিহীন। পুত্রের বিবাহ লাগি হয়ে রাজা অনুরাগী দেশে২ করে নিমন্ত্রণ॥ বিবাহ সুসাজ যত করে রাজা নানামত রোষনাই নাই পরিমাণ। কৃত্রিম পর্ব্বত করে কাগজেতে রঙ্গ ভরে আর করে বিবিধ উদ্যান॥ ময়ূর পংক্ষি তক্কানামা কতবা কহিব নামা

অনেক লইল চতুর্দ্দোল। বাদ্যকর আর নানাজাতি সহস্র সেফাই সাথি কত শত চলে রাজদল॥ অমাত্য সুহৃদগণ সঙ্গে লয়ে দ্বিজগণ চলিলেন রাদুলে নগরে। ডঙ্কা বাজে সারি২ আশা সোটা চেলে দারি নকিব ফুকরে উচ্চৈঃস্বরে॥ ক্রমে২ অতিক্রম পথ তাহাদের হয় শেষে দেখা কন্যাকর্ত্তৃ সনে। অভ্যর্থনা করে দ্বিজ আইস হে মহারাজ চল২ আমার সদনে॥ শ্রীশ্যামাচরণ দ্বিজ শ্যামাপদ সরসিজ হৃদিপদ্মে করিয়া ধারণ। রসিকরঞ্জন আসে নবরস পরকাশে ত্রিপদীতে করিল রচন॥

রাজার বিবাহ।

পয়ার॥ রাজারে দেখিয়া দ্বিজ হয়ে হরষিত। আপনভবনে লয়ে চলিল ত্বরিত॥ বসায় সকল জন যথা যোগ্য স্থানে। জামতারে লয়ে যায় পরে সম্প্রদানে॥ বেদের বিহিত নীতি যে রীতি চলন॥ অঙ্গভঙ্গ নহে তাহা করিল পূরণ॥ পরে স্ত্রী আচার তরে কৃষ্ণচন্দ্রে নিয়ে। যায় সবে অন্তঃপুরে হুলাহুলি দিয়ে॥ গোমূড়ে ঢাকিয়া পীড়া আলিপনা তায়। বরপাত্র রায় গিয়া তাহাতে দাঁড়ায়॥ মহৌষধি ঐ ছলে অঙ্গেতে ছোঁয়ায়। ধুস্তরে জ্বলিয়া দীপ বরেরে দেখায়॥ মোনামুনি বেঁধে দিল কন্যার গলায়।

নানাগুণ দ্রব্য, রাখে বরণ ডালায়।। আপাদ মস্তক মাপি সূত্র পরিমাণ। ব্রাহ্মণী বরণ করি সপ্তপাক যান পরে গাঁটছড়া বান্দি বসিল বাসরে। নারীগণ আসি তথা পরিহাস করে।। কেহ কহে কোথা থাক আগর নাগর। কেহ বলে চায়ে দেখ এই যেন চোর।। কেহ বলে ভূপতি পদ্মারে কোলে কর। কেহ বলে রাজাটির কঠিন অন্তর।। কোন জন বলে গীত গাহ হে রাজন। কেহ হাসি কর্ণে কর দিতেছে তখন।। এইমতে কত কহে কি কহিব আর। কহিতে না পারি পুঁথি বাড়িছে আমার।। পরে গ্রামবাসি আসি পড়সি নাগরী। অনঙ্গে অবশ হয় কৃষ্ণচন্দ্র হেরি।। অপরূপ রাজরূপ কাম কূপ প্রায়। হেরিয়া রমণীগণ ধৈরয হারায়।। বিরহে বিভোর হয়ে যত নারীগণ। খেদ ছলে করে তারা রূপের বর্ণন।। সেইতো বিরহ সিন্ধু কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ কহিছে শ্যাম সাধ্যানুসারে।।

স্ত্রীগণের বিরহ ও রাজার রূপ বর্ণন।

চৌপদী। যত নারীগণঃ হয়ে হৃষ্টমনঃ করিছে গমনঃ বাসরে রাজদর্শনে। নগরনাগরীঃ চলে সারি২ঃ কৌতুক প্রচারিঃ প্রেমরস আলাপনে।। করে মুখে হাসিঃ কেহ মৃদুভাষিঃ কেহ কারে আসিঃ কথা কহে সংগোপনে। পথে যেতে২ঃ কহে কত মতেঃ যার যেই চিতেঃ উদয়

হয় যে মনে ॥ কেহ বলে আইঃ আর বাঁচে নাইঃ বিষম বালাইঃ শাশুড়ি ননদী মোর। সদাই গঞ্জনাঃ করয়ে লাঞ্ছনাঃ সহেনা২ঃ যাতনা আমার ঘোর ॥ এমত প্রকারঃ কত কহে আরঃ মনে হয় যারঃ যেমত উদয় খেদ। করয়ে প্রকাশঃ কাহার উল্লাসঃ কেহ উপহাসঃ করে পরে ভাবি ভেদ ॥ কথোপকথনেঃ চলে রামাগণেঃ দ্বিজের সদনেঃ যথা বসি মহারাজ। ভুবনমোহনঃ সেইতো রাজনঃ করে নিরীক্ষণঃ যত যুবতী সমাজ ॥ কেহ কলে সইঃ কি দেখি লাম ঐঃ শ্মরে মরে রইঃ না দেখি জন্মিয়া হেন। কেহ বলে আইঃ রূপের বালাইঃ লয়ে মরে যাইঃ না দেখি জন্মে এমন ॥ কিবা চন্দ্র নিয়েঃ প্রেম রস দিয়েঃ মদনে মিশায়েঃ ইহারে গড়িল বিধি। কিরূপ মাধুরিঃ আহা মরি২ঃ শুন সহচরিঃ ইহারে মিলায় যদি ॥ ত্যজে গৃহ বাসিঃ হব এর দাসিঃ হেরি মুখ শশী যুড়াব তাপিত মতি। কামে জ্বর২ঃ হইয়ে অন্তরঃ করয়ে উত্তরঃ অন্য এক রসবতী ॥ এই মহাশয়ঃ হয় ফুলময় আমারে মি লয়ঃ দয়া করি যদি বিধি। বেণী বিনাইয়েঃ কবরী বা ন্ধিয়েঃ তাহাতে বসায়েঃ প্রেম রজ্জু দিয়ে বাঁধি ॥ অন্য রামা কনঃ হরিদ্রা সমানঃ ইহ মহাজনঃ আমার মনেতে হয়ে। বিরহে বাঁটিয়েঃ আশা তৈল দিয়েঃ সোহাগে ছানিয়েঃ মাখিব সকল গায়ে ॥ অন্য নারী কনঃ এজন কাঞ্চনঃ যদ্যপি মিলনঃ হয় সঙ্গেতে আমার। বিরহে

ঢালিয়াঃ সোহাগে গালিয়াঃ প্রেমরস দিয়াঃ ইহার গড়িব হার॥ কোন রামা কয়ঃ এই দৃষ্ট ধনঃ যদ্যপি মিলনঃ হয় সঙ্গেতে আমার। হৃদয়ে বসায়েঃ প্রেম ভক্তি দিয়েঃ মন্ত্র উপক্ষিয়েঃ হেরিব মাধুরি তার॥ নাহি যাব ঘরেঃ সত্য কহি তোরেঃ যদি দয়া করেঃ রহিনু উহার আশে। চিত্রের পুতলঃ রমণীর দলঃ আঁখি ছলঃ ঃ অ জলে সবে ভাসে। এক রামা কয়ঃ মানব এনয়ঃ হেনমনে হয়ঃ মদন হবে এজন। যার দরশনেঃ মন নাহি মনেঃ বিনে পঞ্চ বাণে আর কি আছে এমন॥ কোন রামা বলেঃ মদন হইলেঃ অঙ্গহীন বলেঃ এজন নাহয় স্মর। এইতো নিশ্চয় অসুরের ভয়ঃ হয়ে পরাজয়ঃ আসিয়াছে পুরন্দর॥ অন্য নারা কয়ঃ ইন্দ্র এই নয়ঃ হেন বোধ হয়ঃ এজন হইবে শশী। রাহুর ভয়েতেঃ আসিয়া মর্ত্যেতেঃ বাসর ঘরে তেঃ লুকায়ে রহেছে বসি॥ অন্য রসবতীঃ কহিছে ভার তীঃ নহে নিশাপতীঃ কলঙ্ক বিহীন জন। চন্দ্রেতে কলঙ্ক অখ্যাতি শশাঙ্কঃ সে হলে মৃগাঙ্কঃ অঙ্ক থাকিত ভষন॥ হেন জ্ঞান হয়ঃ হরের তনয়, এই রসময় শুন প্রাণ সহ চরি। অন্য এক সতী কহিছে ভারতী মিথ্যাভব মতি অন্যায় সহিতে নারি। হৈলে ষড়ানন শুনলো কারণ ময়ূর ব্যহন অবশ্য থাকিত তার। এই মোর মতি বিরহি দুর্গতি দেখি প্রজাপতি করিবারে প্রতিকার॥ দেখ কাম জ্বরে বিরহিণী মরে বুঝি তার তরে দয়া

হৈল বিধাতার। অশ্বিনী নন্দন অবশ্য এজন ভুবন মো। হন কেবা হেন রূপ বান।। দেখিয়া মাধুর্য্য ভুলে গৃহ কার্য্য স্মরেতে অধৈর্য্য দেহে মোহে কম্পবান। কেহ বলে আর ঘরে গিয়া ছার হেরিব অঙ্গার সমান অভা গা পতি।। গৃহে কেবা যায় ধরি এর পায় যদি লয়ে যায় করি আমায় সংহতি। পরিধান বাস পাইয়া হু তাস উল্লাস বিলাস প্রকাশ শরীর ময়।। মস্তক অঞ্চল কাচলি বঞ্চল সদাই চঞ্চল কটির বসন হয়। করিতে বন্ধন করয়ে যতন অমনি কসন খসন হয় কি জ্বালা।। ঘরে যেতে চায় মন নাহি যায় ভাবে একি দায় যতেক কুলের বালা।। মদনে মাতিয়া কান্দিয়া২ পতিকে নি ন্দিয়া সকলেতে খেদ করে।। মনোমত পতি নহিলে যুবতী বিমরিশ অতি বিষাদ সদা অন্তরে। এমন পুরুষ সে রসে সরস নহিলে পরশ না বাঁচে পরাণ আর।। দ্বিজ শ্যাম কহে কামানলে দহে নারীগণ কহে পতি নিন্দা যে যাহার।।

নারীদিগের পতি নিন্দা।

পয়ার। মাতিয়া মারের শরে যতেক যুবতী। চল২ গৃহে যাই কহিছে ভারতী।। চলিতে চরণ চাহে মন নাহি চলে। বিচ্ছেদ বিকার ছলে পতি নিন্দা বলে।। এক রামা বলে ঘরে কিবা প্রয়োজন। মনোমত নহে

পতি অতি অভাজন॥ আমি হেন রসবতী ত্যজিয়া আমায়। পর সঙ্গে রঙ্গরস তার সর্ব্বদায়॥ আমারে কখন প্রিয় বাক্য নাহি কয়। নিশীতে বিচ্ছেদ সই কই লো কোথায়॥ কেবল ধর্ম্মের ভয় ভাবি পরিণাম। মনেতে বাসনা হয় লিখাইতে নাম॥ অন্য রসবতী কহে দহে কালানলে। কহিতে আপন দুঃখ ভাসে অশ্রুজলে॥ নবীনা যুবতী আমি তাহে রসবতী। আমারে মিলালে বিধি অতি বৃদ্ধ পতি॥ দুখেতে ফাটয়ে বুক মুখ দেখে তার। লোল চর্ম্ম তিন মাথা বর্ত্তুল আকার॥ সম্বল কলসীকানা ডাবার বৈঠক। পাকাটীর নল মুখে কাশে থক২। অহর্নিশী বিমরিশ নেত্রে বহে জল। শোননুড়া সম বুড়ার মাথার কুণ্ডল॥ দেখিয়া পতির রঙ্গ মরিলো জ্বলিয়া। লোক লাজে থাকি মাত্র একত্রে শুইয়া॥ শয়ন কলঙ্ক মাত্র লোকে ভাল বলে। রতি রঙ্গ পতিসঙ্গ নহে কোনকালে॥ আমার বাসনা নাই তার যদি হয়। হরিষে বিষাদ তাতে প্রমাদ নিশ্চয়। চুম্বন করিতে যদি তার হয় সাধ। সুখে উপজয়ে দুঃখ বিষম বিষাদ॥ দংশিতে অধর তার দশন নড়য়। আহা উহু মরি বলে দাঁতের জ্বালায়। আসক মাসক হকু তারে কে থেকায়। আমার কপালে একি হায়৩॥ মরি মনোদুঃখে দেখি রতিহীন পতি। কি দোষ তাহার দিব সেই ভীমরতি॥ আছে গরু কিন্তু সই নাহি বহে হাল। অভাগির দুঃখ

ভোগ সম চিরকাল॥ তাহার শুনিয়া দুঃখ অন্য এক নারী। কহিতে আপন দুঃখ চক্ষে বহে বারি॥ বলে আমি রসবতী কত কাব্য জানি। আমারে মিলিল পতি শুষ্ক কাষ্ঠ জিনি॥ গণ্ডমূর্খ হস্তী সম মস্তি অনিবার। হিতে করে বিপরীত পীরিতে তাহার॥ ভাল মন্দ নাহি বুঝে দ্বন্দ্ব সদা করে। মূর্খের অশেষ দোষ বিদিত সংসারে॥ স্বর্ণ বর্ণ আছিল ভাবিয়া হৈল কাল। বিধির বদনে ছাই কি পোড়া কপাল॥ অরসিকের প্রেম সই অরণ্যে রোদন। অন্ধ জন প্রতি যেন দেখান দর্পণ॥ অন্য নারী বলে মূর্খ বরঞ্চতো ভাল। ভুজঙ্গ সমান পতি বুদ্ধি অতি খল॥ ঈর্ষা দ্বেষ বেঁকা মুখ চোক কথা কয়। হিষাহিষি ঠেশাঠেশী সকল সময়॥ কামিনী হইয়ে সাধি তবু সাধ নহে। তুষানল সম খল মম অঙ্গ দহে॥ বিষ যদি পাই তাই করিয়ে ভোজন। ইচ্ছা হয় শুন আই ত্যজি লো জীবন॥ খলের পীরিতি সই বালি যেন বাঁধ। ক্ষণেকেতে হাতে দড়ি ক্ষণে ধরে চাঁদ॥ আর এক নারী কহে করে হাহা কার। বল কেবা দুঃখি আছে সমান আমার॥ অন্তরে অন্তর পতি শঠতা দুর্জনা। কথায় চাতুরী কাযে কে করে গণন॥ তাহার অধীনা আমি নাহি ভাবে মনে। অপর পরের ভাব তার সর্ব্ব ক্ষণে॥ কি করিব কি হইবে সদাই হুতাস। রসিক সুজন পেলে ত্যজি গৃহ বাস॥ শঠের পীরিত সই

জলের লিখন্য কখন চেতন থাকিকখন মরণ॥ অন্য
রূপবতি তাহা করিয়ে শ্রবণ। রোদন করিয়া বলে নিজ
বিবরণ॥ কহিবার কথানহে নাকহিলে নয়। তস্কর দুষ্কর
পতি সদা মনে ভয়॥ রজনীতে তার সঙ্গে নাহিক মিলন
বোন পোড়া মৃগী সম থাকি সর্ব্বক্ষণ॥ তাহার যেমন
মন আমার তা নয়। সদাভাবি কোনদায় কখন কিহয়॥
পদ্মপত্রে জল হেন প্রাণ কাঁপে ধড়ে। চোরণীর মন
থাকে পুঁই আঁদারেপড়ে॥ তার কথা শুনে কহে অন্য
রসবতী। শুনলো আমার দুঃখ যতেক যুবতী॥ চির
বিরহিণী আমি নহে পতি সঙ্গ। কি দোষ তাহার দিব
সেই ধ্বজ ভঙ্গ॥ কথায় কুলানী করে রসিকতা বড়। ভুবনে
বিখ্যাত হেগো রোগী মুখে দড়॥ ঝাকনী কাঁপনী সার
করেজ্বলাতন। এমন পতির কেন না হয় মরণ॥ শরদ
নীরদ পতি রতিতে বঞ্চন। হনহ গরজন নহে বরিষণ।
কেবল আমার গুণে বাড়িয়াছে বংশ। নহিল এতেক
দিনে হইত নির্ব্বংশ॥ অন্য রূপবতী কহে নিজ বিবরণ
মাতাল দাঁতাল পতি অতি অভাজন॥ বিষম বেহুঁস
সেটা বাতুলের সম। অনাচার দুরাচার সদা তার তম।
চলিতে চরণ টলে পড়য়ে খানায়। শৃগাল কুক্কুরে মুখে
মূতে দিয়া যায়॥ কটুভাষে কভু মোরে করয়ে তাড়ন।
কখন বা পায়ে ধরে যবে যাহা মন॥ দেখিয়া তাহার
ভঙ্গি হই মর্ম্মভেদী। হাসি পায় ক্ষণেক ক্ষণেক বসি

কাঁদি॥ তাহার পীরিত দেখে মরি লো লজ্জায়। দিনে ভাগ রাত্রে ঠিকা এ বিষম দায়॥ অন্য রামা কহে পরে আপনার দুঃখ। নয়নের নীরে ভাসে হয়ে অধোমুখ॥ বলে আমি দশাষই পতিতো বায়ন। খেদেতে বিদরে বুক অরণ্যে রোদন॥ পতি সঙ্গে যদি করি একত্রে শয়ন। অঞ্চলে লুকায়ে থাকে হয়ে অদর্শন॥ দেখিয়া তাহারে সখি মরিলো লজ্জায়। হাত ছোট বাঞ্ছা বড় এবিষম দায়॥ অন্য রামা বলে সই ত্যজলো বিষাদ। একেতে পূরিল তব উভয়ের সাধ॥ তোমার সমান সুখি না দেখি কাহায়। কেবল শোভা মনোলোভা হেন কেবা পায়॥ আমি অতি দুঃখিনী যে আমার সমান। কাহারে নাহিক হেরি এমন নাতান। পতির পৃষ্ঠেতে কুব্জ অতি সুবিস্তার। বসিয়া থাকিলে হয় মুরদ আকার। চিত্রহয়ে শয়নেতে সাধ সে সর্ব্বদা। শটান না হৈতে পারে কুঁজে আছে বাঁদা॥ ঘোঙ্গা কড়ি মত রহে উবুড় হইয়া। দেখিয়া পতির রূপ মরিলো জ্বলিয়া॥ অন্য রূপবতী বলে কুঁজা সই ভালা। আমি হেন রসিকা আমার পতি কালা। ঢাক ঢোল বাজাইলে না পায় শুনিতে। আঁধারে প্রমাদ বড় কৌতুক আলোতে॥ হাসিলে তাহার কাছে আর রক্ষা নাই। ঠারে ঠোরে কর্ম্ম ধর্ম্ম বিষম বালাই॥ আর এক রামা কহে কালা মনোহর। কটু ভাষে গাল দিলে না করে উত্তর॥ আমার সমান

কেবা আছে নিরানন্দ। আমি হেন রূপবতী মম পতি অন্ধ॥ বিধাতা বঞ্চিল মোরে সদাই অসুখ। লজ্জায় কাহারে সই না দেখাই মুখ॥ বেশভূষা আভরণে হয়েছি বজ্জন। নলেন দর্শনে অন্ধে কোন প্রয়োজন। অন্য রামা বলে অন্ধ বিধির লিখন। আমার সমান দুঃখি না দেখি কখন॥ কুরূপে কুকুণ্ডে পতি মুরত মুরতি। দেখিয়া আকার তার অঙ্গ দহে অতি॥ হেলে দুলে চলে পথে হেরে হাসি পায়। কোঁচরে তবিল করি সর্ব্বদা বেড়ায়॥ বসন আচ্ছাদি যদি হাটে বৈসে থাকে। তর মুচ ব্যাপারি তাকে বোধ করে লোকে॥ রতিরস সে প্রসঙ্গ ভঙ্গ সেই কাজে। মরি মোন দুঃখে কথা নাহি কহি লাজে॥ বিধির বদনে ছাই কি বলাই আই। রসিক সুজন পেলে তার সঙ্গে যাই॥ এই রূপ গোদা খোড়া হাবা বোবা আদি। সকলের নারী খেদ করে মরে কান্দি॥ তাহাদের খেদ শুনি এক রামা বলে। কান্দিলে কি হবে সই যা আছে কপালে॥ তোমা সবা হৈতে তবে আমি সুখিমানি। যুবক আমার কান্ত মুখে মিষ্ট বাণী॥ পরম পণ্ডিত কবি বিদ্যার সাগর। ধনে মানে কুলে শীলে আমার নাগর। আদ্যরস কাব্য রস রসরতি আর। এসকল রঙ্গরস মুখাগ্রে তাহার॥ কতমত কথা কহে করিলে শ্রবণ। সর্ব্বদুঃখ দূরে যায় হয় হৃষ্টমন তাহার শুনিয়া বাণী যত নারীগণ। ক্রোধিত হইয়া ঘরে

যায় সর্ব্বজন ॥ যায়২ ফিরে চায় ভাসে অশ্রুজলে। মন চুরি কৈল রায় অপাঙ্গের ছলে ॥ রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কহিল কাব্য কৌতুক বিলাস।

রাজার আপন বাটীতে গমন।

পয়ার। এইরূপে নানারঙ্গে প্রেম আলাপনে। রজনী বঞ্চিল রায় নারীগণ সনে ॥ প্রাতঃকালে উঠি বর বাসর হইতে। চলিলেন বৃদ্ধ রাজা বৈসে যে স্থানেতে ॥ পিতারে প্রণাম করি ডাণ্ডাইল রায়। হেনকালে নারীগণ সম্বাদ পাঠায় ॥ শয্যা তোলানীর টাকা দেও এইক্ষণে। নহিলে হইবে দুঃখ সবাকার মনে ॥ শুনি রাজা রঘুরাম হাস্য করি কয়। ইহার কারণ কেন করিতেছ ভয় ॥ রাজা জিজ্ঞাসিল পরে জানিতে কারণ। বাসরে জাগিয়া ছিল নারী কয় জন॥ কৃষ্ণচন্দ্র বলে আমি করি অনুমান। এক শত নারী ছিল মম বিদ্যমান ॥ শুনি হরষিত রাজা মুদ্রা করে দান। জনেং শতং স্বর্ণ মুদ্রা পান ॥ কল্যাণ করিয়া পরে ঘরে সবে যায়। হেনকালে রঘুরাম মাগিছে বিদায় ॥ কহে কুসণ্ডিকা আদি হইবে করিতে বিদায় করহে ভাই মোরে অচিরাতে ॥ হাসি দ্বিজ বলে বল এ আর কেমন। দরিদ্র পাইলে নিধি না করে বর্জ্জন এই স্থানে কুসণ্ডিকা করিয়া পূরণ। পরেতে গৃহেতে যাও শুনহে রাজন। রাজা বলে একথা অপ্রথা মনে হয়। গৃহে গিয়া কুসণ্ডিকা হইবে নিশ্চয় ॥ দ্বিজ বলে মহারাজ

যে আজ্ঞা তোমারি। আনিল মেলানি ভার আর নমস্কারি॥ কন্যারে জামতাসনে লইয়া ব্রাহ্মণী। অরণ বরণ করে চক্ষে বহে পানি॥ যথা শক্তি অনুসারে রাখিল সম্মান। কি করে ধনেতে যার প্রিয় বাক্য দান॥ রাজার হুকুম পেয়ে যত খানেজাদ। উঠিল বাজায়ে ভেরী করি ঘোর নাদ। পূর্ব্বমত শত২ নহবত চলে। জয় ডঙ্কা রায়. বাঁশ বাজে আগুদলে॥ দামামা দগড়া তুরি কাড়া ঝম্পা ঢোল। বাঁশি কাঁশি শত২ সুমধুর বোল॥ সানাই ভোড়ঙ্গ বিনা রামসিঙ্গা বাজে। নকিব ফুকারে সদা জয় মহারাজে॥ চতুর্দ্দোলে কৃষ্ণচন্দ্র করি আরোহণ। মহাপায়াপরে পদ্মা বসিল তখন॥ রেসেলা চলিল সবে বাহিয়া বাহিনী। কতক্ষণে নিকেতনে গেল নৃপমণি॥ ঘরে গিয়া হুলাহুলি জয় রব করে। রাণী আসি পুত্র বধু উভয়েরে বরে॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কহিছে কাব্য কৌতুক বিলাস॥

রাণীর পুত্র ও বধুর বরণ।

পয়ার। হরষিতে রাজরাণী লয়ে এয়োগণ। পুত্র বধু উভয়েরে করেন বরণ॥ পরে ধান্য খুঁচি রাখি পদ্মার মাথায়। জাঁতিতে কাটিছে তাহা কৃষ্ণচন্দ্র রায়॥ দুগ্ধেতে অলক্ত গুলি রাখিয়া পাতরে। ডাঙ্গাইল পদ্মাবতী চেং মৎস্য করে॥ পরে জয় রব দিয়ে মঙ্গলাচরণ .বর কন্যা এক ঠাঁই বসিল দুজন॥ কড়ি লয়ে হাতাহাতি

খেলে দুইজনে। যেমত আচার করে পূর্ব্বে নারীগণে॥ তদন্তেতে কালরাত্রি পোহায় অন্য স্থানে। অষ্টবাসরে যোড়ে যায় সবে জানে॥ ফুলসজ্জা অগ্রে সজ্জা পাঠায় ব্রাহ্মণ। ভারে২ মিষ্টঅন্ন নানা আয়োজন॥ কোন নারী রাজারে দিতেছে যৌতুক। কেহবা করয়ে আসি পদ্মারে কৌতুক॥ ক্রমেতে পদ্মারসনে রাজার হৈল প্রেম। তিল অদর্শনে মনে হয় রায় ভ্রম॥ কাদা খেড়ো খুদ মাগা নারিনু রচিতে। কি করি বাড়িছে পুথি বিবাদ তাহাতে॥ কালের চরণ রজ মাখি সর্ব্ব অঙ্গে। কৌতুক বিলাস শ্যাম রচে মনোরঙ্গে॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য ভার।

পয়ার। হেনমতে কত কাল হয় অবসান। পরে রাজা রঘুরাম হইল নিদান। বিষম বিকার জ্বর নাড়ী সন্ধি হীন। দাহ আদি দোষ তাহে প্রকাশিল তিন॥ কত কবিরাজে রাজা দিল বহুধন। যে যা চাহে তাই পায় প্রাণের কারণ॥ আসন্ন হইলে কাল বল কে রাখিবে। সকলে কালের বস এভাবে জানিবে॥ মরিল রাজন হয় মহা হাহাকার। কৃষ্ণচন্দ্র করে তাঁর বিহিত সৎকার॥ চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা জ্বালাইয়া তার। পরে শ্রদ্ধশান্তি করে যেরূপ ব্যবহার। সোণার সোরঙ্গ সহস্র প্রমাণ। ষোড়শ সরশ কত কে করে বাখান॥ কাঙ্গালী বিদায় করে পিটাইয়া ঢোল। নগরে২ হৈল মহা জনরোল॥

ব্রাহ্মণে মোহর দান শূদ্রে মুদ্রা পান। ছোট বড় সর্ব্ব জনে করয়ে কল্যাণ॥ অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় কাঞ্চি কাশী। সর্ব্বত্রের অধ্যাপক পাত্র পায়ে আসি॥ মনো রম তা সবার করিয়া বিদায়। পরেতে কৌলিক করে কৃষ্ণচন্দ্র রায়। ভৃগু যজ্ঞ সম রাজা করে আয়োজন। মাসাবধি জ্ঞাতিজনে করান ভোজন। পরেতে আপনি কৃষ্ণ উৎকৃষ্ণ ভাবিয়া। রাজা হয়ে বৈশে পিতৃ সিংহাসনে গিয়া। পুত্রসম পালে প্রজা বিচারে পণ্ডিত। আপনি পণ্ডিত পণ্ডিত সভাস্থিত॥ বর্ব্বর সহিত রাজা না কহে কথন। শিষ্টের পালক ভূপ দুষ্টের শমন॥ গুণ বোদ্ধা অদ্বিতীয় এই বসুন্ধরে। যজ্ঞ দান পূজা রাজা অবিরত করে॥ শাসনে গো ব্যাঘ্র জল পিয়ে এক ঠাঁই গুণের সাগর রাজা হেন আর নাই॥ পাত্র মিত্র ভৃত্য গণে সবে বুদ্ধিমান। নির্ব্বোধ হইলে তার দণ্ড হয় প্রাণ॥ কালিদাস বাণেশ্বর কবিচন্দ্র আর। ভারত অসিতনাথ পঞ্চরত্ন যার॥ পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নবরত্ন যেন। কৃষ্ণ চন্দ্রের পঞ্চরত্ন তাহার সমান॥ মহাসুখে মহারাজ সদা করে বাস। পণ্ডিত হইলে পার্শ্বে সদাই উল্লাস। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন হয় সর্ব্বক্ষণ। শাস্ত্র উক্তি বিনা কথা না কহে রাজন। গ্রামবাসি লোকে যশ সদা কাল গায়। বলয়ে এমন রাজা না দেখি কোথায়। এইরূপে কত কাল গত হয় পরে। আসিল পণ্ডিত এক নদীয়া নগরে।

জিনিয়া অনেক দেশ শেষ রাজ পাটে ॥ আসিয়া সম্বাদ করে রাজার নিকটে ॥ শুনি তারে আসিবারে দিলেন আদেশ। কি হেতু আইলে তত্ত জিজ্ঞাসেন শেষ॥ পণ্ডিত কহিছে আমি দ্রাবিড় নিবাসী। বিচারের আশা করি তব স্থানে আসি ॥ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র কাঞ্চিগারা। মগদ মথুরা মুরা কাশী ব্রজ আরা ॥ হরি দ্বার কাংক্ষল হেংলাজ জ্বালামুখী। নীলগিরি বিন্ধ্যগিরি কেতরী কেসথী ॥ বদ্রিকা কেদার আর নানা গুণি স্থানে জয়ী হয়্যা আসিয়াছি তোমার সদনে ॥ শুনি রাজা সমাদর করেন বিস্তর। নিরব হইল সব শুনি তাঁর স্বর ॥ গভীর সাগর সম বচন প্রকাশ। রাজার সভাস্থ গণে মনে পায় ত্রাস ॥ প্রকারে জিনিল সভা আর সভাজন। অপ কুদ্ধ হয়ে ভূপ ভাবে মনে মন॥ কহিলেন পণ্ডিতেরে বাসায় যাইতে। বিচার হইবে কল্য তোমার সহিতে ॥ এতেক কহিল যদি রাজ্যের ঈশ্বর। তুষ্টহয়ে বাসায় চলিল দ্বিজবর। পারিষদ লয়ে রাজা ভাবে অনিবার॥ কি রূপে হইব জয়ী করিয়া বিচার। জীবের সমান জীব দ্বিজের নন্দন। কারসাধ্য জিনে আর না দেখি এমন। শ্রীশ্যামাচরণ বলে শুনহে ভূপতি। গোপাল নহিলে ইথে নাহি অব্যাহতি।

গোপাল ভাড়ের রাজসভায় গমন।

পয়ার। বাসায় আসিয়া দ্বিজ বসিল তখন। এখানেতে নরপতি অতি মৌন মন॥ কেমনে রহিবে মান কে করিবে ত্রাণ। বলে এত দিনে নষ্ট হইল গুমান॥ এই রূপে সে দিবস রজনী প্রভাতে। পুনশ্চ আসিল দ্বিজ রাজার সভাতে॥ দেখিয়া তাহারে সবে হয় মৌন মন। খগপতি দেখিয়া যেমন নাগ গণ॥ পণ্ডিত কহিছে হাসি ওহে মহিপাল। বিচার করিতে এই উপযুক্ত কাল রাজা বলে অদ্য ফিরে যাও হে বাসায়। কল্য হইবে বিচার আমার সভায়॥ পণ্ডিত কহিছে ভাল কল্য জানাযাবে। হারিলে হইব দাস হারালে কি হবে॥ রাজা বলে অর্দ্ধ রাজ্য দিব আমি দান। শুনি হরষিতে কবি বাস স্থানে যান॥ এখানে বিষাদ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কি রূপেতে এইবার মান রক্ষা পায়॥ হেনকালে গোপাল আসিল সে সভায়। গললগ্নীকৃতবাসে সম্মুখে দাঁড়ায়॥ চরণে শরণ লয় অষ্টাঙ্গে প্রণতি। ভ লমন্দ কোন কথা না কহে ভূপতি॥ গোপাল কহিছে রাজা একেমন ধারা। আজি কেন সদানন্দ নিরানন্দ পারা॥ রায় বলে কি আর বলিব আমি বাণী। এতদিনে নষ্ট হইল যাছিল গুমানি॥ কহিল গোপাল কহ সে আর কেমন। ভূপতি কহিল তারে সব বিবরণ॥ হাসিয়া গোপাল বলে এই সে কারণ। অতি অল্প দায়ে কেন

বিষাদ রাজন ॥ আজ্ঞা দেহ এইক্ষণে জিনিব তাহারে। তোমার দাসের দাস আমারে কে পারে ॥ রাজা বলে পাগলের প্রায় কহ কথা। কিসে তুমি জয়ী হবে খেয়ে মোর মাথা। গোপাল কহিছে রাজা বুদ্ধি বলবান। কি করে পণ্ডিতে বুদ্ধি সারদা সমান। শুনিয়া প্রশংসা রাজা করেন তাহার। তোমার সমান বন্ধু কে আছে আমার ॥ সুখের সকলে ভোগী দুঃখে মাত্র তুমি। বিনা মূল্যে তব স্থানে ক্রীত হই আমি ॥ গোপাল কহিছে ভূপে কিঙ্করে এমন। কহিছ বচন তুমি কিসের কারণ ॥ এই আমি চলিলাম জিনিতে পণ্ডিত। এখান সংবাদ পাবে আসিব ত্বরিত ॥ এতবলি গোপাল চলিল নিজবাস। দ্বিজ শ্যাম কহে পরে কৌতুক বিলাস ॥

গোপালের পণ্ডিতের বাসায় গমন।

ঘরেগিয়া চিন্তাকরি মনেতে রসাল। ধরিল দ্বিজের বেশ সুবেশ গোপাল ॥ গলে উপবীত মোটা দীর্ঘ ফোঁটা ভালে। পরিধান পট্টবাস করে কমণ্ডলে ॥ আর এক দাস ভাঁড় সংহতি লইয়া। চলিল তাহার মাথে তল্পী চাপাইয়া॥ আপনি খাটের খুরা ভাঙ্গি নিজকরে শত বস্ত্র জড়াইল সেই গ্রন্থোপরে ॥ খড়াঙ্গ পুরাণ কক্ষে করিয়ে যতনে। যাইল গোপাল ভাঁড় দ্বিজ বিদ্যমানে। বসিয়া পণ্ডিত করেন তৈলমর্দ্দন। হেনকলে গোপাল দিলেন দরশন ॥ কহিল ভূপাল দিল মোরে পাঠাইয়ে।

দ্রুতগতি যেতে হবে তোমারে জিনিয়ে ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে বিষারদ শুনেছি আপনি। কেমন বিচার কর যাব তাহা শুনি ॥ বিলম্ব নাহিক সয় আছে ছাত্রগণ। চাতকের প্রায় করে পথ নিরীক্ষণ ॥ আমি গিয়া বেদ আদি দরশন ছয়। পড়াইলে তবে তাহাদের তৃপ্তি হয় ॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রে নিত্যং পাঠ চাই। বেদান্ত করিল অন্তঃ এমনি পড়াই ॥ পণ্ডিত কহিছে তুমি কোন শাস্ত্র জান। গোপাল কহিছে আমি সকলে প্রধান ॥ চারি বেদ ভেদ ষড় দরশন আর। চতুর্দ্দশ শাস্ত্র ধর্ম্ম মুখাগ্রে আমার ॥ অষ্টাদশ পুরাণোপ পুরাণ কে ধরে। চতুঃ ষষ্টি তন্ত্র মন্ত্র জিহ্বা যন্ত্র পরে ॥ বড়াই না করি দ্বিজ না ভাবিহ দ্বেষ। বিচার হইলে পরে জানিবে বিশেষ ॥ শুনিয়া ভাবিছে দ্বিজ এই সে কারণ। বড়ই পণ্ডিত বলে পাঠালো রাজন ॥ গোপাল কহিছে দ্বিজ করহে বিচার। দ্বিজ কহে ক্ষণেক বিলম্ব কর আর ॥ মর্দ্দন করেছি তৈল নাহি করি স্নান। কেমনে বিচারে বল পাইব কল্যাণ ॥ গোপাল কহিছে তৈল তিলকো সম্ভবে। নতৈলং সাষপংতৈলং শ্রুতিতে প্রভবে ॥ শুনি দ্বিজ বলে প্রশ্ন অগ্রে কহ তুমি। পূরিব অবশ্য যাহা জ্ঞানে পাই আমি ॥ শ্রীশ্যাম কহিছে দ্বিজ এইবার দায়। কহিলে তাহার প্রশ্ন উত্তর কে পায় ॥

গোপালের প্রশ্ন কথন।

কমল কুম্ভয়োর্দ্বন্দ্বঃ উভয়োশ্চ পরস্পরং। শুচাশুচা বভৎ ভেদং নিশ্চিতং ব্রূহি মে বুধ॥

ত্রিপদী। গোপাল কহিছে শুনঃ হয়্যে অতি বিচক্ষণ আমার প্রশ্নের বিবরণ। বারি কুম্ভ পরস্পরঃ উভয়েতে দ্বন্দ্ব করেঃ শুন বলি তাহার কারণ॥ কলসী জলেরে কয়, তুই অতি দুরাশয়ঃ তোরতরে মোর অপমান। আনি ভূমি কাটি মোরেঃ কুমারে মস্তকে করে, আনে ঘরে হয়ে সাবধান॥ এটো হাঁড়ি সমির্ভারেঃ পনে মোরে দগ্ধ করেঃ শেষে এসে বাজারে সাজায়। কি হিন্দু কি মুসলমানঃ যেজন কিনিতে যানঃ আগে গিয়া আমারে বাজায়॥ মনস্থ না হৈলে পরেঃ রাখি যায় পুন ফিরেঃ দ্বিজ পরে আনে কড়ি দিয়া। তখন হৈলে পরশঃ কেহ নাহি ধরে দোষঃ অপমান তোমার লাগিয়া॥ তুই যেই সঙ্গী হলীঃ শূদ্রে ছুঁলে দেয় ফেলি, বড় অপবিত্র তুই বারি। জল কহে দূর২ঃ তুই মাটি মৃতাসুরঃ তোর তরে এদুঃখ আমারি॥ আমি আপোনারায়ণ ঃ জীবের হই জীবনঃ আমা বিনা তৃপ্ত কোনজন। দেখ এক সরোবরেঃ স্নান করে পরস্পরেঃ নানাজাতি অভেদ্য যবন॥ আমাতে উচ্ছিষ্ট ফেলেঃ পুন দেখ সেই জলেঃ দ্বিজ কুলে করিছে তর্পণ। হেন শুদ্ধ সত্ত্ব আমিঃ মহা অপবিত্র তুমিঃ সঙ্গদোষে গুমান ভঞ্জন॥ অপবিত্র যদি থাকেঃ

জলে ধোত কর্য়ে তাকেঃ আমাবিনা কে আছে এমন। তুইতো অধম মাটিঃ পোড়ালে না হস খাঁটিঃ ধিক তোরে ওরে অভাজন ॥ এইরূপে দুইজনেঃ বাড়ে দ্বন্দ্ব সর্ব্বক্ষণেঃ কেবা শুদ্ধ কেবা অপবিত্র। দ্রুতগতি কহ তুমিঃ শুনিয়া যাইব আমিঃ পড়াইতে আপনার ছাত্র। শুনে হয় চমৎকারঃ হিতে বিপরীত তারঃ কারে ভাল মন্দ কহে কারে। যদি পাত্র মন্দ হয়ঃ পূর্ব্বকথা মিথ্যা নয়ঃ বারি বিষ্ণু জানে এসংসারে ॥ ইহা ভাবি চিন্তাকুলেঃ গোপালের প্রতি বলেঃ এইক্ষণে যাও নিকেতন। এখন সময় নয়ঃ স্নান পূজা নাহি হয়ঃ বৈকালেতে করিব পূরণ ॥ গোপাল হাসিয়া মনেঃ রহিলেন সংগোপনেঃ হেতা দ্বিজ ভাবে মনেমন। কোন শাস্ত্রে নাহি পায়ঃ এযুক্তি ঘটনা দায়ঃ কিসে আমি করিব পূরণ ॥ পরেতে পাইব লাজঃ এই স্থানে নাহি কাযঃ চল ভাই যাই নিজ দেশে। এত বলি নিজগণঃ লইয়া চলে ব্রাহ্মণঃ গোপাল দেখিয়া তাহা হাসে ॥ আসিয়া রাজারে কয়ঃ ভয় ত্যজ মহাশয়ঃ পরাজয় হইল সেজন। ছাড়িয়া নদীয়া পুরঃ গেল সে অনেক দূরঃ রাজা বলে কিসের কারণ। গোপাল বিশেষ বলেঃ শুনে প্রশংসে সকলেঃ রাজা দিল মুকুতার হার। দ্বিজ শ্যাম কহে ভূপেঃ যেন তেন কোনরূপেঃ মান রক্ষা হইল এবার ॥

রাজার সহিত জহরির মিলন।

পয়ার। এক দিন মহারাজা বসিয়া সভায়। পাত্র মিত্র ভৃত্য বর্গ রয়েছে তথায়॥ হেনকালে তথা এক জহরি সুজন। আসিয়া রাজার স্থানে দিল দরশন॥ কাশ্মীর নিবাসি তার নাম মহোরাম॥ বহু মূল্য লোষ্ট্র বিকি কিনি তার কাম॥ গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ভালে অর্দ্ধচন্দ্র। দেখিয়া হরিষ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র॥ কহে রাজা বল দেখি কিবা সমাচার। কি কারণ আগমন সভাতে আমার॥ জহরি বলয়ে আমি করি জহরির। বিক্রী আশে এসে দাস হুজুরে হাজির॥ রাজা বলে যদি তব লোষ্ট্র থাকে ভাল। তবেতো লইব লাল হীরার প্রবাল। শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সেজন ত্বরিত। বাহির করয়ে হীরা অতি সচকিত॥ নৃপতি কহেন মূল্য যথার্থ ইহার। যাহয় নিশ্চয় কহ অগ্রেতে আমার॥ জহরি বলিল মূল্য পঞ্চাশ হাজার। শুনিয়া হইল ক্রোধ সুবোধ রাজার॥ রাজা বলে ব্যাপারির মিথ্যা কথা ধর্ম্ম। যথার্থ কহিলে তাহে হয় কিঅধর্ম্ম॥ জহরি বলিছে কেন হেন আজ্ঞা প্রভু। রাজা বলে অসঙ্গত সহ্য নহে কভু॥ তোমার পাথর হইতে সওয়া অনুভব। দশ সহস্রে লইয়াছি আর কিবা কব॥ তাহাতে এতেক তোমার এখানে চাতুরি। তোমা হেন কত ঠক দেখেছি জহরি। রাজার বচন শুনি জহরি তখন। গলে বস্ত্র দিয়া কহে বিনয় বচন॥ শুনহ

ঠাকুর দাসের নিবেদন। কেমন তোমার হীরা করিব দর্শন॥ হাসি রাজা আপনার হীরা বারি করে। দেখ দেখি বলে দিল জহরির করে॥ জহরি প্রস্তর দেখে করে নিরীক্ষণ। মনেং দোষ তার ভাবে অনুক্ষণ॥ ক্ষণেক বিলম্বে কহে শুন মহারাজ। সহস্র মুদ্রায় এ হীরার নাহি কাজ॥ হাসি রাজা বলে কেন ইহার কি দোষ। তোমার প্রস্তর নাকি এহতে স্বরস॥ জহরি বলেন রাজা ষড়া তাজা সম। কখন না হয় তুল্য সত্ত আর তম॥ রাজা বলে সে কেমন কহ বিবরণ। শুনি কর যোড়ে ভূপে করে নিবেদন॥ আমার জহর পাকা নির্দ্দোষ প্রস্তর। তোমার হীরায় আছে কীটের গহ্বর॥ ভিতরে ফোঁফর আছে উপরে উত্তম॥ এইতো প্রস্তর তব কিবল কৃত্রিম॥ তবে হয় প্রত্যয় যদ্যপি ভাঙ্গা যায়। শুনি রাজা আজ্ঞা দিল ভাঙ্গিতে তাহায়॥ লাইর উপরে রাখে উভয় জহর। লোহার মুদ্গর মারে তাহার উপর॥ ফাঁপা ছিল রাজার প্রস্তর চূর্ণ হয়। নীরট পাথর লাইর ভিতরেতে যায়॥ হাস্যমুখে জহরি তো বলিছে বচন। নয়নে দেখিলে লোষ্ট্র চিনি ততক্ষণ॥ রাজা বলে তুষ্ট হই তব গুণপনে চিরদিন রহ তুমি মম সন্নিধানে॥ যখন যে প্রয়োজন হইবে যে ধনে॥ ইঙ্গিতে কহিবে তুমি আমারে গোপনে জহরির বহু বিদ্যা ছিল আগমেতে। মজিল দোহার মন দোহার সহিতে॥ এক স্থানে স্নান পূজা আহার

শয়ন। গোপনে দুজনে হয় কথোপকথন॥ এইমত ছয় মাস হয় বহির্গত। তিল অদর্শনে মনে রাজা বিষাদত॥ বাড়িল অধিক প্রেম মহারাজ সনে। গুণবোদ্ধা সেই জন মানে গুনিজনে। শ্রিশ্যাম কহিছে প্রেম অধিক যে খানে। দারুণ বিচ্ছেদ ভাই ঘটে সেই স্থানে॥

রাজা কর্তৃক জহরির শাসন।

পয়ার। একদিন মহারাজ স্নান করি পরে। ইষ্টদেবে পূজা করে বসিয়া মন্দিরে॥ উপহার লয়ে বৈসে দ্বারে জহরির। অর্চ্চনা করিছে তেঁহ খণ্ড পরশুর॥ এক কুশাসনে বসি ধ্যান করে হরে। আর এক কুশাসন রাখে তথাকারে॥ কি জানে কখন যদি আসে কোন জন। বসিবার তরে তার রাখিল আসন॥ হেনকালে বাণেশ্বর তথা উপনীত। দেখিয়া ব্রাহ্মণ তেঁহ কহিছে ত্বরিত॥ ইদং কুশাসনং বলে অঙ্গুলী হেলায়। বৈস এই অনুভব তাহাতে জানায়॥ শুনিয়া পণ্ডিত তারে কহেন বচন। ইদং কুশাসনং বলে করিল গমন॥ রাজার সহিত নাহি করে সম্ভাষণ। ক্রোধ মনে নিকেতনে গেলেন ব্রাহ্মণ॥ ইহার ভাবাথ তিনি বুঝিতে নারেন। গুণবোদ্ধা মহারাজ ইঙ্গিতে বুঝেন। ইদং কুশাসনং মম মিথ্যা ইহা নয়। সুশাসন থাকিলে এমন নাকি হয়॥ ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু জানে জগর্জ্জন। না কৈল প্রণাম বেটা কিসের পূজন উঠিয়া না অভ্যথনা দ্বিজবরে করে। তেকারণ কুশাসন

গালি দিল মোরে ॥ এতোভাবি ক্রোধেরাজা হৈল হুতা শন। ইঙ্গিত করিয়া দূতে কহেন বচন॥ বুঝিয়ারাজার ভাব আসি জমাদ্দার। ঢেকামেরে লয়ে জায় গলেধরে তার॥ মুড়ায়ে মস্তক তারে গাধাতে চড়ায়। ভ্রমণ করান দেশে পাদুকা গলায়॥ দেখে বাণেশ্বর হয় অতি হৃষ্টমন। রাজারে প্রশংসা করে আসিয়া তখন॥ লুঠে নিল জহরির যাজিল সকল। শ্রীশ্যাম কহিছে কর্ম্ম অনুযায়ি ফল॥

হরিঘোষের কথা।

পয়ার। গুণবোদ্ধা দোষ বোদ্ধা রসময় রসে। কহি তে পারিলে কথা ঋদ্ধি পায় দোষে॥ জহরি উত্তর কিছু নাকরিল আর। তাহাতে বাড়িল ক্রোধ সুবেশ্বর রাজার॥ যদি সমোত্তর করে কিম্বা গালি দেয়। উত্তর পাইলে রাজা সন্তোষ তাহায়॥ যেইনর নিরুত্তর হয় গো হজুরে। বারেক বদন তার ভূপতি নাহেরে॥ দানেতে অতুল রাজা দধিচি সমান। সুছন্দ কহিলে কথা সে পায় কল্যাণ॥ হয় হস্তি অভরণ শিরোপা তাহারে। কথায় উত্তর যেবা ভাল দিতে পারে॥ দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন। নীচের নাহিক রাখে রাজা বহু ধন॥ সকল গুণের সিন্ধু দ্বিজ দ্বিজরাজ। কর্ণভারি কলঙ্কতা নিদারুণ কায॥ যদ্যপি শ্রবণ করে রাজা গুণা কর। অমুকের গারি ধান্য জমাই বিস্তর॥ কোন মতে

শরকারে দাখিল করিতে। সর্ব্বক্ষণ অন্বেষণ করে রাজা
চিতে॥ ছলঅন্বেষণ করে তিলে পাড়ে তাল। দেয়ান
নায়েব তারা বাড়ায় জঞ্জাল॥ কিন্তু যদি সেইজন কথা
কহে ভাল। আরে তারে রাজ্য দান করেন ভূপাল॥
তাহার প্রমাণ শুন বাস সেই গ্রাম। জাতিতে গোয়ালা
তার হরিঘোষ নাম॥ হইবে হাজার গাভি বলদ বিস্তর
কোন জন কহিয়াছে রাজার গোচর॥ শুনি রাজা এক
দিন কহিলন তারে। ভাল দধি কাল্য কিছু দিবিরে
আমারে॥ শুনিয়া গোপের সুত হয়ে হরষিত। দুগ্ধ
অন্বেষণে যান পাঠায়ত্বরিত॥ যে গাভির পঞ্চসের অগ্রে
দুগ্ধ ছিল। খেড়ো হয়ে ক্রমে তার এক পোয়া হৈল॥
এহেন দুগ্ধের দুগ্ধ করি অন্বেষণ। সাঁজামিশাইয়া দধি
পাতিল সেজন॥ পরে সেই দধি লয়ে দেয় রাজ্যেশ্বরে
ভোজন সময় দধি আহরণ করে॥ কোন দোষ দুধির
ভূপতি নাহিপায়। কহিতে অকথ্য কথা কুথন বৃথায়
রাজা বলে ওরে বেটা গোয়ালার সুত। তোর দধি খেয়ে
আমি হয়েছি বিশ্মৃত॥ কিজানি কি মিশাইয়ে দধি
দিলি মোরে। চুস্কায় বদন সদা কি কহিব তোরে॥
ওল কচু কিবা দধি বিষের ভাবণী। মারিতে আমারে
বেটা দধি দিলি আনি॥ কিজানি কিদিলি ইথে কেমন
হইল। খাইয়া তোমার দধি বুঝিপ্রাণ গেল॥ আরে
দুষ্ট দুরাচার এমন করম। ব্রহ্মবধ হেতু তোর নাহিক

ধরম। শুনরে কোট্টালগণ আমার কথায়॥ ঘরবটী এবে টার লুঠে লয়ে আয়। শুনে করযোড়ে ঘোষ করে নিবেদন॥ নিশ্চয় জানিল ছল করেন রাজন॥ কোন বেটা কানভারি করেছে রাজার। তাহার কারণ মোরে হেন ব্যবহার॥ হরি বলে শুন রাজা করি নিবেদন। মুখের দুর্গতি নহে দধির কারণ॥ রাজা বলে দুষ্ট বেটা তথাপি না মানে। দধিতে চুল্কাবে মুখ আগে কেবা জানে॥ রাজারে কহিছে গোপ শুনহে কারণ। আমার গৃহেতে আছে অনেক গোধন॥ কোন দিন মহারাজ দেখে শুনেছিলে। সেই সে কারণ প্রভু মুখ চুল্কাইলে॥ অধিক দেখিয়া গাভি বলদেরগণ। তেকারণ ঠাকুরের চুল্কাছে বদন॥ শুনে সভাসদ করে মহা হস্য রব। হৃষ্ট হয়ে রাজা তারে দিলেন বিভব॥ রাজার কথায় যেবা দেয় প্রত্যুত্তর। মহা হৃষ্ট হয় নৃপ তাহার উপর॥ কটুভাষে গালি যদি উত্তর সে হয়। তাহাতে অধিক তুষ্ট রাজা মহাশয়॥ এইরূপ এক জনে নহে অনেকেরে। কটুভাষে পরিতোষে সেই নৃপবরে॥ তাহার বিশেষ কিছু কহি বিবরণ। দেবলে যেরূপে কৃপা করিল রাজন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। কৌতুকে কহিছে শ্যাম কৌতুক বিলাস॥

দেবল ব্রাহ্মণের সহিত রাজার কথোপকথন।

পয়ার॥ অশ্বপৃষ্ঠে নগরেতে ভ্রমেন রাজন। দেখেন

প্রজার নীতি সুরিতি কেমন॥ বহুরূপে গুপ্তবেশে ভ্রমে মহীপাল। ধরিতে ছেচর চোর ডাকাতি ছেনাল॥ নয়নে না দেখে লোকে নাহি দণ্ড করে। একারণ দোষ গুণ সর্ব্ব জনে হেরে॥ নিজ রাজধানী সীমা করি পর্য্যটন। আপন বাটীতে পুনঃ করেন গমন। হেনকালে রাজার দেবল পুরোহিত। শালগ্রামশিলা লয়ে যাইছে ত্বরিত॥ যাইতে দৈবের দোষে দিশা তার পায়। ঠাকুর বান্ধিয়া পৃষ্ঠে বসিল তথায়॥ নামাবলী কোসাকুশী সহ নারায়ণ পৃষ্ঠে রাখি দ্বিজ করে স্বমল বর্জ্জন। এহেন সময় তারে হেরে নৃপবরে। অরুণ জিনিয়া আঁখি তারে দৃষ্টি করে কোপ দৃষ্টে চাহি ভূপ করেন গমন। দেখিয়া দ্বিজের পোর সুখায় জীবন॥ আকাশ পাতাল দ্বিজ ভাবিছে সাগর। উঠিল গুহ্যের মল মাথার উপর। হয় প্রাণ যাবে নহে সর্ব্বস্ব হরণ। বিধাতার বাজি আজি কে করে মোচন॥ সাতপাঁচ দ্বিজ কত ভাবে মনে২। হেনকালে রাজদূত আইল সন্নিধানে॥ হাত পা বন্ধিয়া তারে লয় চারি বীর। মহাশয়ের পড়ো যেন হাজির হুজীর। লইয়া রাজার স্থানে করে সমর্পণ। শ্রীশ্যাম কহিছে রঙ্গ শুন সর্ব্বজন॥

দেবলকে ভূপতির ভৎর্সনা।

ত্রিপদী। রাজা বলে ওরে বেটাঃ হেন বুদ্ধি তোরে কেটাঃ দিয়াছেরে দুষ্ট দুরাচার। হইয়ে দ্বিজের সুতঃ

কর্ম্ম চণ্ডালের মতঃ আজি তার দিব প্রতিকার॥ ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিজ্ঞ জানিঃ করিলাম তোরে আনিঃ আপনার দেবল পূজারি। ছিঃ ধিক তুই হেনঃ না দেখি নহে শ্রবণ হারে ওরে নষ্ট ভ্রষ্টাচারি॥ বিনা স্নানে নারায়ণঃ নাহি করে পরশনঃ তুই একি করিলি কুকর্ম্ম। দেখে তোর পাপ মুখঃ ক্রোধেতে কাঁপিছে বুকঃ শুনিয়া জল্লাদে বুঝে মর্ম্ম॥ ধরে তার দুই করেঃ তখনি বন্ধন করেঃ লয়ে যায় যে দিগে মশান। শ্রীশ্যামাচরন ভণেঃ কথা যে কহিতে জানেঃ তার কে বধিতে পারে প্রাণ॥

পূজারির রাজার প্রতি প্রত্যুত্তর।

পয়ার। যোড় করে দ্বিজবর করে নিবেদন। দোহাই ঠাকুর কিছু করুন শ্রবণ॥ রাজা বলে কুলাঙ্গার কি বলি বি আর। তোরে দেখে ক্রোধ মম বাড়িছে অপার॥ দ্বিজ কয় মহাশয় অশ্বের উপর। আশোয়ার হয়ে যবে ভ্রমেন সহর॥ অশ্ব পৃষ্ঠে নানাস্থানে করেন ভ্রমন। সদাই তাহার পরে আপন আসন॥ ঐকালে দিশা যদি তেজে তব হয়। সে কালে কি পৃষ্ঠে হতে নাম্ব মহাশয়। রাজা বলে অশ্বের তুলনা কিবা ইথে। দ্বিজ বলে মহারাজ বুঝ নিজ চিত্তে॥ ব্রহ্মণ দেবের ঘোড়া বিশেষ দেবল। এহয় বিহীনে হয় শিলাতো অচল॥ স্থানান্তর যাইতে হইলে শিলা চাহে। এই তুরঙ্গমে দেবে সর্ব্বদেশে বাহে। অত এব দেবতার ঘোড়া এ ব্রাহ্মণ। বিচার করিয়া দেখ

পণ্ডিত রাজন ॥ ইথে যদি কোন মতে রহে মোর ত্রুটি তবেতো পাইব দণ্ড নহিলে না ঘাটি ॥ অশ্ব কভু আ শোয়ার না নাম্বায়ে নাদে। দেব অশ্ব নেদে কেন পড়িল প্রমাদে ॥ হাসিয়া কহেন রাজা শুন সভা জন। কি বোল বলিল এই বিটলে ব্রাহ্মণ ॥ শুনিয়া সভাস্থ জনে করে হাস্যধ্বনি। রাজা তারে দান করে তখনি অবনি। খুসি হয়ে দ্বিজবর যায় নিজবাস। দ্বিজ শ্যাম বলে এই বিষাদে উল্লাস ॥

রাজা দ্বিজগণকে নবাবের নিকট প্রেরণ ও মনেতে বিষাদ।

পয়ার। একদিন নবাব কহিল নৃপবরে। পাঠাবে পণ্ডিত গণ আমার হুজুরে ॥ বিদ্যাবান ধীরবুদ্ধি জ্যোতিষে পারক। অবশ্য পাঠায়ে দিবে সেই সব লোক ॥ শুনে রাজা হৃষ্ট হয় না জানে কারণ। দেখে২ দ্বিজগণ করে নিমন্ত্রণ ॥ পাঠান মুরশিদাবাদে পণ্ডিতের গণ। নবাব সম্বাদ পায়ে পুলকিত মন। আপনি আসিয়া লয়ে যায় দ্বিজগণে। বাসায় বসায় সবে করিয়া যতনে। দ্বিজগণ বলে কি হেতুক যাঁহাপনা। এখানে আসিতে আজ্ঞা করিলে আপনা ॥ নবাব কহিছে সবে পণ্ডিত তোমরা। কহ হে জ্যোতিষে কেবা আছ তৎপরা ॥ ভূমিকম্প কবে হবে কররে গণন। নহিলে বঞ্চিলে দলে করিব বন্ধন। শুনিয়াছি গ্রহণাদি বৃষ্টি বন্যাগণ ॥ এ

সকল জ্যোতিষে তোমরা সবে গণ। আমার এই প্রশ্ন করিলে পূরণ ॥ নিষ্কারতে দিব রাজ্য আর বহুধন। যদি নাহি পার কেহ ইহা গুণিবারে। খায়াইব ধান্য সবে রাখি কারাগারে। শুনিয়া পণ্ডিত গণের উড়িল পরাণ॥ হরিষে বিষাদ হৈল ধড়ে নড়ে প্রাণ। কার সাধ্য ভূমিকম্প করিবে গণন ॥ জ্যোতিষে সন্ধান নাই পাবে কোনজন। নিশ্চয় জানিল সবে নিকট মরণ ॥ প্রাণের কারণ তারা করিছে রোদন। নবাব কহিছে দ্বিজ ভাবহ উপায়। পার কিনা পার তাহা কহতো আমায় ॥ দ্বিজ গণ বলে স্বগ বর্গ মোরা গুণি। পাতাল বর্গের কথা কিছুই নাজানি ॥ শুনি ক্রোধে জাঁহাগির কাঁপয়ে শরীর। ইঙ্গিতেতে জমাদ্দার হুজুরে হাজির ॥ ধরে লয়ে দ্বিজ গণে রাখে কারাগারে। হাতে পায় বেড়ি দড়ি যেন বান্ধে চোর ॥ কয়েদ রাখিয়া ধান্য করান ভোজন। দুই দিনে দ্বিজগণে অর্দ্ধেক নিধন ॥ এখানে সম্বাদ পায় সুবোধ রাজন। ভাবে ব্রহ্মবধ হইল আমার কারণ ॥

গোপালকে পরিচয় দেওন।

পয়ার। আমি যদি নাপাঠাই এতেক পণ্ডিত। তবে তোনা হইত হেন বিপরীত ॥ নিশ্চয় আমার লাগি ব্রহ্ম হত্যা হয়। আমার জীবনে আর নাহি ফলোদয় ॥ এত বলি অন্বেশনে রহে নৃপবর। সদাই বিরস মন বদনে নিঃস্বর ॥ কি করিব কি হইবে কে রাখে এদায়। হেন

কালে গোপাল সে সভায় যায়॥ দেখিয়া কৌতুকি রাজা হয় অধোমুখ। গোপাল কহিছে রায় আজি কিবা দুঃখ॥ কত মত রঙ্গভঙ্গ করে নৃপসঙ্গে। তুষানল সে সকল দহে তার অঙ্গে॥ খেদে রাজা বলে মোর ভাল নাহি লাগে। এর পর যেতে হবে শমনের আগে॥ হেন নিদারুণ কথা শুনিয়া গোপাল। কর যোড়ে কহে কথা যা হয় রসাল॥ কহে সদানন্দ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি। বল কি ভাবনা ভব হয়েছে উৎপাতি॥ শুনি রাজা সবিশেষ বলেন তখন। পয়ার প্রবন্ধে শ্যাম কহেন কারণ॥

দ্বিজের বিশেষ ভূপতিবলে। অমনিভাসিছে নয়ন জলে বলে কি কহিব তোমারে আর। ব্রহ্মঘাতির নাহিক নিস্তার॥ নবাব দুরন্ত যবন জাতি। সেই সেদিলেক এত দুর্গতি॥ দ্বিজের চাহিনু করিতে হিত। দৈবেতে ঘটিল যে বিপরীত॥ গোপাল কহিছে রাজন ধীর। কি হবে হইলে বল অস্থির॥ সততচাঞ্চল্য মেধাকে নাশে। অস্থিরে কখন যুক্তি নাআসে॥ মন্ত্রিকে লইয়ে বিচার কর। মন্ত্রি গুণে দুঃখেতে হয় পার॥ এইতো সামান্য কিবা এদায়। যুক্তিতে বিগুণ সকল যায়॥ প্রতাপরুদ্র নামে নরপতি। মন্ত্রির গুণেতে জিনিল ক্ষিতি॥ মন্ত্রির মন্ত্রণা সমান আর। জগতে তুলনা নাহিক তার॥ হইলে যুকতি তরয়ে ভবে। মন্ত্রণা করহে উদ্ধার হবে॥ রাজা বলে হে কহ আরবার। কিরূপে মন্ত্রী করিল উদ্ধার। শুনি

য়া গোপাল কহিছে বাণী৷ এক মনে শুনিছে নৃপমণি।

রাজা প্রতাপরুদ্রের কথা।

ত্রিপতী॥ দক্ষিণ দেশেতে স্থিতিঃ প্রতাপরুদ্র আ খ্যাতিঃ নরপতি অতি দয়াবান। পুত্রসম প্রজাপালেঃ রাজা রহে কুত্তহলেঃ পাত্র মিত্র সবে জ্ঞানবান॥ দুই পাটরণী তারঃ একের এক কুমারঃ অন্য জনে একটি সন্ততি। নিরাপদ সে নগরেঃ কেহ নাহি আটে তারেঃ মন্ত্রী তার বুদ্ধে বৃহস্পতি॥ তাহার মন্ত্রণা তারেঃ সদা সুখ রাজ্যেশ্বরেঃ রাজা মন্ত্রিগণ বশীভূত। রাজা তার আজ্ঞা বিনেঃ কার কথা নাহি শুনেঃ মন্ত্রী তার তেমনি সূহৃত॥ এক দিন দৈব দোষেঃ বর্গি গিয়া সেই দেশেঃ মহামার করিল বিস্তর। রাজার সামন্ত যতঃ সকল করিল হতঃ সে সে পলাইল নৃপবর॥ মন্ত্রি লয়ে সমিভ্যারেঃ যাইল সে স্থানান্তরেঃ রাজ্য শোকে রাজার বিষাদ। রাজা বলে মন্ত্রি বলঃ কেমনে হবে কুশলঃ না কহিলে হৈল প্রমাদ॥ শুনি মন্ত্রী তারে কয়ঃ মহারাষ্ট্রে মহাশয় চল যাই যথা রিপুরয়। আগে গিয়া দৈন্য ভাবেঃ কিছু ভূমি মাগি লবে শেষে দিব প্রতিফল তায়॥ করিয়ে স্থির মন্ত্রণাঃ দ্রুত চলে দুই জনাঃ উপনিত বর্গির প্রদেশে। যাইয়া রাজার দ্বারেঃ এরাজা খবর করেঃ আই বারে আজ্ঞা হয় শেষে॥ শুনি আনন্দিত হয়েঃ নিজ মন্ত্রি সঙ্গে লয়েঃ মহারাজ হাজির সভায়। দেখি সেরাজা

র সভাঃ বিশ্বজন মনো লোভাঃ বুঝি হেন না অছে কো
থায় ।। দেখিয়া প্রশংসা করেঃ বলে ধন্য সে রাজারেঃ
ভাল নীতি চরিত্র তাহার। অমর ভুবম হেনঃ সুজনে
আছে সাজনঃ চারি মন্ত্রি বসিয়া রাজার ।। বুদ্ধেতে
সাগর প্রায়ঃ সভাস্থ যত সভায়ঃ ডাড়াইয়ে নায়েব দেয়া
ন। কত চেলা চোপদারঃ সংগ্রহ করিতে ভারঃ হাজারং
ভৃত্যগণ ।। আজ্ঞা বহ সবে রহেঃ ইঙ্গিতে বচন কহেঃ
নাহি সহে রাজা উচ্চধ্বনি। প্রতাপরুদ্রেরে হেরেঃ কহে
পাত্র মৃদুস্বরেঃ কি হেত্তুক আইলে আপনী ।। না কহি
তে নৃপবরেঃ মন্ত্রি নিবেদন করেঃ যেরূপেতে রাজত্ব
বিনাশ। বলে প্রভু তব আজ্ঞাঃ হইল বিগুণ ভাগ্যাঃ
শেষে মনে পাইয়া তরাস ।। তোমার কিঙ্কর জনঃ লুটি
ল রাজত্ব ধনঃ তুমি নাহি দিলে কোথা পাই। যে জন
ভক্ষকঃ সেবিনা নাহি রক্ষকঃ কালে দয়ালেতে ভেদ নাই
অন্য স্থানে যথা যাবঃ সর্ব্বত্রেতে উপদ্রবঃ একারণ তেজি
য়া সকল। শরণ লইনু আমিঃ দেহ কিছু মাল জমিঃ
অন্যত্রে বসতে নাহি ফল ।। চিরকাল এই দেশেঃ রহিব
অতি হরিষেঃ যদি দয়া হয় দীনজনে। শুনিয়া নৃপতি
কয়ঃ দিলাম অভয় জয়ঃ চিরদিন রহ এই খানে ।।
শ্রীশ্যামাচরণ দ্বিজঃ শ্যামার চরণ রজঃ হৃদয় সরোজে
করি আশ। ত্রিপদীর ছন্দমতেঃ রচিলেন ভাষাগীতেঃ
নাম দিয়ে কৌত্তুক বিলাস ।।

প্রতাপরুদ্রের মহারাষ্ট্রে রাজত্ব।

লঘুত্রিপর্দী। কহেছে রাজনঃ কহ বিবরণঃ কিকারণ আগমন। শুনি নমস্কারঃ করি পদে তারঃ মন্ত্রী কহিছে কারণ॥ কি কহিব আরঃ সকলি তোমারঃ আজ্ঞায় হয় হে প্রভু। গিয়ে তব জনঃ করেছে দাহনঃ আমার যতেক হবু॥ আর ধন জনঃ কে করে গণনঃ যতেক নাশিল তারা। করে উপদ্রবঃ কেমনে রহিবঃ তেকারণ করি ত্বরা॥ আসিয়া শরণঃ লইনু এখনঃ যাহা কর এনফরে। তোমার হুকুমঃ করে তারা জুমঃ ধুম ধাম সে নগরে॥ যে করে বিনাশঃ হৈল তার দাসঃ সে হয় দয়াল তারে। রাখিলে রহিবঃ মারিলে মরিবঃ কি হুকুম এদাসেরে॥ শুনি দয়া চিতেঃ হইল উদিতেঃ আশা দিল সে রাজার। বলে দক্ষিণেতেঃ থাক আনন্দেতেঃ জমাই দিব তোমায়॥ অর্দ্ধ কোটি করঃ দিবে বরাবরঃ হরিষে কর বাস। এত বলি লিখেঃ দিল সেই দিকেঃ রাজার বাড়ে উল্লাস॥ জরিপ জবানীঃ আমীনেরে আনীঃ পাঠাইল মাপ তরে হৈল রাজ্য ভারঃ অতি সুবিস্তারঃ পূর্ব্বের অধিক পরে। মন্ত্রি রাজা আরঃ আনি পরিবারঃ মনোহর পুরী করে। আর নানামতঃ লইয়া জমাতঃ প্রফুল্লিত রাজ্যেশ্বরে॥ প্রজার বসতিঃ ঘনিষ্ঠতা অতিঃ কর পায় বহুতর। মন্ত্রি নানারূপেঃ বাড়াইছে ভপেঃ মন্ত্রিরাজ গুণাকর॥ লয়ে মুদ্রাগণঃ মন্ত্রি বিচক্ষণঃ করেন সৃজন গড়। কিবা পরি

পাটীঃ মাটি ঢাকা বাটীঃ খিলান প্রস্তরে দৃঢ়। রাখে গড়ভরেঃ বারুদ প্রচুরেঃ গোলা গোলী কামান। লক্ষ২ ফৌজঃ নিত্য২ ভোজঃ কায়াজ করে নিশান॥ যত টাকা পায়ঃ সৈন্যেরে খাওয়ায়ঃ দেখিয়া কহে রাজন। শুন মন্ত্রিরাজঃ একি তব কাযঃ এতেক সামন্ত কেন॥ হাসি মন্ত্রি কয়ঃ তোমার কি ভয়ঃ সুখে তুমি রাজ্যভুঞ্জ। খাও পর আরঃ নানাসুখ কর, দান দেয় পুঞ্জ২॥ যাহা ইচ্ছা হবে আমারে কহিবে সুখেতে রহ ভূপাল। মম বাঞ্ছা যাহা দেখ করি তাহা তোমার কি মন্দ ভাল। শুনে রাজা কয় কর মহাশয় যাহা ইচ্ছা হয় তব॥ যেন দুঃখ আর নাহয় আমার বুঝে কর অনুভব। এরূপে দুজনে রহে হৃষ্ট মনে পরে কর চাহে ভূপে। শুনি রাজা বলে মন্ত্রি কোথা গেলে দেও আসি কর নৃপে। শুনিয়া তখন আপনি গমন করে মন্ত্রি তথাকারে॥ যাইয়া প্রণাম কহে পরিণাম পড়েছি বিষম ফেরে। প্রজা অজানিত নাহয় শাসিত লহ হে কিঞ্চিৎ কর॥ এতেক কহিয়া দিলেক ধরিয়া চৌথ অংশ বরাবর। সিকি ভাগ জমা দিয়ে বলে ক্ষমা এসন রাজন কর॥ আগামি বৎসরে সকল তোমারে পরিশোধ দিব কর। এতবলি তথা চলিলেন যথা বসিয়া আছে নৃপতি। রাজারে সকল কহিল কুশল আমি মুন্ত্রি কি অভাব। এতবলি পুন রাখে সৈন্যগণ আগমন অনুভাব॥ করে তারা দক্ষ,

ভূমি হয় কম্প, গোলাগোলী ঝনঝনী। সৈন্য মালসাটে মাটি উঠে ফেটে চমকে সকলে শুনি ॥ হয় হস্তি যত না হয় বিদিত দেখে বিপরীত হয়। বর্গির দেয়ান ছিল চারিজন সকলে গুণের ময় ॥ পায় তারা টের বলে হবে ফের রাজারে দ্রুত জানায়। শুনহে রাজন কি কর এখন ঘটিল বিষম দায় ॥ কহি বিবরণ নাহি হয় জ্ঞান কি কর্ম্ম করিলে তুমি। বিদেশী রাজন নহে ভাল জন অগ্রেতে কহেছি আমি ॥ রিপু যেইজন সে পাইলে দিন অবশ্য স্বকায সাধে। আগে কার ক্রোধ আছে দিবে শোধ কি করিবে উপরোধে ॥ তার সৈন্যগণ হয় অগণন মন্ত্রি তাহে মহাদুষ্ট। কর নাহি দিবে পরেতে করিবে রাজ্য সমুদয় নষ্ট ॥ বুঝিয়া বিচার যেইচ্ছা তোমার করহ এখন দ্রুত। আপনার দোষে হইনু খালাসে শুনি রাজা চিন্তা যুত ॥ দ্বিজশ্যাম কয় পাইবে প্রত্যয় পাঠাও করের তরে। হবে ঘোররণ নাপাইবে ধন অপমান পারে করে।

প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ।

পয়ার। শুনিয়া রাজন দূত করেন প্রেরণ। যথায় প্রতাপরুদ্র করেছে আসন ॥ দূত গিয়া রাজলিপি দিল তার করে। দেখা মাত্র ছিণ্ডে মন্ত্রি রাজার হুজুরে ॥ ক্রোধে কটুভাষে দাসে করেন ভৎর্সন। এখানে আইলে বেটা দিসের কারণ॥ যাহ গিয়া নৃপে কহ হুকুম আমার

করের তাহার আর নাহি অধিকার॥ বর্ব্বর ডাকাত বেটা কেবা রাজাবলে। চোরের মতন ধন লয় বলে ছলে যথা শক্তি সেবেটার করুক আসিয়া। আমরা সকলে আছি এথানে বসিয়া॥ এতবলি দূতেরে বিদায় করিল রোষে। রাজারে জানায় দূত গিয়া সবিশেষে॥ শুনি ক্রোধে রাজা বলে মার গিয়া তারে। কিম্বা বন্ধি করে আন আমার হুজুরে॥ আজ্ঞা মাত্র চলে সব রাজ সেনা গণ। প্রতাপরুদ্রের গড়ে দিল দরশন॥ বাজায় রণের বাদ্য কাড়া জয়ঢাক। দাগড়া দামামা ডঙ্কা রায়বাঁশে পাক॥ শুনিয়া সমর সব্দ স্তব্ধ হয় রায়। হেন কালে মন্ত্রি আসি ডাড়ায় তথায়॥ আজ্ঞা দিল গোলন্দাজে দাগরে কামান। বাজিল তুমুল যুদ্ধ হেরে হরে জ্ঞান॥ অশ্বে২ গজে২ পদাতি২। আপনি করিছে যুদ্ধ মুন্ত্রি মহা রথি॥ ছয় দণ্ড যুদ্ধ হয় মরে অগণন। পূর্ব্বের রাগের রাগ সাধিছে এখন। হস্ত পদ কাটা কার রহিত বদন। কেহ ধড়ফর করে ধূলায় শয়ন॥ কেহ তোপে উড়ে যায় দেখিতে নাপায়। কেহ বলে বাপ২ মরি প্রাণ যায়॥ পরেতে পরাস্ত হয় বর্গির গণ। ভগ্ন দূত গিয়া বর্ত্তা জানায় তখন॥ অপমান শুনি রাজা মলিন বদন। পাত্র গণ প্রতি তবে বলয়ে বচন॥ কি করিব কি হইবে কিসে রবে মান। তোমরা আমারে কহ তাহার সন্ধান॥ পাত্র গণ বলে রাজা এখন এমন। অগ্রেতে করিতে যদি যুক্তি

বিচক্ষণ॥ তরে কি হইতে পারে হেন ঘোর দায়। স্থির হও মহারাজা করিব উপায়॥ বড়ই কঠিন তারে কেবা করে জয়। দেখহ সাক্ষাতে সৈন্য হৈল পরাজয়॥ স্থির জলে শিলা পচে স্থির কর মন। অবশ্য করিব তারে প্রকারে বন্ধন॥ কিন্তু এক কথা বলি করহে ঘোষণা। এই কথা তব যেন জানে সর্ব্বজনা॥ প্রচারিবে সর্ব্বঠাই শুনহে রাজন। কহিবে আমার মন্ত্রি ছিল চারিজন॥ কোন কর্ম্মে বিজ্ঞ নহে কেবল জঞ্জাল। সুবোধ হইলে মন্ত্রি একজন ভাল॥ আমার এচারি বেটা কি করিতে পারে। এক মন্ত্রি রাজার ফেলিল মোরে ফেরে॥ ঐ মন্ত্রি সম তন্ত্রি যন্ত্রি যদি মিলে। তবেতো দেয়ানী তারি রহিবে দখলে॥ অদ্যাবধি নাহেরিব ওদের বদন। আজি হৈতে চারিজন হইনু গোপন॥ করিয়া কর্ম্মের সিদ্ধ বদ্ধ করি তারে। পুনশ্চ আসিব রাজা তোমার হুজুরে। শুনিয়া আদেশ রাজা করে চারিজনে। কতদিন রহে তারা লুকায়ে গোপনে॥ পরে ঐ কথা ব্যাপ্ত হয় সর্ব্ব ঠাই। বলয়ে রাজার আর মন্ত্রি কেহ নাই॥ প্রতাপরুদ্রের কাছে ঐ কথা যায়। শুনিয়া হাসয়ে রাজা বলে একি দায়॥ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা অপূর্ব্ব প্রকাশ। শ্রীশ্যাম কৌতুকে কহে কৌতুক বিলাস।

প্রতাপরুদ্রের সহিত চারিজন মন্ত্রির মিলন।

ত্রিপদী। এখানেতে চারিজনঃ যুক্তি করি মনে মনঃ

উপনীত প্রতাপ হুজুরে। যাইয়া রাজার দ্বারেঃ হুজুরে খবর করেঃ আজ্ঞা শেষ হইল যাইবারে॥ এতেক হুকুম শুনেঃ চলিল আনন্দ মনেঃ চারিজনে রাজার সাক্ষাতে। গিয়া তারা দণ্ডবৎঃ করে করে প্রনিপাতঃ যোড় করে রাজার সাক্ষাতে॥ বলিছে শুন রাজনঃ যে কারণ আগমনঃ কহি শুন তার বিবরণ। এতবলি পূর্ব্বউক্তঃ করিল সকল ব্যক্তঃ শুনি ভূপ হাসে মনে মন॥ আর কহে কুলে শীলেঃ তোমারে প্রধান মিলেঃ আসিয়াছি তাই আশা করি। যদি রাখ দয়াকরেঃ তবেতো দুর্গতি হরেঃ নইলে হইব দণ্ডধারি॥ স্তব করি বহুতরঃ বলে দেও আশাবর আশয় পাইলে তবে বসি। শুনি রাজা সত্য করেঃ কহে রহ মম পুরেঃ আনন্দে থাকহ অহর্নিশি॥ পরে সেই চারিজনঃ করযোড়ে নিবেদনঃ করি ভাষে তোষে নৃপ বরে। বলেতুমি দয়াময়ঃ নিরাশে দিলে আশ্রয়ঃ মন্ত্রী পাছে বিপরীত করে॥ শুনি রাজা ক্রোধে কয়ঃ এনাহি সম্ভব হয়ঃ দাসহেতু প্রভু আজ্ঞা লোপ। তোমরা সন্তোষ মনেঃ থাক মম নিকেতনেঃ ত্যাগকর মনোগত ক্ষোভ। কহিতে২ কথাঃ যোগেন্দ্র যাইল তথাঃ গিয়া দেখে আর চারিজন। শেষে পরিচয় নিয়েঃ মনে মনে ক্রুদ্ধহয়েঃ ভূপতিরে করেন ভৎর্সন॥ যোগেন্দ্র ক্রোধেতে কয়ঃ এতব উচিত নয়ঃ শুন ওহে রাজার তনয়। শত্রু সঙ্গে রঙ্গে বাসঃ কিছুকালে সর্ব্বনাশঃ দূরকরি দেয়তো সভায়॥

রাজাবলে অঙ্গীকারঃ মিথ্যা না হবে আমারঃ বলইতে যেবোল উচিত। মন্ত্রী কথা নাহি কয়ঃ মনেতে বিষাদে রয়ঃ ভাবে বিধি হৈল বিপরীত॥ দ্বিজশ্যাম তারেবলে এঘটনা গ্রহফলেঃ রাজার জন্মস্থ বৃহস্পতি। দৈবেতে করয়ে সর্ব্বঃ যাবে গর্ব্ব হবে খর্ব্বঃ বন্ধনে রহিবে নরপতি

প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রির সহিত মনোভঙ্গ।

পয়ার। এইরূপে চারিজনে রাহল তথায়। নানা কাব্যরসে তোষে সতত রাজায়॥ ক্রমেং ছয়মাস রহে সেইস্থানে। বাড়িল অধিক প্রেম নৃপতির সনে॥ রাজার সহিত সদা রহে চারিজন। একত্র আহার নিদ্রা বসন শয়ন॥ দিবানিশি মনোভঙ্গ করয়ে রাজার। যাহাতে মন্ত্রির মুখ নাহি দেখে আর॥ কেবল গেলানি বাণী কহে অবিরত। দশজন চক্রে ভাবান ভূতগত॥ মনো ভঙ্গ হয় পরে মন্ত্রির সহিত। সুহৃদ হইল রিপু রিপু যে সুহৃত॥ আপনারা করে কর্ম্ম মন্ত্রি দোষ দেয়। ছিন্ন ভিন্ন ভাব তাহে হইল রাজায়॥ দ্বারিকে অনুজ্ঞা দেয় পরে মহিপাল। মন্ত্রির আসিতে মানা শুনরে কোটাল এখানে সম্বাদ নাহি জানেন যোগেন্দ্র। শিবিকারোহণে যেন আইল মহেন্দ্র॥ যাইতে দ্বারেতে মানা করে দ্বারি গণ। শুনিয়া বিস্ময় হয় মন্ত্রী বিচক্ষণ॥ আমারে যাই তে মানা একি শুনি আর। এতদিনে রাজ্যবঝি গেল ছারখার॥ মনোভঙ্গ করিয়াছে কুসঙ্গি রাজার। নহিলে

আমারে কেন হেন ব্যবহার ॥ নাছিল রাজত্ব যবে নাহি ছিল ধন। সেকালে আমার বশ আছিল রাজন॥ নিশ্চয় বুঝিল মন্ত্রী দৈবদোষ ধরে। নহিলে এমন বুদ্ধি কেবা লোপকরে॥ এতবলি ক্রোধে মন্ত্রী কহে দ্বারপালে। কহিবে আমার কথা অবোধ ভূপালে॥ বিপদে বিষমঘোরে যে করিল পার। তাহাকে আসিতে মানা করিলে এবার পুন রাজ্যভ্রষ্ট হবে রবে কারাগারে। সেকালে অবশ্য রাজা স্মরিবে আমারে॥ আমাহইতে হৈলে রাজা পুন ত্যজ তুমি। তব সম কত রাজা করে লব আমি॥ এই কথা কহ গিয়া রাজার গোচরে। এতবলি চলে মন্ত্রী আপনার পুরে॥ শ্রীশ্যাম কহিছে রাজা অবোধের প্রায়। ফেলিলে হরিণে ফান্দে আর কোথা যায়।

প্রতাপরুদ্রের বন্ধন দশা।

ত্রিপদী। নিজ গৃহে মন্ত্রী যায়ঃ মনেং বলে হায়ঃ ঘোরদায় ঘটিল রাজায়। একি বুদ্ধি বিপরীতঃ রিপুসনে হৈল মিতঃ অনুচিত দৈবেতে ঘটায়॥ রাজার কি দিব দোষঃ সকল গ্রহের বশ মৃত্যুকালে বুদ্ধি লোপ পায়। ভাকছিল মহাজ্ঞানি জগতে যাহার বাণী বেদের সমান লোকে গায়॥ তাহার মরণ কালে বিপরীত গ্রহজালে ঘটে বুদ্ধি না রহিল তার। সেইরূপ গ্রহতরে বুদ্ধি লোপ নৃপবরে নহে কেন হেন ব্যবহার॥ কর্ম্মগতি পাবে ফল হাসিবে রিপু সকল অবশ্য বন্ধন করি লবে। শেষে হব-

অপমানঃ দ্রব্ক করিব প্রস্থানঃ নিজগণ লয়ে কাশীশ্বর।। এত বলি কাশীদেশেঃ অমাত্য যোগেন্দ্র শেষেঃ বাস করে হয়ে কুতূহলি। এখানেতে চারিজনঃ রাজারে কহে বচনঃ বলে শুন এক কথা বলি।। বহুদিন আসি হেথাঃ না দেখি মৃগয়া প্রথাঃ বৃথা দিন করিহে যাপন। রাজা হয়ে রাজ্য করেঃ মৃগয়া না কৈলে পরেঃ রাজা মধ্যে নহে সে গণন।। চল যাই মৃগয়ায়ঃ শুনি ভূপ দিল সায়ঃ আনি হয় সহিস যোগায়। রাজাবলে সেনাগণঃ সঙ্গেযাবে কত জনঃ তারা বলে কি কায তাহায়।। একারজা অশ্বো পরেঃ তাহাদের সমির্ভারেঃ আপনার দেশ ছাড়াইল। ক্রমেং নানা দেশঃ ছাড়াইয়া হৈল ক্লেশঃ অবশেষ তাহারা কহিল।। তুরঙ্গ উপরে রায়ঃ বহু দুর যাওয়া দায়ঃ শিবিকা বাহনে এবেচল। শুনি রাজা বলে ভাল তখনি শিবিকা এলোঃ পুর্ব্বের সঙ্কে তগড়া ছিল।। যথায় বর্গি ঈশ্বরঃ লয়ে যায় সে নগরঃ ক্রমেং যাইল তথায়। না দেখি আপন জনঃ কিবা হিন্দুগুসমানঃ পরে রাজা তাদের সুধায়।। কোথা লয়ে যাও মোরেঃ কভু নাহি এ নগরেঃ আসিয়াছি হেন অভিপ্রায়। শুনি সেই চারিজন ব্যঙ্গেতে কহে বচনঃ কোথা যাও নাহিজান মনে।। উদা সীন হয়ে এলেঃ রাজা হলে যার বোলেঃ লয়ে যাই তার সন্নিধানে। নাহি কর অনুযোগঃ কার রাজ্য কর ভোগঃ নিষ্করেতে হ[illegible] দুরাচার।। লইয়ে রাজার পাশেঃ শাস্তি

দিব অবশেষেঃ হেসেং বলে বারেবারং। শুনে রাজা ভয় পায়ঃ চৌদিকে নেহালে চায়ঃ নাহি দেখে আপনার লোক॥ করে খেদ কত্ব তরঃ আঁখি ঝোরে ঝরং মনেং বাড়িতেছে শোক। বলে বিশ্বাস ঘাতকিঃ এরাতো মহা পাতকিঃ ভণ্ড করে ডণ্ড দিল মোরে॥ করিল সুহৃদ ভেদ মন্ত্রি সঙ্গেতে বিচ্ছেদঃ শেষে একি ফেলে ঘোর ফেরে। কি দোষ কাহার দিবঃ দৈবেতে করয়ে সবঃ নিশ্চয় বোধিবে সে রাজন॥ হায় মন্ত্রি কোথাকারে গেলে ত্যজিয়া আমারেঃ এই দায় কেকরে মোচন। কহিতেং কথাঃ সে রাজা বসিয়া যথাঃ তথা লয়ে গেল এরাজারে। দেখা মাত্র কোপ ভরঃ কহিল যে নৃপবরেঃ বন্দি করি রাখ কারাগারে॥ শেষেতে জানে রাজনঃ দোষীনহে এইজনঃ মন্ত্রির মন্ত্রণা কুচাতুরি। সন্ধান করিয়ে তারেঃ যেজন ধরিতে পারেঃ সেই রাজ্য হইবে তাহারি॥ মগধ মথুরা ঢাকাঃ শহিনদী একচাকাঃ অটক কটক অয়াসন। রাজ অজ্ঞা জানি মনেঃ নানা স্থনে অন্বেষণেঃ ভ্রমন করয়ে দূতগণ॥ শেষে তত্ত্ব না পাইয়াঃ রহিল মৌনি হইয়াঃ এখানেতে মন্ত্রি অহরহ। আনন্দে কাশীসহরেঃ মনোহর পুরী করেঃ নিত্যং মহামহোৎসাহ॥ পরেতে জানিল মন্ত্রিঃ রাজা হৈল হিন তন্ত্রি বন্দী হয়ে আছে কারাগারে শোকে চিত বিষাদিতঃ বলে হবে বিপরীতঃ আগে আমি কহিলাম তারে॥ শুনে রাজা কু[illegible]ণাঃ আমারে

যাইতে মানাঃ ভাল ফল ফলিল তাহারে। আমি যদি মনে করিঃ এখনি আনিতে পারিঃ বন্ধ করি পুন সে রাজারে ॥ শুনি তারনারী কয়ঃ পার যদি গুণময়ঃ তবে তো করহ প্রতীকার। তোমা বিনা কেবা তারেঃ এমন বিপদে তারেঃ তব সম বুদ্ধি সাধ্য কার ॥ হেন যদি সাধ্য থাকেঃ অবশ্য আনহে তাকেঃ দেখ যেন নাহয় বিপদ। পুনশ্চ যেন তোমারেঃ নাহি রাখে কারাগারেঃ শুনি মন্ত্রী হাসয়ে ঈষদ ॥ আমাকে বন্ধন করেঃ হেন নাহি এসংসারেঃ অদ্যাবধি জন্মনহে তার। আমি যদি করি ফন্দিঃ দেব রাজ হয় বন্দিঃ মানুষ তাহাতে কোন ছার। এক মাস পরে সবেঃ রাজারে দেখিতে পাবেঃ বর্গিরে আনিব বদ্ধ করি। এত বলি মন্ত্রি রাজঃ করিছে গমন সাজঃ মনেং স্মরিয়া শ্রীহরি॥ দ্বিজরাজ রাজঙ্গজঃ তাহ র অরি অঙ্গজঃ তার অরি বৈরিকাল হীনে। পক্ষ হেতু পূজিপাক্ষঃ নাশিল নিজ বিপক্ষঃ শ্যাম তার পদ ভাবে মনে ॥

মন্ত্রির মহারাষ্ট্রে গমন।

পয়ার। যাইবারে সে নগরে মন্ত্রী করে সাজ। ভাবে কতকাল বদ্ধ করে মহারাজ ॥ বড়ই নির্ব্বোধ বেটা মনে হয় খেদ। এত দুঃখ হৈল মম সঙ্গে করে ভেদ ॥ যাহউক দিনের গ্রহ ফল পূর্ণরূপ। অবশ্য উদ্ধার আমি করিব সে ভূপ ॥ আমি পূর্ব্ব ক্রোধ মনে রাখি যদি তায়। তবে

তো কখন আর নাহবে উপায়॥ আনিলে উদ্ধার করি অবোধ রাজারে। ঘুষিবে আমার যশ সকল সংসারে॥ সঙ্গে চলে সাত ডিঙ্গা মুকুতা প্রবল। মণি চুনি মোনহর পান্না আর লাল॥ একং ডিঙ্গা সহ দশ মহাজন। সেপাই শতেক রহে যেমন শমন॥ একং তরিতে কামান দ্বাদশ। জাহাজ ভরিয়া রাখে বারুদ বাকস॥ দামামা দগড়া কাড়া নাগরা নিশান। সকল ডিঙ্গায় রহে প্রত্যেক সমান॥ সকলের এই কথা কহে মন্ত্রিবর। আমার হুকুম সবে শুন নিরন্তর॥ যাইয়া বর্গির দেশে দামামা বাজবে। সদাগরী করি মোরা জিজ্ঞাসিলে কবে॥ এসেছি বাণিজ্য আশে দিবে পরিচয়। আসিবে অনেক লোক খরিদ আশয়॥ যেং বস্তু যেই দরে জান আছে কেনা। কহিবে তাহার দর দরে অষ্টগুণা॥ কেহ যেন কোন কিছু লইতে না পারে। আসিবে ব্যাপারি কত শত যাবে ফিরে॥ তোমরা সকলে এই বাক্য মাত্র কবে এসকল বস্তুর মূল্য অন্য কে জানিবে॥ যদ্যপি থাকিত হে প্রতাপরুদ্র রায়। তবেতো চিনিত দ্রব্য নহিলে ব্রথায়॥ এই গজমতি কিম্বা এই লাল চুনি। দৃষ্টিমাত্র দর এর কহিত এখনি॥ এই রূপ ঘোষণা করিবে সর্ব্বজন। যদবধি পুন মম না হয় গমন॥ কহিতেং কথা যাইল তথায়। ডঙ্কাকরি সমাচার সহরে জানায়॥ আইল ব্যাপারি কত খরিদের তরে। বনিত নাহয় দরে

সবে যায় ফিরে॥ সকলেরে কহে হেন না দেখ নয়নে। বলিবে ইহার দর তোমরা কেমনে॥ যদি রাজা প্রতাপ রুদ্র থাকিত হেথা। নিশ্চয় কহিত মূল্য যথা আছে প্রথা॥ এই কথা সর্ব্বজনে শুনে ফিরে যায়। কোন২ জন গিয়া জানায় রাজায়॥ এখানে যোগেন্দ্র মন্ত্রী তরি ত্যাগ করি। উপরেতে উঠিলেন স্মরি ত্রিপুরারি॥ কেমনে রাজারে মুক্তি করি যুক্তি তার। কূলে বসি মনে২ ভাবে আপনার॥ নাগলতা ঋপুসুতা তার পতি যার। গুণগায় শ্যামচয় পদদ্বয় তাঁর॥

মন্ত্রির ছদ্মবেশ ধারণ।

মনে২ চিন্তাকরি মন্ত্রি বুদ্ধিমান। সম্বরিতে নিজরূপ চিত্তে চেষ্টা পান॥ ত্যজিয়া বসন পরে চটের কৌপীন সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি মাটি যেন দীনহীন॥ কভু চলে কভু বলে কভু ধরাতলে। শয়ন করিয়া কত মত কথা বলে॥ পাগলের প্রায় গায় হাশে নাচে কত। কখন রোদন করে যেন উন্মাদিত॥ কেবল আছিল সঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রাশত গচ্ছিত রাখিল তাহা দেখি লোক শত॥ বৃদ্ধ এক দোকানি দোকান রম্য তার। আপনি করয়ে কর্য্য কেহ নাহি আর॥ তাহারে কহিল বাপা শত মুদ্রা লও। কাহারে নাহিক কবে মোর মাথা খাও॥ নিশাতে যখন আমি ডাকিব সঙ্কেতে। খাদ্যদ্রব্য আয়োজন দিবে মোর হাতে॥ হাঁড়ি কাষ্ঠ চালু ঘৃত আর যাহা হয়। গো

পনে আমারে দিবে শুন মহাশয় ॥ ধনেতে সন্তোষ হয় সেই দোকান দার। সদাকাল রহিল নিযুক্ত কর্ম্মে তার পরেতে পাগল বেশে ভ্রমে মন্ত্রীবর। তন্নং করিয়া নগর ঘরং ॥ বদনে সদাই তার একথা প্রকাশ। প্রতাপরুদ্র বাঁধা আছে শুনি রাজবাস ॥ চারিজন রাজমন্ত্রি সমান রাজার। দাস হয়ে চরণ সেবিয়ে যে তাহার ॥ ছয় মাশ দাস্য করি করিয়া চাতুরি। তবেতো রাজায় তারা আ নিয়াছে ধরি ॥ এবার তাহার মন্ত্রি একেলা আসিয়া। ধরে লয়ে যাইবে এরাজারে বন্ধিয়া ॥ আর এই কথা কহে সেবা হবে তার। রাখিতে রাজার মান চিন্তুক এবার ॥ ইহা শুনি লোকগণে করে কানাকানি। পাগল নহিলে বলে অসম্ভব বাণী ॥ নৃপতি শ্রবণ করে আপন শ্রবণে। কহিল এমত কথা কহ কিকারণে ॥ মন্ত্রি কহে তোমার আমাত্য চারিজন। ছয় মাস করে তার চরণ সেবন॥ পরেমৈত্রভেদ করি করিয়া চাতুরি। আনিয়াছে মহারাজে ছলকরি ধরি ॥ সেসময় মন্ত্রিরাজ না ছিল সেখানে। তাহার সমীপে ভূপে কেবা ধরে আনে ॥ এখন তাহারা সবে আছে বর্ত্তমান। সচেষ্ট রহুক তব করিতে কল্যাণ ॥ যাহয় উচিত কর এই সমাচার। পরি বর্ত্ত হবে বন্ধ বিরুদ্ধে তোমার ॥ শুনি বাণী নৃপমণি হাসে খলং। নিতান্ত যানিল মনে এবড় পাগল ॥ রাজা বলে খানা পিনা ছুই সাঁইজী। শুনিয়া পাগল

রাজ হাসে হিহিহি।। ভূপতি আহার দেয় লয় ভুজ পরে ছড়াইয়ে ফেলে দিল কোপিত অন্তরে।। বাসায় প্রভৃতি পক্ষী করয়ে ভোজন। দেখিয়া মন্ত্রিতো তবে করয়ে নর্ত্তন।। কখন কৌপীন ধারী কখন উলঙ্গ। তৈল বিনা খড়ি উঠে ফাটে সর্ব্ব অঙ্গ।। কিন্তু মুখে এই কথা সর্ব্ব ক্ষণ বলে। ধরে লয়ে যাবে ভূপে শুনহে সকলে।। সকলে পাগল বল্যে উপহাস করে। রাজপাত্র চরি ধীর মনেতে শিহরে।। কিজানি এ কোন জন কেমন পাগল। সন্ধান করিব সত্য কিবা করে ছল।। সারাদিন নগরেং ফিরে ঘোরে। কার দানাপানি কভু গ্রহণ না করে।। এত বলি চারিজনে করিয়ে যুকতি। সঙ্গেতে রহিল তারা সংগোপনে অতি।। এখানে প্রহর নিশা হইল গগণে। মন্ত্রিরাজ আইল মুদির সন্নিধানে।। গত মাত্র আহারের পায় আয়োজণ। করেতে লইল ভক্ষ্য বিপক্ষ দলন।। একজন দেখি ভাবে কেমন পাগল। কোথা হইতে আয়োজন লইল সকল।। জানিতে বিশেষ তার কোন কর্ম্ম করে। এত ভাবি একজন উঠে বৃক্ষোপরে।। মন্ত্রি নাহি জানে পিছে আছে অরিজন। শ্মশানে দুর্গম স্থনে করিছে রন্ধন।। গাছ হৈতে সব তত্ত্ব দেখিছে সেজন। বলে এ বেটার হয় সকলি ভণ্ডন।। যেহোক ধরিব এরে আহারের পরে। হেন কালে মন্ত্রিরাজ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিকরে।। দেখিল সন্ধানী জনে আছে বৃক্ষোপরে।

বিধাতা না দিল আজি আহার আমারে॥ এত বলি উঠিমন্ত্রি করিয়া গর্জ্জন। উচ্চৈঃস্বরে বলে বেটা পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥ বকং করে গালি দিতেছ আমারে। আজিসে পাঠাব তোমায় যমের নগরে॥ অতঃপরে কাষ্ঠধরে মারিল হাঁরিতে। সর্ব্ব ভূষ্ট নষ্ট হয় কাষ্ঠের আঘাতে॥ কহিতে যেমন গালি দিল তার ফল। উপযুক্ত বল্যে পুন হাসে খলং॥ সে স্থান তেজিয়া পুনযায় অন্য স্থানে নিশ্চয় পাগল এটা সেই বেটা জনে॥ কহিল আপন গণে শুন সমাচার। বড়ই পাগল বেটা করেনা আহার। শুনিয়া সন্তোষ হয় তার সঙ্গিগণ। এখানে বর্গির রাজা ভাবে মনেমন॥ আসিল ব্যারি দেশে সাত ডিঙ্গা লয়ে নাহি হয় বিক্রী তার কিসের লাগিয়া॥ প্রতাপরুদ্র বিনা চিনিতে নারিবে। তাহারে খালাসকরে ত্বরায় আনিবে॥ শুনি জমাদ্দার আনে ধরিয়া ভূপতি। শীর্ণজীর্ণ বিশীর্ণ মলিন দেহ অতি॥ রাজা বলে শুনং ওহে নৃপবর। তুমি নাকি জান ভাল জহরের দর॥ আমার সহিত চল ত্বরায় তথায়। এত বলি দুই জনে হরষিতে যায়॥ শ্রীশ্যাম কহিছে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রি রাজা এত দিনে সাধিলেক আপনার কায॥

প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার ও বর্গি রাজার বন্ধন।

ত্রিপদী॥ সঙ্গেতে লয়ে ভূপতিঃ চলিলেন নরপতি ঘাটে দেয় বার দুইজনা। পাইয়ে রাজার সাড়াঃ চারি

দিগে লোক থাড়াঃ প্রণাম করিছে অগণনা ॥ হেন কালে মন্ত্রি রাজঃ সাজিয়ে পাগল সাজঃ সেই কথা কহে পুন রায়। এই দেখ এরাজায়ঃ ধরেলয়ে মন্ত্রি যায়ঃ কার সাধ্য রাখিবে উহায় ॥ শুনি পাগলের ভাষঃ কেহ না করে বিশ্বাসঃ ক্রমে২ উত্তরিল ঘাটে। ধরিয়া রাজার করে উঠিল তরণী পরেঃ মন্ত্রি বলে কেবা আর আঁটে ॥ দেখাইছে জহরাৎঃ হেনকালে অকস্মাৎঃ পাগল উঠিল তরি পরে। গতমাত্র নিজবেশঃ ধরিল অতি সুবেশঃ দেখে হর্ষ হয় নৃপবরে ॥ মন্ত্রিরাজ আজ্ঞা দিলঃ দাঁড়ি মাঝি যারা ছিলঃ প্রাণপণে বাহিতে লাগিল। দেখি বণি রাজা মনেঃ প্রমাদ অপনগণেঃ সত্য কথা কোথায়ে পাগল ॥ পরেতে করে কায়াজঃ গুলি উড়ে যেন বাজঃ কেহ নাহি নিকটে আইল। পরে কত দিন গতেঃ উপনীত স্বদেশেতেঃ মন্ত্রিরাজ স্বকায সাধিল ॥ রাজরে করি ভৎর্সনঃ মন্ত্রি কহে কুবচনঃ শুনি রায় ধরে তার পায় ॥ তুমি মন্ত্রি আছ যারঃ কিসের বিপদ তারঃ আমি তব হইলাম দস। যে আজ্ঞা করিবে তুমিঃ তব আজ্ঞাবহ আমিঃ সত্য২ এইতো নির্যাস ॥ যে ইচ্ছা হয় তোমারঃ কর ভাই এইবারঃ তুমি মম তাতের সমান। মন্ত্রির রমণী আসিঃ মনে হয়্যে মহাখুসিঃ প্রিয় বাক্য প্রিয়ে করে দান ॥ তুমি পতি বৃহষ্পাতিঃ তব তুল্য নাহি মতিঃ অতি বিচক্ষণ বিবেচনা। সকল রাজার শ্রেষ্ঠঃ

মহারঙ্গ। মহারুষ্ট॥ এরে কষ্ট আরহে দিওনা॥ দেখিয়া ইহার মুখঃ বিদরে আমার বুকঃ কিঞ্চিৎ যেকরহে বরুন। রাখিয়া রাজ সন্মানঃ লিখে লহ রাজ্য দানঃ নিষ্ক রেতে করের ঘোসণা॥ যদি নাহি পরে দিবেঃ সত্যভ্রুষ্ট অধোযাবেঃ তব যশঃ রহিলে ঘোষণা। শুনি সেই রূপ করেঃ ছাড়িদিল নৃপবরেঃ স্বদেশে সে করিল গমন॥ মন্ত্রী মন হরষিতেঃ রাজ্য করে আনন্দেতেঃ পাত্রং হইল রাজন। অনলে উৎপত্তি যারঃ যেজন অধিপ তারঃ তাহার দুহিতা কান্ত যিনি। দ্বিজ শ্যামাচরণঃ অশা করে সর্ব্বক্ষণঃ তাঁর রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

গোপালের মন্ত্রণা।

পয়ার॥ গোপাল কহিছে রাজা কেন বিষাদিত। মন্ত্রি গণে কহ তত্ত্ব করিবে বিহিত॥ রাজাবলে মন্ত্রি মম কেয়াছে এমন। কার্য্যউন বাব্যে দ্বনে ত্রিগুণ ভোজন তাহার মধ্যেতে গণি তোমারে প্রধান। তুমি যদি এই ঘোরে দেহ প্রাণ দান॥ যাহা চাবে তাহা পাবে করি অঙ্গিকার। যদ্যপি রাখহ মান আমার এবার॥ হাসিয়া গোপাল বলে এই কোন ভার। তিন দিন মধ্যে দ্বিজ করিব উদ্ধার॥ কিন্তু এক কথাকহি শুনহে ঠাকুর। নানা রঙ্গ বস্ত্র মোরে দেওতো প্রচুর॥ পঞ্চাশ রকম বাস গজ পরিমাণ। ত্বরায় ভূপতি মোরে করহে প্রদান॥ তখনি আরতি দিল কৃষ্ণচন্দ্র রায়। হরিষে বিষাদ মনে ভাঁড়

গৃহে যায় ॥ মানসে করয়ে চিন্তা কিসে হবে জয়। কোন গ্রন্থলয়ে আমি যাইব তথায় ॥ বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য আমি কাব্য করি। কিরূপেজিনিব সভা কি করি চাতুরি ॥ শ্রীশ্যাম কহিছে তারেকরি উপহাস। খট্টাঙ্গ পুরাণ আছে ভূকম্প প্রকাশ ॥

গোপালের নবাব সাহেবের নিকট যাত্রা ও দ্বিজের উদ্ধার।

ত্রিপদী ॥ গোপাল আসিয়া ঘরেঃ মনেঃ চিন্তা করে কি প্রকারে রক্ষা হবে মান। কেমনে হইব পারঃ করিব দ্বিজ উদ্ধারঃ এবার বিষম সম জ্ঞান ॥ অতি তিক্ষ্ণ মেধা ধরেঃ মনেতে যুকতি করেঃ ভাঙ্গে পারে খট্টাঙ্গের খুরা গঙ্গাজলী দিয়া শালঃ প্রথমে বান্ধিল ভালঃ তার পর সাটিন টুকরা ॥ তারপরে মখমলঃ তাসবাস শোভে ভালঃ তদুপরে ওড়া বাণারসী। পরে সুলতনি বনাৎঃ লেটেতে মড়ে পশ্চাৎঃ পরে ঘেরে ধূপেতারে কশী ॥ ঢাকাই রোমাল দিয়েঃ বান্ধে যতন করিয়েঃ পরে নিনু দিয়া বান্ধে খুরা। ইস্তক সালের ফাড়াঃ নাগাদ পাট নাই গড়াঃ মোড়াইল পঞ্চাশ টুকুরা ॥ আপনি পণ্ডিত বেশঃ ধরিলেন অবশেষঃ তল্পীদার ঝাপি লয়ে যায়। এটেল মাটির ফোটা গলে উপবিত মোটা মুখে ঘটা স্তবের ছটায় ॥ হেন বেশে অবশেষে যাইলথাঁহর বাসে দেখিয়া সম্ভাষে সেইজন। কহিতে নাহিক প্রশ্ন উত্তর

করয়ে তিক্ষ্ণ আগমন শুন যে কারণং।। ভূমিকম্প গণি বারে হুকুম আছে হুজুরে তেকারণে আমার গমন।। শুনেছি পণ্ডিত গণে নাজানে কেমনে গণে আসিয়াছি করিতে গণন।। শুনিবাণী হর্ষহয় কহে তুমি মহাশয় তবতুল্য নাহি অন্য গণী।। এতবলি বাসা তারে দল অতি সমাদরে আহ রের উত্তম যোগানি।। দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন চতুরস ভিন্ন২ পরিপুর্ণ বাসায় শাজায়। উত্তম আহার পেয়ে গোপাল আনন্দ হয়্যে তিন দিন রহিল তথায়।। সকলে করে সন্মান বলে হেন বিদ্যাবান নাহি আর গৌউড় মণ্ডলে। দ্বিজগণে দেখি বারে চলে ভাঁড় কারা গারে দেখে তথা নির্জীবি সকলে।। গোপালে দেখি উত্তর কাহার না সরে স্বর আঁখি মাত্র ঝোরে ঝর২। গোপাল প্রবোধ কয় তোমরা ত্যজহে ভয় আমি সব করিব উদ্ধার।। শুনি আসির্ব্বাদ করে গোপলেরে দ্বিজবরে তার পরে সেস্থান ত্যাজিয়া। বাসায় আরাম করে যেন কত রাজেশ্বরে দেখে তারে নবাব অসিয়া।। এক দিন যাহা পানা করিয়ে মনে মন্ত্রণা বলে বুধে আনহ ডকিয়া। বার্ত্তামাত্র দূত ধায় গোপালে লইয়ে যায় যাঁহায় আছেন যেবসিয়া।। নবাব কহিছে বাণী গণনা কর আপ নি কবে হবে ধরাকম্প আর। যে অজ্ঞা গোপাল বলি আপন পুরাণ খুলি করে গুণ নির্গুণ প্রচার।। এক পর্দ্দা রাখি তার খুলিল বেবাক আর গণনায় উন পঞ্চাশত।

পুনএকং কল্পে বন্ধন করিল পরে রাখিল যেমন পূর্ব্বমত পুনশ্চ প্রকাশে সব ক্ষণে করে তিরভাব ক্ষণে খোলে এক পর্দ্দা রাখি। নবাব পুতির নাম হেরে হয় হতজ্ঞান আর না পালটে দুটি আখি॥ এক বার সব খোলে পুন বান্ধি তাহা তুলে পুন খোলে বলে অসম্ভব। নবাব শুবাব যারা গণ্ডমুখ হৈল তারা পণ্ডিতের কিবা দোষ দিব॥ হেন মতে দশবার এইরূপে বারে বার নবাব কহিছে কিবা কহ। শুনেছি আপন কাণে ভণ্ডনা না করো বেনে গোপাল কহিছে শুন সাহ॥ আমি কি কহিতে পারি খট্টাঙ্গ পুরাণ ভারি সর্ব্ব শাস্ত্রের সুসার রচন। কহিল আমারে সত্য বিষয়ে হইয়া মত্ত নবাব হয়েছে জ্ঞান হীন॥ একি গণ্ড মূখপনা নাহি কিছু বিবেচনা দেখে শুনে অবোধের প্রায়। হিন্দুর পণ্ডিত যত স্বর্গ বর্গ আছে জ্ঞাত যবন অধম অধো যায়॥ তাহার কারণ শুন কহিছে মম পুরাণ এত বলি খোলে পুনরায় কহিছে নবাবে পরে হিন্দুর স্বজন মরে দাহকরে ধুম ঊর্দ্ধে ধায়। যখন গণি আমারা কাণেং কহে তারা ঊর্দ্ধে থাকি স্বর্গের খবর। যবন মরিলে পরে তাহাকে সিন্ধুকে পুরে মাটিকুড়ে দেয়তো কবর॥ নীচের খবর যত যবনে আছে বিদিত পাতাল বর্গের কথা জানে। যদি গণে মুসলমানে তবেবলে কাণেং একপ তাদেরপিতৃগণে মাটির ভিতরে থাকে মাটির খবর রাখে হিন্দু গণে

গণিবে কেমনে। যদি হিন্দু দিত গোর তবেতো পাইত ঠোর ভূমিকম্প কহিত গণনে॥ আমার পুরাণে গাঁথা কহিল প্রমাণ কথা ইচ্ছা যথা কর মহাপনা। নাহি কহি অনুমান মমশাস্ত্র বর্ত্তমান কথাকহে তাকিয়া দেখনা॥ শুনিয়া নবাব ভাবে এইতো প্রমাণ হবে ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্র যে সাক্ষাৎ। পিতৃলোক গুণে গণে ধূমা গতিতো গগণে যবনের কবর বিখ্যাত॥ পরে যত দ্বিজ গণে ছাড়িল বিচারি মনে নানা রত্ন ভাঁড়ে করে দান। যত সব দ্বিজগণ করি বেদ উচ্চারণ গোপালেরে করেন কল্যাণ॥ শেষেতে যবন গণে রাজার হুজুরে আনে বড়২ কাজি মোল্লা ধরি। ফকির দরবেশ সাই যেখানে যাহারে পাই দূত গণ লয় বন্ধ করি॥ যত নেড়ে দেখা পায় ধরিয়া লইয়ে যায় বলে বল ভুমিকম্প কবে। শুনিয়া যতেক মোল্লা বলে তোবা অল্লা২ বিচমোল্লা চেল্লা কিসে হবে॥ কেহনাহি করে শব্দ সকলে রহিল স্তব্ধ নবাব করিল জব্দ পরে। রাখিয়া যে কারাগারে অন্নপানি বিনা মারে সকলে কাঁদিছে উচ্চস্বরে॥ কত নেড়ে গেল মরে কেবা তার দণ্ড করে কেহ না গণিতে পারে কম্পা। শ্রীশ্যামাচরণ বলে সেইতো পুণ্যের ফলে রসাতলে গেলেহেন দম্প॥

গোপালের রাজার নিকট গমন।

পয়ার॥ শুনিয়া নবাব পুরুস্কার করে ভাঁড়ে।

নির্দ্দোষ জানিয়া দ্বিজগণে দিল ছেড়ে ॥ সঙ্গে লয়ে রঙ্গে বিপ্র সমূহ গোপাল। উপনীত হৈল আসি যথা মহিপাল ॥ ব্রাহ্মণের কোলাহল জয়২ ধ্বনি। শুনিয়া পুলকে পূর্ণ হৈল নৃপমণি ॥ দ্বিজগণে কহে রায় কহ সমাচার কেমনে সে ঘোর দায় পাইলে নিস্তার ॥ পণ্ডিত সকলে বলে নবাব পাপিষ্ঠ। কএদ রাখিয়া দুষ্ট দিল বহু কষ্ট ভূমিকম্প যদবধি না হতো গণন। তদবধি বন্ধকরি রাখিত রাজন ॥ নিশ্চয় নির্ণয় তায় কেকহিতে পারে। কেবল গোপাল হৈতে উদ্ধার এবারে ॥ শুনি রাজা হরষিত বিশেষ বুঝিয়। শতবিঘা মহত্রাণ দিলেন নিখিয়া আর নানা অভরণ রতন প্রবাল। শিরপা পাইল নাল ঘোড়া যোড়া সাল ॥ দিয়ে তারে নিজঘরে পাঠাইল রায়। হেনকালে অকস্মাৎ হইতে কোথায় ॥ রাজার বেহাই সেই সভামধ্যে যায়। পথশ্রান্ত ক্লান্ত শান্ত শ্রম জল কায় ॥ দেখিয়া তাহারে সম্ভাষণ করে রায়। শ্রীশ্যাম কৌতুক করে বসিয়া সভায় ॥

রাজার বেহায়ের সহিত কৌতুক।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ সভায় বেহাই যায়ঃ প্রণমী রাজার পায়ঃ করে রায় তারে অভ্যর্থন। আইস হে মহাশয়ঃ বসিতে যেআজ্ঞা হয়ঃ কোথাহইতে হইল গমন। বেহাই বলে বচনঃ ত্যজি নিজ নিকেতনঃ দেখিবারে তোমারে এসেছি। রাজা বলে ভাল২ঃ বাটির কুসল বলঃ দ্বিজ

বলে মঙ্গল দেখেছি॥ ভূপ কহে শুণ ধামঃ এইতো তোমার নাম করিতেছিলাম মনে২। হেনকালে আগমন তবআয়ুঃ অগণনঃ শ্যাম কহে যাবল আপনে॥ নৃপতি বলেন ভাইঃ বহু দিন দেখানাইঃ তেকারনে আকুল ভাবিয়ে। গত কল্য নিশি শেষঃ দেখিয়াছি প্রত্যাদেশ সবিশেষ কহি বিস্তারিয়ে॥ শুনহে বেহাই ভাইঃ তুমি আমি এক ঠাঁইঃ চলে যাই যেন পদব্রজে। নিশি যাগ রণে যেনঃ অঙ্গঢোলে দুইজনঃ চরণ টলয়ে পথ খুঁজে॥ হেনকালে অপরূপঃ দেখিনু যুগল কূপঃ একে ক্ষীর অন্যে বিষ্ঠা ভরা। আমি টলে ক্ষীর হ্রদেঃ পড়িলাম অপ্রমাদেঃ তুমি পড় নরকে নিহারা॥ ছিছি কি কহিব আরঃ তব অঙ্গে বিষ্ঠা ধারঃ দেখে লোকে করয়ে উদ্গার। গন্ধে মার দুঃখ উঠেঃ কালি তুমি এশংকটেঃ পড়ি আছ স্বপনে আমার॥ দেখিয়াছি যে পনঃ কহিলাম বিবরণ ভাল মন্দ কর অবধান। বেহাই কহিছে পরেঃ কেবা যে অন্যথা করেঃ মম স্বপ্ন এইতো বিধান॥ মহারাজা যা কহিলেঃ মম স্বপ্নে সব্ব মেলেঃ দুই কূপে পড়েছি দুজন। আমিতো নরক কুণ্ডেঃ তুমি পরে ক্ষীর কুণ্ডেঃ সত্য২ এ সত্য বচন॥ পড়ে যেন দুইজনেঃ উঠিলাম কতক্ষনেঃ পদব্রজে পথে চলে যই। যেতে২ মহারঙ্গঃ আমি চাটি তবঅঙ্গঃ সর্ব্বাঙ্গেতে রসনা বুলাই॥ তুমি যেন আরবারঃ চাটিলে অঙ্গ আমার বাড়া মাত্র এই

চাটাচাটি।। তব অঙ্গ আস্বাদনে আছি আমি হৃষ্ট মনে ক্ষীরসে খাইতে পরিপাটী।। তুমি মম অঙ্গে যাহা চাটিলে কেমন তাহাঃ লাগিয়াছে বলিতে না পারি। শুনি সভাজন হাসেঃ রাজা ভাষে পরিতোষেঃ বলে বেহায়ের বুদ্ধি ভারি।। বেহানি কেমন হয়ঃ নাহিক দেখিলে নয়ঃ মহারাজা ভাবে মনেমন। শ্রীশ্যামাচরণ বলেঃ উত্তমে উত্তম মিলেঃ তেযমন দেব মেন বাহন।।

রাজার বেহানির কৌতুক।

এত ভাবি অনুচরঃ পাঠাইল নৃপবরঃ বেহাইর বাটিতে তখন। মধুপাত্র দিয়ে করেঃ কহে তারে রাজ্যেশ্বরে বেহানীরে বল এবচন।। মকরন্ধ হেতু রায়ঃ পাঠায়ে দিল আমায়ঃ ত্বরাকরি মধু দেও দান। সেই কথা শিরে ধরেঃ গেল দূত তার ঘরেঃ দেখে তারে জিজ্ঞাসে কারণ বেহানী কহিছে কথাঃ কিকারণ এলে হেথাঃ দূত কহে বিশেষ তখনি। মধুর লাগিয়া মোরেঃ পাঠাইল রাজ্যেশ্বরেঃ মধুদেও ওগো ঠাকুরাণী।। ব্রাহ্মণী সুবোধ নারী বুঝিল হবে চাতুরিঃ কত মধু তার পড়ে আছে! কেবল কৌতুক করেঃ জানিতে মোরে অন্তরেঃ কাব্যকরে দূতে পাঠায়েছে।। কহে দূত গেল কোথাঃ ভূপে কহ এই কথাঃ বৃথা হেথা পাঠাইল চর। যত মধু মোর ছিলঃ তাঁর বেই ফুরাইলঃ খাইলেক যোড়শ বৎসর।। নামে গোপ ভক্ষি কুঁজিঃ বিধাতা দিয়াছে বাজিঃ মধ নাই

পাত্র মাত্র আছে। যদি চাহে অধিকারীঃ পাত্র ধোয়া দিতে পারিঃ মধু বধু রাখিয়া না গেছে॥ শুনি দূত হাস্য মুখেঃ যায় রাজার সন্মুখেঃ রায় বলে বলরে কারণ পরে চর সেই কথাঃ প্রকাশ করিল তথাঃ বেহানীর যে রূপ বচন॥ শুনিয়া হাস্যের রোলঃ সভা মাঝে হয় গোল অপ্রস্তুত হয়েন রাজন। একি বুদ্ধি সুপ্রখরাঃ হাঁড়ি যগ্য বটে সরাঃ আর শ্যাম না কহে বচন॥

রাজার বোধু ও কন্যার কৌতুক।

পয়ার॥ একদিন মহারাজা করেন ভোজন। আপনি করিছে রাণী পরির বেশন॥ পার্শ্ব গৃহে রাজার কুমারী অন্ন খায়। রাজ পুত্র বধু তারে আহার যোগায় শ্বশুর আহার করে ঘরে জানি মনে। রহাস্য করিছে রামা ননদীর সনে॥ ঠাকুরঝী ভাত আর চাহি কি তো মার। অকুলান থামে যদি লহ তবে আর॥ শুনিয়া তাহার ব্যঙ্গ রাজার নন্দিনী। ঈষদ হাসিয়া তারে কহিতেছে বাণী॥ রাখি নিজ ভাত আর বাড়া যদি থাকে শঙ্কেত করিয়া দেয়াএ আমাকে॥ সমোচিত বিহিত উত্তর ধনী পেয়ে। লাজেতে মলিন মুখ রহে হেট হেয়ে আপনার কর্ণে রাজা শুনি প্রত্যুত্তর। সন্তুষ্ট হইল নৃপ কন্যার উপর॥ অভরণ মণিময় তালুক খেরাজ। দান পাত্র লিখি তারে দিল মহারজ॥ কন্যার এমন কথা নাতিনা কেমন। জানিবারে ভূপতির হইল মনন॥

শ্রীশ্যামাচরণ বলে কৌতুক বিলাসে। এবার উত্তর ভূপ পাবে অনায়াসে॥

রাজার নাতিনীর সহিত কৌতুক।

নবীনা যৌবনী ধনী ষোড়শী রূপসী। তার কাছে গিয়া রাজা কহে হাসিং॥ কহ দেখি বিধু মুখী কোন রোগ ভাল। শুনি ধনী বলে বাণী শুন মহি পাল॥ বিহিতে অতিতো কথা বৃথা যোগ্য নয়। স্থান বুঝে টাক যদি পড়ে মহাশয়॥ ইহা বিনা খল গণে কারে ভাল কব। যখন যাহার ভোগ তার প্রাদুর্ভাব॥ এহেন বচন শুনি হসে রাজ্যেশ্বর। শ্যাম কহে সমুচিত বিহিত উত্তর॥

রাণীর সহিত কৌতুক।

তাহারে অনেক মুদ্রা দিয়া অলঙ্কার। রাণীর সঙ্গেতে রঙ্গ করে আর বার॥ আমারে তোমার পিতা দিয়া ছিল বিয়া। এত সুখ ভুঞ্জ তুমি তাহার লাগিয়া॥ স্বর্ণ ময় অলঙ্কার জড়য়া জড়িত। সর্ব্বাঙ্গেতে গজমতি হয়েছে ভূষিত॥ নানাবিধ বস্ত্র পর কেবা হেন পায়। কত আর দান কর যাহা ইচ্ছা যায়॥ অন্যবরে হৈলে পরে হৈত কত দুঃখ। শুনি বাণী কহে রাণী করিয়া কৌতুক॥ গণ্ডমুর্খ পিতা মোর নাহি ছিল জ্ঞান। নবাবের ঘরে মোরে নাহি দিল দান॥ তোমার নিকটে স্বর্ণ মল নাহি পায়। সেহলে সে সাধ মোর পুরাইত রায়॥

ধনে মানে কুলে শীলে সমভাব দেখি। কেবল সোণার মলে হইলাম ফাঁকি ॥ বুঝিল আভাসে রাজা কটুভাষা বলে। কেবল ধনের মান্য কুলে নাহি মিলে ॥ কেশর কোণীয় গালি যবনান্ত তায়। ব্যঙ্গকরি পাঠরাণী কহিল আমায় ॥ সত্য কথা মিথ্যা নহে কি বলিবে তারে। অধো মুখে মহারাজ চলিল বাহিরে ॥ শ্রীশ্যাম কৌতুক করে নৃপতিরে কহে। নারীর এমন কথা প্রাণেনহিসহে

সদ্যফল চুচড়া মিষ্টি।

পয়ার ॥ করিতে আমীরে বন্ধি সাজায় কুঞ্জর। তাহার উপরে বৈসে রাজ্যের ঈশ্বর ॥ চালায় কুঞ্জর বেগে আগে ডঙ্কা যায়। হেন কালে অপরূপ দেখে তথা রায় ॥ সরো বরে ধীবর ধরিছে মৎস্যগণ। সেই কালে তথা এক আসিল ব্রাহ্মণ ॥ দর্শিত সুন্দর ছান্দ নটুয়ার বেশ। গলে উপবীত মোটা পেনসেট কেশ ॥ কালাপাড়ি ধুতি পরা হাতে হেম ছড়ি। পায়েতে সাঁচ্চা নাগরা টেঁকে শোভে ঘড়ি॥ রক্ত চন্দনের ফোঁটা ভালে সুশোভন সরোবর তিরে আসি কহিছে সেজন ॥ তিনদিন অনশন আছি উপবাসি। কিছু মৎস্য দেও যদি তবে করি আশি ॥ একথা শুনিয়া কুচ হৃষ্ট মন হয়্যে। চিল চিম দিল তারে সন্তোষ করিয়ে ॥ ধর২ দ্বিজবর এই দিতে পারি। শুনি হস্তপাতে বিপ্র তার বরাবরি ॥ করেতে লইয়া মৎস্য হয়্যে হৃষ্ট মনা অকাতরে অমনিনে করিছে

প্রতারিণী ব্রাহ্মণী

চর্ব্বণ।। সন্দ্যকলচুচড়া মিষ্ট আশা না রাখিব। প্রাপ্ত মাত্রে যাহউক ভোজন করিব।। আশার আশায় করে সেইতো অসার। এত বলি সেসকলি করিল আহার।। আপন নয়নে নৃপ দেখি হেন কায। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয় ভাবে মহারজ।। এমত অদ্ভুত কর্ম্ম জন্মিয়া নাহেরি ইহার বৃত্তান্ত কিছু বুঝিতে না পারি।। এত বলি আঁখি ঠারে কোতয়াল পরে। লয়ে চল দ্বিজবরে আমার হুজুরে।। আজ্ঞা মাত্র কোটাল ধরিয়া লয়ে যায়। এখানে বেগেতে রাজা কুঞ্জর চালায়।। আসিয়া বসিল রাজা দিয়ে রায়বার। পাত্র মিত্র ভৃত্য আদি আইল সভার রাজা বলে সকলেরে শুনহ কারণ। বড়ই অদ্ভুত আজি করেছি দর্শন।। ধরিয়া ছিঙ্গড়ি মাচ এক দ্বিজবর। অপাকে ভোজন করে পুলক অন্তর।। দেখিয়া তাহার কার্য্য হতবুদ্ধি আমি। পাগল না হবে বিপ্র জ্ঞান হয় কামী।। আসিতে আদেশ আছে আমার সভায়। বিশেষ বৃত্তান্ত ভুক্ত জিজ্ঞাসিবে তায়।। কহিতে২ কথা হাজির হুজুরে। সভাসদে নৃপতি দেখান আঁখি ঠেরে। শ্রীশ্যামাচরণ ভণে শুন মাহারাজ। আসার সুসার হেতু দ্বিজের এ কায।।

রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী।। ভূপতি সম্ভাষ করে৪ কহে সেই দ্বিজবরে৪ হাস্য মুখে অপাঙ্গ নিহারে। কিজাতি কাহার সুত৪

কোথায় কর বসত সত্য তত্ত্ব কহহে আমারে॥ কিকারণে মীনগণঃ অপাকে কর ভক্ষণঃ ইহার কারণ হে কহিবা। শুন সেই দ্বিজবরঃ কহে মৃদু২ স্বরঃ উত্তর তাহার আর কিবা॥ রসপূরে মম ধামঃ রসিক আমার নামঃ রসরাজ দ্বিজের নন্দন। রসময় জাতি কুলঃ বিভূষণ রসফুলঃ রসরঙ্গ অঙ্গ অভরণ॥ রসনাট রসপাটঃ মোর দেশে রস হাটঃ রসনায় সরস বচন। রস সরসীর বারিঃ স্নান পান রস করিঃ চারিরস রসজ ভোজন। রস শয্যাতে শয়নঃ রস আশ সর্ব্বক্ষণঃ রসের বালিশ শিরতলে। রসিকার প্রাণধনঃ অরসিকে বিষ হেনঃ বিরসে পাঠাই রসাতলে॥ রসবাক্য রস পানঃ মুখে জপি রস নামঃ প্রেমরস আমার জীবন। রসছাড়া নাহি থাকিঃ রসিকা স্বপনে দেখিঃ রসা ভাসে সদা মোর মন সুজন রসিক হল্যেঃ তারসঙ্গে মন মিলেঃ নীরসে নিরাস সর্ব্বক্ষণ॥ তুমিতো রসিক জনঃ রস তন্ত্রেতে প্রবীণঃ শ্যামরসে প্রধান রাজন। রাজা কহে ভাল২ঃ বিস্তার করিয়া বলঃ চর্ব্ব রস রস কিপ্রার। শ্রীশ্যাম কৌতুক ছলেঃ রাজারে বিশেষ বলেঃ যেহেতুক এই দশা তার

নারীর রূপ বর্ণনা।

পয়ার॥ ব্রাহ্মণ কহেন রাজা শুনহ ভারতি। যে কারণ আমার ঘটিল এদুর্গতি॥ লম্পট স্বভাব মোর ভ্রমি নানা স্থানে। বিল্লগ্রামে এক নারী দেখিনু নয়নে

কক্ষেতে গাগরি করি বারির কারণ। সরোবর কুলে আসি দিল দরশন॥ কিরূপ হেরিল আঁখি সেইতো সময়। অপাঙ্গ ঈষদ ভঙ্গ অনঙ্গ দহয়॥ প্রফুল্লকমল মুখ দশন কেশর। অলকা ভ্রমরা তাহে বৈসে নিরান্তর॥ মৃদুভাষি মুখে হাসি যেন জ্যোৎস্না জ্ঞান। অনিবারে সুধা ক্ষরে চকরের প্রাণ॥ ফুল ধনু সম তনু ভুরু যুগ খানি। সন্মোহন পঞ্চবাণ নয়ন বাখনি॥ আকর্ণ টঙ্কার তাহে বিষম কটাক্ষে। স্মরে জরে যারে হেরে তারে নাহি রক্ষে॥ খগওষ্ঠ নহে শ্রেষ্ঠ জিনি তিল ফুল। সিন্দুর বিন্দু শোভা সে আভা অতুল॥ শোণিত দলিত ওষ্ঠ কোথাঃ বিম্ব ফল। তড়িৎ যড়িত স্বর্ণ সেবর্ণের ভুল কুমদ ঘুচিলা মদ কর্ণ তার হেরে। দিবশে অবশে থাকে মদিয়া অন্তরে॥ করিকর নহে কর উপমা মৃণালে। দেখি কর পেয়ে ডরে লুকাইল জলে॥ পয়োধর কিবা তার তুলনা নাহয়। দাড়িম্ব কদম্ব ফাটে শিহরিয়ে রয় মেরুশৃঙ্গ হয় ভঙ্গ অনেক অতুল। শ্রীফল যদ্যপি বল সেও নহে তুল॥ কাম রূপ সুধাকূপ নাভির গহ্বর। সুরা সুরে দ্বন্দ্ব করে যাহে নিরন্তর॥ ত্রিবলি কিবলি রঙ্গ কামের আসন। যাহে থর নিরান্তর আছেন মগন॥ কিবাকটি পরিপাটী অতি ক্ষীণ তার। পশুরাজ পায় লাজ হেরিয়ে মাঝার॥ নিতুম্ব কহিল গুরু মধ্য শব্দ হেরে। লজ্জাতরে হরকরে পলায় সত্বর॥ পরাশর

সুবিস্তার নিতম্ব তাহার। কুর্ম্ম পৃষ্ঠ হৈতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট আকার॥ রম্ভাতরু সঙ্গে ঊরু উপমা না হয়। পদাঙ্গুলি যেন কলি চাঁপাফুল ময়॥ পদতল ঝলমল তরুন অরুন। দেখি সাজ দ্বিজরাজ ভাবি মনেমন॥ নখপরে নিশা করে দশ খণ্ডহায়্যে। অগ্রেতে কলঙ্ক রাখি রহে যে লুকায়ে॥ চলন বারণ হেরি কাননে পলায়। রাজহংস সহবংশ দেখিয়া তাহায়। লাজ পেয়ে দহে হয়ে স্থান নাহি পায়॥ সলিলে প্রবেশ করে গায়ের জালয়। দেখিলে অখিলে তার ধৈর্য্য দূরে যায়। দ্বিজশ্যামে দহে কামে কে বাঁচিবে তায়॥

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণীর পালায়ন।

পয়ার॥ সরোবরে সেই ধনী একাকিনী চলে। মনো হরা মনহরে অপাঙ্গের ছলে॥ দেখামাত্র মন প্রাণ আমার হরিল। কটাক্ষ আমার পক্ষে বিপক্ষ হইল॥ অচেতন করে মোরে বোবা সম রই। চলিতে না চলে পদ কথা নাহি কোই॥ কতক্ষণে কহিলম তুমি থাক কোথা। উত্তর করিল মোরে কেন কহবৃথা॥ নিরুত্তর করি মোরে রামা গেল ঘর। এখানেতে আমি হই অন্তরে অ[illegible]র॥ আহার আয়াস নিদ্রা ভাল নাহি লাগে কেবল তাহার রূপ মনে২ জাগে॥ এই মনে অভিলাষ কিসে পাব তারে। সে রজনী গত হয় শুন তার পরে॥ প্রাতঃকালে আমিগিয়া বসি সেই ঘাটে। সেজানে কেবল

জ্বালা যে পড়ে সঙ্কটে ॥ প্রহর প্রহরী হয়ে সেই ঘাটে থাকি। শেষে সেই ধনী এসে দূর হৈতে দেখি ॥ যেমন চাতকগণ দেখি মেঘ রাজ। হৃষ্টমন হয় তায় সিদ্ধহেতু কায ॥ কতমত কথা কহি করিয়া চাতুরী। কোনমতে বর্গ নাহি মানে সেই নারী ॥ ভয় মৈত্র শটতায় করিয়ে প্রকাশ। তারপরে কপটে কামিনী দিল আশ ॥ কহিল নিতান্ত যদিনা ছাড়িবে মোরে। তবে আজি নিশি শেষে যাবে মম ঘরে ॥ ব হি কিছু সঙ্কেত করহ অবধান করতালি দিও গিয়ে যথা মমস্থান ॥ আমার হইল মন তব ভাব যেনে। দিবসেতে এই থানে ছেড়ে দেহবেনে লোকেতে দেখিবে শেষে হইবে প্রকাশ। ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ না পূরিবে আশ ॥ ইহা বলি হাস্য করে নয়ন অপাঙ্গে। হরিল আমার মন কুমতি কুসঙ্গে ॥ বিশ্বাস করিয়া আশ ছাড়িলাম আমি। কহিল অবশ্য অদ্য রাত্রে যাবে তুমি ॥ এখানে আমার আর বিলম্ব নাসয়। তৃষ্ণিতঅগ্রেতে কোথা বল বারি ধায় ॥ হইল সন্ধ্যার কাল অঙ্গ অদর্শন। তাহার কানাছে আমি রহিঁযে গোপন ॥ মশা ডাঁশে দংশে তাহা মারিতে না পারি। পাছে সব্দ হয় ভাবি গ্রাহ রূপে সারি ॥ হাঁচি কাশী পাইলে যে বিষম যন্ত্রণা। বদনে বসন দিয়ে করি হে সান্তনা ॥ হেন কালে সেই নারী কহে পতি পাশে। আধ মিষ্ট মৃদুস্বরে মন্দ২ ভাষে ॥ শুন২ ঠাকুর আমার

নিবেদন। এক বেটা মোনা কাটা করে জ্বালাতন॥ আমার আশয়ে ফিরে ধরে কত বার। ফাঁকি দিয়ে আসিয়াছি গোচরে তাহার॥ বড়ই দুরন্ত সেই লম্পট ব্রাহ্মণ॥ আজি অর্দ্ধ রাত্রে তার হবে আগমন। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহে কেমন প্রকার। নারী বলে তাহারে ছাড়ান অতি ভার॥ যদি মোরে যোরে ধরে করে বলাৎকার। কেমনে ধরম মম রক্ষা হবে আর। আমরা দুজন বিনে নাহি প্রতিবাসী। দেখিবে যখন হবে অর্দ্ধ নিশি আসি সেইতো লম্পট শঠ ব্রাহ্মণ গোওয়ার। আমি পলা ইতে পাবে তোমায় ব্যাপার॥ কামেতে আকুল তার কিবা ভালমন্দ। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম ইথে নাহি সন্দ॥ শুনি শিহরিয়া দ্বিজ বলে কিবা করি। নারী বলে চল যাই ত্যজি এই পুরী॥ এই বেলা দ্রুত চল যেন সে না জানে। ইহা বলি দুইজনে চ'ল অন্য স্থানে॥ নারীর করেতে বারি পাত্র মাত্র রয়। ব্রাহ্মণের শিরে বোঝা মোট বিপর্য্যয়॥ দ্রুতগতি চলে তারা ত্যজি নিজ দেশ পশ্চাৎ চলিনু আমি জানি সবিশেষ॥ মনে২ ভাবি তার সটতার গুণ। হৃদে কালি মুখে ভালি এমন বিগুণ যাহকু কোথায় যায় করিব নিশ্চয়। পরেতে হইল যাহা শুন রসময়॥ দুই তিন ক্রোশ পথ করিয়া গমন। দ্বিজের বাহ্যের বেগ ঘটিল তখন॥ বসিল শৌচেতে বিপ্র পগারের আড়ে। ঐ ছলে সেই মোট আমি লই.

ঘাড়ে ।। পরে রায় বেগে আগে চলে যাই আমি। নারী বলে ধিরেং চল ওহে তুমি ।। সুপথ ত্যজিয়া বন পথে আমি যাই। যেই মনে তার সনে দেখা নাহি পাই ।। ক্রমেং নিশীশেষ হইল যখন। উভয়ে উভয় জন করি নিরীক্ষণ ।। হাসিয়া তাহারে আমি কহিনু বচন। যার তরে ত্যজ দেশ এই সেই জন ।। দেখিয়া আমারে ধনী অন্তরে শিহরে। মুখেতে রাখিয়া মান সমাদর করে ।। সেইখনে শৃঙ্গারের উপক্রম করি। অধরে অধর চাপি গলদেশ ধরি ।। নারী কহে কেন আর কর পর হেন। এখন তোমার অমি হৈনু চিরদিন ।। উতলায় কিবা সুখ হইবে সম্ভব। বাসা নিরূপণ কর তথা দোঁহে রব ।। পূরাইব অভিলাষ তথা দুই জনে। তুমি মম স্বামি লোকে ইহা যেন জানে ।। এত বলি ভুলাইল মানস আমার। কহিলাম কোন গ্রামে বল যাবে আর ।। নারী কহে যে দেশে না আছে জ্ঞাতিজন। সেই দেশে অনায়াসে রব সর্ব্বক্ষণ ।। শুনি কহি নানা গ্রাম চল সেই খানে। নারী বলে সর্ব্বত্রেতে অত্মসম্বধনে ।। পরে তার পিতৃধাম ছিল যেই দেশে। আমার পোড়ার মুখ বাহিরায় শেষে ।। শুনি ধনী বলে বাণী কিনাম কহিলে জম্মিয়া না শুনি এসো তথা যাই চলে ।। এতবলি মোট মোর মস্তকে চাপায়। মরাল জিনিয়া ধণী আগুং যায় পাঁহুছিয়া সেই দেশে কহি তারে আমি। এই মনোরম

স্থান কোথা রবে তুমি ॥ ধনীকহে উত্তম আবাসে গিয়া রব। আর কিছু দূরতর অগ্রসর হব ॥ কহিতেং কথা পিতৃবাসে যায়। আমার মস্তক হৈতে বোঝাটা নামায়ে বসায়ে বাহিরে মোরে গেল অন্তঃপুরে। পিতা মাতা তাহারে যে সম্ভাষ না করে। ধনী বলে পতি সঙ্গে করিয়া কোন্দল। আসিয়াছি হেতাকারে সকল মঙ্গল ॥ অনেক ক্ষণের পর দাস একজন। আসিয়া কহিল বেটা নিষ্ঠুর বচন ॥ বলে উঠং মুটে যাও নিজ ঘরে। বেতন ত্রিপণ কড়ি গণে লহ করে ॥ সবে বলে মুটেং শুনিতে বিষাদ সাধেতে ঘটিল রাজা এমন প্রমাদ ॥ নিশ্চয় জানিনু মনে বিষম চাতুরি। কখন না হেরি শুনি হেন দুষ্টা নারী ॥ আমারে ভুলায়ে ধনী রাখিল গুমান। রমণ করিলে আর নাপাইত ত্রাণ ॥ কতেক চাতুরি করি আমারে বঞ্চিল। আশার আশায় রাখা সে আশা বিফল ॥ উদয় হইলে আশা করিবে পুরণ। গহরি করিলে হরি করেন কঞ্চন ॥ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং এই কথা সার। আশার আশা কভু না রাখিব আর ॥ আশার আশয়ে মধু মক্ষিকার গণ। কত শ্রমে সঞ্চে মধু করিয়ে যতন ॥ নৈরাশ করয়ে অন্যে যে করে হরণ শৃগালের ধনুর্গুণ যেমন ভোজন। কেবল আশার আশে মরীচিকা জলে। আকাশ ফুলের ন্যায় শাস্ত্রে ইহা বলে ॥ তাহার কারণ এই শুন মহারাজ। কাঁচা মাচ

খাইতেছি নাহি ঘৃনা লাজ॥ কিজানি রাখিলে যদি অন্য কেহ খায়। তবেতো নাহবে ভোগ বিয়োগ আশায়॥ তেকারণ আশার সুসার এই সার। আশার আশয়ে রয় সেই দুরাচার॥ শ্রীশ্যাম কহেন আশা কর্ম্মের বন্ধন। অশাত্যাগী অনুরাগী জীবন মোচন॥

দশ চক্রে ভগবান ভূত।

ত্রিপদী॥ শুনিয়া তাহার বোলঃ সবে করে হাস্য রোলঃ গণ্ডগোল কোলাহল হয়। কেহ মৃদু হাস্য করেঃ কেহ কারে আঁখি ঠারেঃ কেহ বলে ভাল মাহাশয়॥ কেহ বলে এসংসারেঃ নাহি দেখি আর কারেঃ তোমা সম জ্ঞানের সাগরে। অন্যে কহে ভাগ্য ভঙ্গেঃ দরশন তব সঙ্গেঃ অপাঙ্গে স্বরঙ্গে রঙ্গকরে॥ শুনি সেই রসময়ঃ রসাম্বিত ভাবে কয়ঃ দশ চক্রে ভগবান ভূত। দশমুখে যশোধর্ম্মঃ একের নহে সেকর্ম্মঃ দশে হিত করে বিপরীত॥ শুনি রাজা কহে বাণীঃ কহ দেখি সে কাহিনিঃ ভগবান ভূত কি প্রকারে। এতেক বচন শুনিঃ শ্রীশ্যাম কহিছে বাণীঃ শুনে রাজা হরিষ অন্তরে॥ উষমা নগরে ধামঃ ভীষণ রাজন নামঃ মহারাজ অতি ভগ্য ধর। উপমা নাহি উচিতঃ স্বর্গে রাজা পুরোহিতঃ মর্ত্ত্যে সেও তাহার সোসুর॥ পাত্র মিত্র সভাজন ভৃত্যআদি অগণনঃ দানে রাজা দধিচি যেমন। ভগবান নামে তারঃ অছিল খেজমতগারঃ শুন তার রহাস্য কথন॥ রাজা

অতি ভাল বাসেঃ রোষে তোষে পরিতোষেঃ অনায়াসে বিপদে নিষ্কৃতি। সভাস্থজনের কথাঃ ভূপতি করে অন্যথাঃ নহে বৃথা ভগার ভারতী ॥ সভাজনে যদি বলে অশ্ব চারি পদে চলেঃ ভগবান তিন যদি কয়। রাজা বলে তিন হবেঃ ভগা নাহি মিথ্যা কবেঃ সভাস্থের সত্যে অপ্রত্যয় ॥ সভাজনে যদি কয় দেখ চক্ষে মহাশয়ঃ হয় হয় চতুঃখুর ধারি। রাজা বলে আর কেনঃ কর মোরে জ্বালাতনঃ ভগবান না জানে চাতুরী ॥ এই রূপ ভগবানঃ রাজার স্বরূপ জ্ঞানঃ যাহা করে রাজারে তা হয় পাত্র মিত্র দেখে রঙ্গঃ ছাড়াইতে তার সঙ্গঃ মনেং করিল নিশ্চয় ॥ বান্দুরে জনার কপিঃ যাহা বলে তাহা জপিঃ রাজা ভগবানের তেমন। যদি কৃপা করে কালি ইহার বিহিত কালীঃ চুন কালী করাব ভূষণ ॥ কহিতে ভাবিতে ভঙ্গঃ অস্ত হৈল যে মার্ত্তণ্ডঃ ভগবান নিকেতন চলে। পরে পাত্র মন্ত্রিগণঃ দ্বারিকে করে বারণঃ রাজ আজ্ঞা শুনরে সকলে ॥ ভগবান চুরীকরেঃ গিয়াছে আপান ঘরেঃ রাজা তারে হয়ে ক্রোধমন। দরিদ্র বলিয়া তারেঃ দোষ দণ্ড মাপ করেঃ আসিবারে হুজুরে বারণ। যদি কেহ তারে ছাড়ঃ দমনে ভাঙ্গিবে হাড়ঃ শিরচ্ছেদ তখনি তাহার। শুনি তাহা সত্য জ্ঞানেঃ সেই বাক্য শিরে মানেঃ ভগা নাহি জানে সমাচার ॥ নিশি শেষ প্রাতঃকালেঃ ভগবান দ্রুত চলেঃ দ্বারপালে দিল দরশন।

দ্বারিগণ তারে বলেঃ আজি পুন কেন এলেঃ তোমারে হে ছাড়িতে বারণ ॥ ব্যঙ্গ বোধ ভগবানঃ ফটক ভিতরে যানঃ দ্বারপাল কহিছে তখন। আরেং দুরাচারঃ কথা না মান আমারঃ যাইবারে না পাবে কখন ॥ যদি যাও জোর করেঃ কেবা আর মানে তোরেঃ যার মানে মানি তার মানা। একপদ বাড়াইলেঃ তবেতো গুমান ফেলে গলে ঠেলে ফেলিবে দুজনা ॥ শুনি ভয়ে ভগা কাঁপেঃ একথা না জানে ভূপেঃ আমলার অতুল মন্ত্রনা। যদি আমি কোন রূপেঃ দেখাদিতে পারি নৃপেঃ না হইলে কেবল যন্ত্রণা ॥ এত ভাবি ভগবানঃ বিষাদেতে গৃহে যানঃ এখানেতে শুন বিবরণ। দিবা হৈল অবসানঃ না আইল ভগবানঃ বারেং সুধান রাজন ॥ পাত্র মিত্র কহে রায়ঃ বুঝি ভগবান রায়ঃ হইয়াছে অসুস্থ বিষম। কালি রাত্রে ভেদ তারঃ হয়েছিল বারোবারঃ বমন তাহার বার সম ॥ ক্ষীন নাড়ি শ্বাস ঘনঃ আছে কি হৈল নিধন লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ। শুনি রাজা শোক করে বৈদ্য রাজ তার ঘরেঃ পাঠাইল জানিয়া দুসহ ॥ রাজা বলে যেবাতারেঃ সুস্থ করাইতে পারেঃ দিব তারে আমি নানা ধন। এখানেতে বৈদ্যপতিঃ হয়ে হরষিত অতিঃ শিবিকায় করিছে গমন ॥ পাত্র মিত্র তারে কয়ঃ কোথা যাহ মহাশয়ঃ আমাদের রাখহ জীবন শুনি বৈদ্যরাজ কয়ঃ কহ দেখি কি আশয়ঃ শুন ভয়

হয় যে কথন।। পাত্র বলে ভগবান ঘুচাল্ল সভার মান আমাদের রাজা তুচ্ছ করে। একারণেতে মন্ত্রণাঃ করিয়া করিচি মানাঃ আসিবারে রাজার হুজুরে।। বিশেষ অশেষ রূপেঃ কত কহে চুপেঃ২ঃ খেদ করি তাহার সাক্ষাতে। আর বলে শুন কথাঃ কহিবে রাজন বৃথা য়াইলাম তোমার আজ্ঞাতে।। ভগবান মরিয়ছেঃ ধড় ছেড়ে প্রাণ গেছেঃ পড়ে আছে বিকট বদন। লক্ষমুদ্রা লহ করেঃ কহ ইহা নৃপতিরেঃ লোভে বৈদ্য হৈল হৃষ্ট মন।। এক লক্ষ মুদ্রা লয়েঃ রাজার নিকটে গিয়েঃ মিথ্যাকথাকহে অষ্টাষ্টক। মিথ্যাকথা সত্য আসেঃ বৈদ্যরাজ যাহা ভাষেঃ সাক্ষি হয় যত সভা লোক।। স্বরূপে কহিতে বোলঃ উত্তরিল গণ্ডগোল ভগবানের তনয় আইল। গলায় জড়ান কাচা মলিন বদন বাছা সভামাঝে কান্দিতে লাগিল।। ছলকরে বলে রায় পিতা গেল যমালয় কিছুনাই শুদ্ধ হব কিসে। শুনি রাজ খেদকরে শত মুদ্রা দিল তারে শ্রাদ্ধ হেতু তাহার উদ্দেশে।। তঙ্কা লয়ে সেই জন গেল নিজ নিকেতন তার পরে হেথা ভগবান। হইল অনেক দিবা নাহিকরে রাজ সেবা মনেভাবে আকাশ সমান।। কি করিব কিবা হবে রাজারে কে জানাইবে কেবা আছে সুহৃদ এমন যদি আমি কোন ছলে দেখা পাই মহীপালে তবে শালে দিব অভাজন।। এতেক যুকতি করে শর্ব্বরি

ত্রিযাম পরেঃ উঠে ভগা করিছে গমন। রাজ অন্তঃপুর পরেঃ প্রস্তর রচিত ঘরেঃ পাইখানা রাজার কারণ॥ তদুপরি বটতরুঃ নামনা নামিছে গুরুঃ সুচারু সে অবনী অবন॥ ভগবান সেই গাছেঃ নিশিযোগে বৈসে আছেঃ নিশি শেষে ভীষন ভূপাল। কিঙ্কর সুবর্ণ ঝারিঃ সঙ্গে লয়ে সারিং২ঃ দিশা হেতু চলে মহীপাল॥ গিয়া সেই স্বেদখানেঃ বসিছে আপন মনেঃ নিরুদ্বেগে বেগেতে মগন। সেই কালে ভগবানঃ রাজার সমীপে যানঃ বৃক্ষ হইতে নামিয়া তখন॥ নৃপ বলে ভগবানঃ মরে কি পাইলে প্রাণঃ একি অসম্ভব তব দেখি। শুনি বাণী ভগা কয়ঃ সর্ব্ব মিথ্যা মহাশয়ঃ সভাজনে দিয়াছে যে ফাকি শুনিয়া ভগার কথাঃ সকলে আইল তথাঃ পাত্র মিত্র অমাত্য সুহৃত। রাজারে বঝায় তারাঃ হলে কি পাগল পারাঃ মনে মনে আছ কি বিস্মৃত॥ ভগবান মরিয়াছে ভূতহয়ে এই গাছেঃ আছে তবে মোরা দেখি নাই। আপনি দেখিছ তারেঃ কথাকহ বারে২ঃ কার সঙ্গে দেখিতে নাপাই॥ রাজা বলে সে কি এইঃ পারিষদে বলে কইঃ কিছুই না পাই দেখিবারে। কি ভাবিছ নরপতিঃ আইস হে দ্রুতগতিঃ নহে ভুত চাপিবে তোমারে॥ না জান রাজা কারণঃ মরিয়াছে যেইজনঃ ভূতদানা তাহার গণন। একেলা আসিলে রায়ঃ পাইত আজি তোমায়ঃ ত্বরাকরি কর পলায়ন॥ কেহ বলে রাম২ঃ কেহ কহে

হরি নামঃ পড়ে উঠে বেগে কেহ যায়। কেহ গিয়া ভূত বলেঃ মারে তারে ঢেলা ফেলেঃ কেহ নৃপে লৌহা যে ছোঁয়ায়॥ ভূতং হইল গোলঃ রাজার না স্বরে বোলঃ জনচারি ধরিল রাজায়। ক্রোড়ে করি নৃপতিরেঃ রাখে লয়ে অন্তঃপুরেঃ শবের সমান হয় রায়॥ ভয় পেয়ে নৃপরায়ঃ দশনে কবাটী খায়ঃ হয়ে আছে জ্ঞানে অচেতন। আদরক দিয়ে আরঃ করে তারে প্রতীকারঃ পরে হয় চেতন রাজন। রাজা বলে হরি২ঃ এমন নাহিক হেরি ভূত গত হৈল ভগবান। তু করি গয়া যাওঃ বিষ্ণুপদে পিণ্ড দেওঃ না হইলে নাহি পরিত্রাণ॥ দ্বিজ কবি কহে ভূপঃ দশচক্রে এই রূপঃ ভূতদশা হয় খানশামা। দশে যাহা মনে করেঃ তাহাই করিতে পারেঃ দশে নৃপ না হয় উপমা॥ দশচক্রে ভগবানঃ ভূত তার এপ্রমাণ ভগবানে কে ভুলাতে পারে। জগত নির্ম্মিত যারঃ কিবা অসম্প্রীতি তারঃ তারে ভূত করে কে সংসারে॥ সেজন অখিল কর্ত্তাঃ ত্রিগুণের হর্ত্তা কর্ত্তাঃ তার পদে প্রণমিয়া শ্যাম। কহে গ্রন্থ পূর্ণ করঃ এদিনের প্রতি হেরঃ অন্তে দিও রাঙ্গা পদে ধাম॥

শুনিয়া তখনঃ কহেন রাজনঃ শুনহে রসিক রাজ। মনোরম বাণীঃ তবমুখে শুনিঃ কথাতে তোমার কাজ॥ এমন বচনঃ নাকরি শ্রবণঃ কখন কাহার ঠাঞি। না কর অন্যথাঃ অন্য এক কথাঃ কহ হে শুনিতে চাই॥

রাজার কথাঃ শুনি দ্বিজ কনঃ কিঞ্চিত বিলম্ব কর। সবুরেতে মেওয়াঃ ফল যায় পাওয়াঃ কহে ইহা পূর্ব্বাপর। নৃপ কহে হাসিঃ তোমারে জিজ্ঞাসিঃ সবুরেতে মেওয়া ফলে। তাহার কারণঃ করিব শ্রবণঃ সভাজন ঐ সকলে শ্রীশ্যাম রাজায়ঃ বিশেষ বুঝায়ঃ বিস্তার করিয়া তত্ত্ব। বনমালী দ্বিজঃ ত্যজি অন্য কাযঃ শ্রবণে হইল মত্ত।

সবুরে মেওয়া ফলে।

পয়ার। তৈলঙ্গ নগরে ধাম এক দ্বিজবর। রামানন্দ নাম তার দুঃখিত অন্তর॥ আপনি ব্রাহ্মণী মাত্র এই পরিজন। ভিক্ষার উপর তার উদর পোষণ॥ সদা নিরা নন্দ মনে অর্থের বিহীনে। নারীর গঞ্জনা তাহে দহে তুষাগুনে॥ সদাই লাঞ্ছনা তারে করে সিমন্তিনী। আহ্ল নাদ পরমাদ বিবাদ বাদিনী॥ বলয়ে থাকিতে পতি হয়েছি বিধবা। লৌহ খাড় হাতেদে আয়ৎ রাখে কেবা হেটে কানি অভাগিনী পেটে অন্ন নাই। ভাল মন্দ কোন দ্রব্য জন্মিয়া না খাই॥ কালা মুখ লোকে দেয় চুন কালি গালে। এমন অভাগা পতি আমার কপালে॥ ভিক্ষাকরে দ্বারেং দিবা অবসানে। আসিবা মাত্রেতে দ্বিজ আপন সদনে॥ পাদ্য আদি দূরে থাক সে কথা কে ধরে। অবিরত কটুভাষে তিরস্কার করে॥ ঠিশ মিশ অর্হনিশি বিমরিষ মন। লাঞ্ছনা করয়ে রামা সদাসর্ব্ব ক্ষণ। পিপাসায় যদি চায় দ্বিজবর বারি। কখন সম্মুখে

নাহি দেয় তায় নারী॥ আপনার দুঃখ বিপ্র যদি তারে কয়। মারিতে তাহারে উঠে হেন জ্ঞান হয়॥ এইরূপ দ্বন্দ্ব সদা কপালের ফলে। অভাগার সুখ নাহি কোন কালে বলে॥ সদা দ্বন্দ্ব দেখি বিপ্র করে অনুমান। নিশ্চয় ভাবিল মনে না রাখিব প্রাণ॥ একে মরি মনো দুঃখে ভিক্ষায় নির্ভর। নারীর বচন খাঁড়া মড়ার উপর গলে রজ্জু দিয়ে আমি হইব বিরতি। নহিলে এদুঃখে মম নাহিক নিষ্কৃতি॥ এত ভাবি রজ্জু হস্তে যাইয়া কাননে॥ তরুতে বান্ধিল ফাঁস আপনার মনে। হরিরে স্মরণ করি বিপ্র অবশেষে। ফাঁস করে ধরে দেয় নিজ গলদেশে॥ হেনকালে মনে ভাবে বিপ্রের তনয়। সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্বলোকে কয়॥ মরণ অধিক মন্দ কি আছে সংসারে। দেখিব কেমন মেওয়া ফলয়ে আমারে॥ ক্ষণেক বিলম্ব মনে সবুর তখন। সে বন ছাড়ারে বিপ্র যায় অন্যবন॥ ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয় তিলেক না রয়। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ যেই কাল হয়॥ সে বনে বিপ্রের সুত মরিবারে চায়। মরিতে না পারে ভাবে সবুর কোথায়॥ এইতো অনেক কাল অতীত হইল॥ এখন সবুর গাছে ফল নাফলিল॥ আর কিছু কাল আমি করিব সবুর। এত ভাবি অন্য বনে চলে দ্বিজবর। ক্রমে২ নানা বন আক্রম করিয়া। সবুরের আশে দ্বিজ রহিল বসিয়া॥ হেন কালে এক নারী অতি কদাচার। কিন্তু

নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভে তার ॥ হিরা নাল চুনি মণি সে ধনীর অঙ্গে। একাকিনী কামিনী যে কেহ নাহি সঙ্গে তাহারে দেখিয়া দ্বিজ বনেতে লুকায়। দেখিবে মানস তার কিকরে হেথায় ॥ সেই স্থানে কাম্যকূপ দ্বিজ নাহি জানে। কেবল বিষাদ ভাবে আপনার মনে ॥ কাম্যকূপ তত্ত্ব নারী জানিয়া কারণ। আসিয়াছে কাম আশে ত্যজিতে জীবন ॥ কূপের নিকটে গিয়া খেদে রামা কয়। শুন২ কাম্যকূপ মোর পরিচয় ॥ আমিতো রাজার নারী কুমারী রাজার। আমা সমা কদাকার নাহি হয় আর ॥ একারণ সর্ব্ব সুখ থাকিতে বঞ্চনা। অভাগীর প্রতি পতি সদা করে ঘৃণা ॥ সতিনী গণের সঙ্গে রঙ্গে রাজা রয়। আমারে দেখিলে কভু কথাটি না কয়। কোন দোষ নাহি মোর কেবল কুরূপা। ধর্ম্মময় কাম্যকূপ মোরে কর কৃপা ॥ কাম্যকূপ বিবরণ শুন সর্ব্বজন। একটি মানস জীবের করেন পূরণ ॥ দুই আশা বলে ভাষা যদি পড়ে তায়। ইতোনষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ অধঃপাতে যায় ॥ একারণ এক বাক্য তক্যরাখি চিতে। কহিতে লাগিল ধনী ধর্ম্মের সাক্ষাতে ॥ ভুবন মোহিনী হব যুবতী সদাই। আমার কটাক্ষে রক্ষা দেব যক্ষে নাই ॥ এতবলি কাম্যকূপে পড়িল কামিনী। উঠিল হীরার অশি অদ্ভুত কাহিনী ॥ এক চোটে ধড়ে মুণ্ডে দুই খান তার। দ্বিজবলে সবুরেতে মেওয়ার

প্রচার॥ সবুর করিনু যেই তাহার কারণ। সুলভ্য কাম্যের কূপ হইল দরশন॥ এত ভাবি দ্বিজবর কামনা অন্তরে। চলিল কাম্যের কূপে পড়িবার তরে॥ তথাপি ভাবিছে মনে ক্ষণেক সবুর। কিফল বিস্তার হয় ইহার উপর॥ কিঞ্চিৎ সবুর করি পরেতে মরিব। ভরসা হয়েছে মনে সুগতি পাইব॥ কহিতেং কথা আর এক নারী। উপনীত হইল আসি দ্বিজ বরাবরি॥ দেখিতে সুন্দরী অতি দুঃখিনীর বেশ। কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ করে অবশেষ॥ পরে কহে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম সাক্ষি থাক। কাম্যকূপে ত্যজি প্রাণ অন্তরীক্ষে দেখ॥ এমন রূপশী আমি ষোড়সী যৌবনী। দরিদ্র আমার কান্ত আমিসে দুঃখিনী॥ অন্ন বিনা ছন্ন প্রায় বস্ত্র নাহি দেহে। এমন দারুণ দুঃখ পরাণে না সহে॥ অতএব বলি ধর্ম্ম সাক্ষি থাক তুমি। সপ্তদ্বীপ রাজা যেন হয় মোর স্বামী॥ এতবলি সেই ধনী ত্যজিল পরাণ। দেখাদেখি দ্বিজবর মরিবারে যান॥ তথাপি সবুর গাছে আর মেওয়া চায় ক্ষণেক সবুর করি বনেতে লুকায়॥ পরে এক রসবতী আসি উপনীত। বদন শরদ ইন্দু ভূষণে ভূষিত॥ আসি ধর্ম্ম সাক্ষি করে সেও ত্যজে প্রাণ। বলে কাম্যকূপ মোরে কৃপাকর দান॥ চির রোগী ছিল পতি সেহ না রহিল। অভাগির [illegible]াণে আর নাহি কিছু ফল॥ এবার জন্মান্তে পতি হবে যেই জন। অজর অমর হবে এই

মোর মন॥ এতবলি সেই নারী ত্যজিল জীবন। তথা পি সবুর দ্বিজ ভাবে মনে মন॥ নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ নাহিক সংশয়। ক্ষণেক সবুরে দেখি কিবা মোর হয় এত ভাবি হৃষ্ট মনে রহে দ্বিজ বর। আর এক নারী যায় বনের ভিতর॥ আসি ধনী কাম্যকূপে কাম আশে পড়ে। বলে এ কামনা যেন মোর না বাহুড়ে॥ রসিকা বালিকা আমি কত বাক্য জানি। গণ্ডমুখ পতি মোর তাপে দহে প্রাণি॥ এবার আমার পতি হবে যেই জন বিচারে জিনিবে সেই এ তিন ভুবন॥ এত বলি কাম্য কূপে ত্যজিল পরাণ। দেখি বিপ্র আর বার মরিবারে যান॥ তথাপি সবুর ফল করিয়া আশয়। বনে বসি সংগোনে রহিল তথায়॥ হেন কালে আর এক নারী উপনিত। কাম্যকূপ প্রদক্ষিণ বরিয়ে ত্বরিত॥ বলে মনোদুঃখে মরি পতির কারণ। দেখিতে কুৎসিত পতি অতি কুগঠন॥ সতির নাহলে পতি মনের মতন। সদাই অসুখ তাহে জীবনে মরণ। ভয়েতে রমণ মন কখন না চায়। আঁখি মুদি রোগি যেন পাচন না খায়॥ অন্য জনে মনে সতী না করে বরণ। কেমনে পরের সঙ্গে করিবে রমণ॥ অতএব কাম্যকূপে ত্যজিহে প্রাণ। এবার হইবে পতি মদন সমান॥ এত বলি সেই নারী ত্যজিল জীবন। অতঃপর দ্বিজবর ভাবে মনে মন॥ দেখিল নয়নে দ্বিজ সবুরের ফল। এ কহ দেখি পঞ্চ

হইল প্রবল॥ দ্বিজ বলে এবাটি মানস পূর্ণ করে। ইহার অধিক আর মেওয়া কোথা ধরে॥ ধর্ম্ম সাক্ষি করি দ্বিজ বলিছে তখন। পাইয়াছি বহু দুঃখ যাবত জীবন॥ এইসে সময় মোর শুন ধর্ম্মেশ্বর। দিনহীনে করি কৃপা আশা পূর্ণ কর॥ পড়িল যে সারি২ এই পঞ্চ নারী। জন্মান্তে ইহারা হবে রমণী আমারি॥ এই অভিলাষ এক অন্য নাহি সাদ। কৃপাকরি ধর্ম্মরাজ করহে প্রসাদ এতবলি পতন হইল সেই বারে। কিবা রূপ মেওয়াফল সবুরে প্রচারে॥ সবুরে হইল মেওয়া মরণ সময়। গলে রজ্জু দিলে পরে অধোগতি হয়॥ সবুর করিয়া বনে শাসিল সেজন। তথাপি সবুর করি যায় অন্য বন। সেবনে না ত্যজি প্রাণ যায় বনান্তরে। সবুর করিয়া বিপ্র কাম্যকূপ হেরে॥ এক দুই তিন চারি তথাপি সবুর। পাইয়া পঞ্চম মেওয়া ফলিল প্রচুর॥ ইহার অধিক মেওয়া আর কারে বলে। মরণ সবুর মেওয়া বিপ্রের কপালে॥ রতি যিনি পত্নী আর সপ্তদ্বীপে রাজা। অজর অমর হবে বলে মহাতেজা॥ ত্রিভুবন জিনি বিদ্যা পণ্ডিত হইবে। মদন অধিক রূপ জন্মান্তে পাইবে॥ সবুরেতে মেওয়া ফলে লোকে মাত্র বলে। তাহার বৃত্তান্ত এই শুনহ সকলে॥ সবুরেতে মেওয়া ফলে সর্ব্বলোকে ভাষে। প্রকাশ করিল শ্যাম কৌতুক বিলাসে॥

ত্রিপদী। শুনিয়া তাহার বাণীঃ হরষিত নৃপমণি বিপ্রবরে করে ধন্যবাদ। রাজা বলে তব কথাঃ শ্রবণে মনের ব্যথাঃ দূরে যায় সকল বিষাদ ॥ যাহা তব ইচ্ছা হয়ঃ সত্ত কহ রসময়ঃ দিব দান করি অঙ্গীকার। বিপ্র বলে ধন জনঃ নাহি মম প্রয়োজনঃ মরিলে সকল অন্ধকার ॥ কার নিধি অভিমানঃ কার নিধি কেবা পান আশামাত্র মরীচিকা সার। যখন পঞ্চত্ব হবেঃ এ সকল পড়ে রবেঃ সব হবে ভবে কেবাকার ॥ কোনজন বহু ধনেঃ কৃপণতা করিকনেঃ এক বট স্বার্থ নাহি ছাড়ে। নাহিকরে হীন জ্ঞানঃ মুদিলে পরে নয়নঃ স্বজন স্বধন থাকে পড়ে ॥ লক্ষমুদ্রা নিজ ঘরেঃ রাখি কেহ দুঃখে মরেঃ প্রাণাতে না করে বিতরণ। কোন জন পর ধনে প্রভুত্ব করি আনেঃ অনায়াসে দান করে ধন ॥ যার ধন তারনইঃ নেতো ধুবী মারেদইঃ শুন কই তাহার বিশেষ রাজা বলে বল বলঃ শুনিতে অতি রসালঃ কহ দেখি তাহার উদ্দেশ ॥ একথা কেমন আরঃ কহ দেখি পূর্ব্বা পর নাহি জানি কিরূপ প্রচার। রাজার বচন শুনে দ্বিজ শ্যাম হৃষ্ট মনে বিবরণ কহেন তাহর ॥

যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই।

পয়ার। আঁসান নগরে ছিল এক দ্বিজবর। অপনি রমণী মাত্র ধন বহুতর ॥ শত স্বর্ণ মুদ্রা সুদ পায় প্রতি দিনে। এক পাই নাহি খায় সঞ্চয়ে যতনে ॥ যদ্যপি

রমণী তার কিছু সুদ নয়। তাহাতে লাঞ্ছনা করে দ্বিজ মহাশয়॥ এমন কৃপণ জন ভুবনে না থাকে। অন্ন নাহি হয় প্রাতে হেরে যে তাহাকে॥ রন্ধন চাপায়ে যেবা তার নাম করে। স্মরণ মাত্রেতে তার তসলা বিদরে॥ জেলে কাচা পরিধান খান বুকড়ী অন্ন। এক কড়া মাতা পিতা সর্ব্বত্রেতে দৈন্য॥ এইরূপ কতকাল গতায়াত করে। বাতিক উর্দ্ধন রোগ ঘটে তার পরে॥ ধড় ফড় করে ধড় সদাই দাহন। কবিরাজ নাহি দেখে জানিয়া কৃপণ॥ পিপাসায় প্রাণ যায় ওষ্ঠাগত প্রায়। তহার রমণী কান্দে বলে বলে হায়২॥ পরেতে সুসিদ্ধ হেত্ত আনিয়া শর্করা। গঙ্গাজলে ভিজাইল দুঃখিত অন্তরা॥ পাত্রেতে লইয়া তাহা পতিরে যোগায়। বদনে পরশ মাত্র আড় চক্ষে চায়॥ অাখি নাড়ি তাড়াতাড়ি বলে উহুহ২। আমারে খায়ালি কেন এমুচির গু॥ আহা মরি মরে যাই তোর দুঃখ তরে। বিধবা হইলে কেবা অন্ন দিবে তোরে॥ ব্রাহ্মণী বলেন পান করহ এখন। সাত জন রাজা হয় রেখেছ যে ধন॥ জন্মাবধি সঞ্চয় করেছ মহাশয়। দেব দ্বিজ পিতৃজনে নাহি মভু ব্যয়॥ উদর পুরিয়া অন্ন কভু না খাইলে। ক্ষুধা হবে বলে দিশা নিরাশা করিলে॥ অন্তে দন্তে নাহি দিলে বল কার তরে শত কোটি মুদ্রা রাখি যাও যোমপুরে॥ অতএব কপা লেতে ভোগা ভোগ হয়। বুঝিলাম তব নহে তার যার

ব্যয়॥ এখন কি কর আর সঙ্গে কেকা যাবে। পান কর গঙ্গোদক সুগতি পাইবে॥ দ্বিজবর সেই কথা শুনিতে না পায়। কেমনে পাইলে চিনি তাহারে সুধায়। কাঙ্গালেতে কর দিয়ে কিঞ্চিৎ নিহারে। দিয়ে গালি বলে শালি মজালি আমারে॥ তবিল ভাঙ্গিয়া চিচি কিনি আনিয়াছ। একি সর্ব্বনাশ হায় কি কর্ম্ম করেছ॥ শত হস্ত মাটি তুমি করলো খনন। এক কড়া না মিলিবে শুন কদাচন॥ এক আনা চিনি কেনা ঘচিল সকল। গড়াইলে কোথা থাকে কলসের জল॥ হাসিয়া রমণী বলে তবিলের নয়। এইতো সুদের সুদ তার ব্যাজ হয় এমন কেমন করি করিল বিধাতা। জমায় খরচ শুনি দ্বিজ পায় ব্যথা॥ এইতো সুদের সুদ এক আনা হলে। আর পঞ্চ দশ দিনে এক তঙ্কা মিলে॥ হায় কি করিলি বলি করিয়ে ঝঙ্কার। ফেলিল চিনির জল বহু সুবিস্তার হাত পাচ সাত পরে ছিল কল্পতরু। পাত্রের সহিত জল ফেলে বণ গুরু॥ তথায় শিবের লিঙ্গ আবির্ভাব ছিল। গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্রে বরদ হইল॥ বর লহ বলি হর ডাকেন সত্বর। তাহার ব্রাহ্মণী পরে করিল উত্তর॥ সকল ঈশ্বর তুমি ব্যাপ্ত চরাচর। তোমার কৃপায় ধন আছয়ে বিস্তর॥ অভাব কিছুই নাই পতির কপালে। অষ্টরম্ভা ভোগ যোগে বিষম জঞ্জাল॥ এত নিধি দিয়ে বিধি হইল বঞ্চন এক টুকু চিনি মাত্র ভেদিল জীবন

অতএব যক্ষ সম থকিলে কি হবে। চিনির বলদ প্রায় বৃথা আশা ভবে॥ এই বর দেহ হর আমার বচনে। ভোগ করে যেন পতি আপনার ধনে॥ হর কন এই বর দিতে না পারিব। বরঞ্চ লহ যে বর অন্য ধন দিব॥ যার ধন সেই বিনা কেবা করে ব্যয়। যক্ষ সম রক্ষা করে কত দুরাশয়॥ দেখ পূর্ব্বে কৃপণ আছিল যত জন॥ নানা পন্থা করি ধন কৈল উপার্জ্জন। অসংখ্য রাখিয়া মুদ্রা না মরিল ব্যয়। মরণ কালেতে শুদ্ধ ভাবিল বিস্ময়॥ যক্ষের মধ্যেতে তারে করি যে গণনা। সেধন তাহার নয় ভাবে যায় জানা॥ সেই বংসে জম্মে তাহা যে করিল ব্যয়। সেধন তাহার হয় নাহিক সংশয়॥ রাখিলে কি হবে নিধি না হইলে তার। ব্যয় করি বারে পারে সাধ্য আছে কার॥ অতএব এধনের যক্ষ মাত্র তুমি। অন্য অধিকারি আছে সত্য কহি আমি॥ বিপ্র বলে সে কেমন শুনি ইতিহাস। স্বোপর্জ্জিত ধন মোর সর্ব্বত্রে প্রকাশ॥ দেব বিপ্র নাহি সেবে করেছি সঞ্চয়। কেমনে করহ আজ্ঞা মোর ধন নয়॥ হর কহে নেতো নামে রজক রমণী। এধন সকল তার আমি ভাল জানি সে যদি করুণা করে তোরে কিছু দেয়। হয় কি না হয় ভোগ তাহাতে সংশয়॥ শুনি বিপ্র পঞ্চামনে বলে ক্রোধে বাণী। স্বস্থানে প্রস্থান এবে কর শূলপাণি॥ অন্তর্দ্ধান হৈল শিব বিপ্র কোপা মন। আরোগ্য হইল মাত্র

পেয়ে দরশন ॥ ব্রাহ্মণ ভাবিছে হর ভাঙ্গেতে নিপুণ। আমার আপন ধন ভোগী অন্য জন ॥ আপন অর্জ্জিত ধনে জ্ঞাতি অংশ নাই ॥ ধোবানী কেমনে পাবে শুনিতে বালাই ॥ কেমনে ধোবানী পায় দেখিব কারণ। এত ভাবি দ্বিজবর ভাবে মনে মন ॥ দ্বিজেরে শ্রীশ্যাম বলে চিনির বাহিকা। আশা মাত্র সার তার জলে মরীচিকা ॥

সমুদ্রে দ্বিজের সকল ধন লুকায়ে রাখন
ও নেতোর প্রাপ্তি।

ত্রিপদী। শিবের শুনিয়া বাণীঃ ক্রোধে সেই গণ্ড মুনিঃ মনেং করিল বিচার। যত আছে মুদ্রাগণঃ বিক্রি করি ততক্ষণঃ হীরামতি কিনিল অপার ॥ করি জহরাৎ ময়ঃ মনেং ভয় হয়ঃ পাছে মাগী চুরি করি লয়া তাহার কারণ দ্বিজঃ আনিয়ে ভাষ্কর রাজঃ তার কাছে কহে পরিচয় ॥ আমার বচন ধরঃ প্রস্তর খনন করঃ যেন বহু ধন তাতে থাকে। আড়ে দীর্ঘে চোহসারিঃ কর দেখি কারিগরিঃ শত মুদ্রা দিবহে তোমাকে॥ শুনেসে সন্তোষ হয়েঃ করেতে কারন্দ লয়েঃ নির্ম্মাণ করিল পরিপাটী। তার মধ্যে রাখে ধনঃ যথা সর্ব্বস্ব আপনঃ সমান প্রস্তরে মুখ আঁটী ॥ নির্জ্জন সিন্ধুর জলেঃ নিশি শেষে দিল ফেলেঃ নাহি তাহা দেখে অন্যজন। আপনি তীরেতে আসিঃ হইলেন তীর্থবাসীঃ রহে করি কুটির বন্ধন ॥ ধন

শোকে দ্বিজবরঃ নাহি যায় স্থানান্তরঃ অহর্নিশ বসি
থাকে তথা। আহার নিদ্রা যথা কালেঃ সলক নাহিক
কেলেঃ শিব বাক্য করিতে অন্যথা॥ পরে শুন বিবরণ
সেই দেশের রাজনঃ বাণিজ্য কারণ করে যাত্রা। গ্রাম
বাসী নারীগণঃ আইল সুহৃত জনঃ গমনের শুনিয়া
সুবার্ত্তা॥ প্রত্যক্ষেতে জনে২ঃ কিবা সাধ কার মনেঃ
সকলে সুধান মহীপাল। যার যে কাসনা ছিলঃ আনিতে
ভূপে কহিলঃ শেষে নেতো কহিল রসাল॥ রাজা বলে
ধোপাঝীঃ তোমার বাসনা কিঃ নেতো এত শুনি বাণী
কহে যদি মোরে দয়া করঃ নয়নে প্রস্তর হেরঃ পাট আড়
দীর্ঘ সম রহে॥ দেখিবে যেখানে ভূমিঃ আনিবে কহি
যে আমিঃ এই মোর মন অভিলাষ। সেই কথা রাখি
মনেঃ চলে ভূপতি পাটনেঃ বাণিজ্য করিয়া এসে বাস।
আসিতে২ জলেঃ তরি তার নাহি চলেঃ চড়ায় লাগিল
দৈব কলে। নাম্বিয়া নাবিক গণঃ ঠেলাঠেলি কতক্ষণঃ
করে পরে সে তরণী চলে॥ ভাঁড়ি মাঁঝি জন পদে
সেইত প্রস্তর বাঁদেঃ দ্বিজ তাহা দেখে রুষ্ট মন। কি
আছে জলেতে বলেঃ জন দশ বারো মিলেঃ তুলে শিলা
অতি সুগঠন॥ ব্রাহ্মণ দেখি নয়নেঃ শিরে করাঘাত
হানেঃ রাজা কহে আনরে ত্বরিতে। নেতো ধোপানির
তরেঃ বিধি এই দিল মোরেঃ দিব তারে বসন কাচিতে
এত বলি তরি লয়েঃ চলে রায় হৃষ্ট হয়েঃ ধারে২ চলিল

ব্রাহ্মণ। যথা সে নেতো ধোপানীঃ খারে বোলে কাচে কানীঃ সেই ঘাটে যাইয়া রাজন॥ এই লহ বলি তারে প্রস্তর জলের ধারেঃ ফেলি রাজা যায় নিকেতন। যাইয়া আপন ঘাটেঃ স্বজন সহিত উঠেঃ জয়রব হইল তখন॥ ব্রাহ্মণ তথায় থাকেঃ ভাবে পড়িনু বিপাকেঃ এই সেই ধোপনী গস্তানী। কহিতে নাহিক পারেঃ রাজা দান দিল তারেঃ মরেদ্বিজ মনেতে গুমানি॥ পাট লয়ে নেতো রাঁড়িঃ কাচে তাতে ধুতি সাড়িঃ কতদিন পরে শুন রঙ্গ। খুলিল যোড়ন কলঃ আছাড় বারির বল আঁটা সাঁটা মোপাটায় ভঙ্গ॥ ঝরং ঝরে নিধিঃ নেতো বলে আজি বিধি হইয়াছে আমায় সদয়। তাড়াতাড়ি ভরি ঝুড়িঃ আর খার বোল ছাঁড়িঃ লয়ে যায় আপন আলয়। দ্বিজদেখে কোপ মনেঃ বারি বহে দুনয়নেঃ বলে বিধি একি বিড়ম্বন। ধোপানি ভাবিছে দ্বিজঃ বহুদিন করে পূজঃ এই স্থানে করিয়ে আসন। প্রকার করিয়া তারেঃ অর্থগ্রাহি করিবারে নেতো রাঁড়ি ভাবে মনে মন। বলে কিছু হীরা মতিঃ দ্বিজেরে করি ভকতি আজি আমি দিব এইক্ষণ॥ শ্রীশ্যামাচরণ ভণেঃ বৃথা যাবে অকারণেঃ নেতো রাড়ি না জান কারণ। দ্বিজের বিভব সবঃ বঞ্চিত হইয়ে শবঃ প্রায় আছে হতেছে দহন॥

নেতোর দধিভোজন।

পয়ার। এক শত গজমতি লইয়া ধোপনী। বিপ্রের

সম্মুখে রাখে করি যোড় পাণি ॥ প্রণাম করিয়া তারে হাস্যমুখে কয়। গরিবের প্রতি কৃপা কর মহাশয় ॥ জ্বালার উপরে জ্বালা কাটা ঘায় লুণ। ক্রোধে কটুভাষে বিপ্র জ্বলন্ত আগুন ॥ বলে শালি দূর২ পাপি দুরাচার পুনশ্চ কহিলে শাস্তি হইবে তোমার ॥ আর নানা কটু ভাষে করিল ভৎসন। বিশেষ না জানে নেতো ভাবে মনে মন ॥ অপমান ভয়ে রামা ফিরে ঘরে যায়। কে মনে ব্রাহ্মণে দিবে ভাবিছে উপায় ॥ ব্রাহ্মণের নামে আমি রাখিয়াছি ধন। পুনশ্চ হরিব তাহা করিয়া কে মন। ভাবিতে২ তথা গোপ এক জন। দধির পসরা মাথে দিল দরশন ॥ নেতো কহে শুন ঘোষ বচন আমার। যদি এই দ্বিজবরে দধি দিতে পার ॥ এক শত মতি দিব দধির ভিতর। রাখিয়া আইস তুমি বিপ্রের গোচর ॥ তোমার দধির মূল্য এক তঙ্কা লহ। আমার মাথার কিরে কাহারে না কহ ॥ শুনিয়া গোয়ালা দধি লইয়ে পসরা। বিপ্রের নিকট গিয়া উত্তরিল ত্বরা ॥ বলে আমি অভাজন নাহি পুণ্য লেশ। কিদিয়ে তরিব ভবে না জানি বিশেষ ॥ ব্রাহ্মণ জগত গুরু কল্প তরু ময়। কিঞ্চিৎ সুরস দধি লহ মহাশয় ॥ এত ভাবি দধিরাখি সে করে গমন। আহার করিবে বিপ্র হইয়াছে মন ॥ হেন কালে বর্গিরাজ নস্কর আইল। সম্মুখে দেখিয়া দধি তুলিয়া লইল ॥ ভয়েতে ব্রাহ্মণ কিছু বলিতেনা

পারে। মনেং আর্ত্তনাদ বিপ্রের কুমারে॥ কাপড় কাচি ছে নেতো হরষিত মনে। হেন কালে সিপাই আইল সন্নিধানে॥ কহে রেণ্ডীমেরা কাপড়া জলদী সাপ কিজ। শুনি নেতো কহে মহারাজ আবদিজ। ত্বরায় বসন পরিষ্কার করে নেতো। দেখিয়া নস্কর হয় অতি হরযিত বলে রেণ্ডী মেরাপাশ আওর কুচনাই। বলিয়া দহিঠো লিজো চলিল সিপাই॥ হইল অধিক বেলা গগনে উদয় দধিলয়ে আহার করিতে নেতো যায়॥ ঢালিতে পাথরে দধি খট মট করে। কি আছে ভিতরে বলি নয়নে নেহারে॥ পড়িল অনেক মতি শরের সহিতে। দেখিয়া ধোপানী তবে লাগিল ভাবিতে॥ ক্রমেং শতমতি পাইল যখন। নিশ্চয় আপন দধি জানিল তখন॥ ঈশ্বরে প্রশংসা করি রজকিনী বলে। কার সাধ্য কেবা পায় তুমি নাহি দিলে॥ আমি অগ্রে দিলাম যে করিয়ে ভকতি। না লইয়া রুষ্ট বিপ্র হইল মোর প্রতি॥ প্রকার করিয়া পুন দিলাম তাহারে। পুনশ্চ আইল ফিরে আপনার ঘরে॥ তবেতো এখন মোর নাহিক সংশয়। এত বলি মতি তুলি দধি অন্ন খায়॥ হাপড়ে চোপড়ে খায় গায় হরি গুণ। পুলকে পুরিল অঙ্গ পেয়ে বহুধন। তদবধি পূর্ব্বাপর ছোট বড় জন। কথায় তুলনা দেয় না জানে কারণ॥ শ্যাম কহে একথার সার অর্থ এই। যার ধন তার ধন নয় নেতো মারে দই॥

মথুরেশ ভট্টাচার্য্যের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। নপদ্বীপ গ্রামে বাসঃ নামে দ্বিজ কৃর্ত্তিবাস বিদ্যবান সদা জ্ঞানানন্দ। মুখাগ্রে সাহিত্যস্মৃতিঃ বেদান্তে পণ্ডিত অতিঃ জ্যোতির্ন্যায় শাস্ত্রে হীন দ্বন্দ্ব॥ পুরাণেতে সুপণ্ডিতঃ বুদ্ধে আঙ্গিরস জিতঃ সর্ব্ববিদ্যা সাগর সমান। একারণ নরপতিঃ দিলেন তার আখ্যাতিঃ বিদ্যানিধি সাগর আখ্যান॥ রাজার সভাপণ্ডিতঃ বিচারে ভুবন জিতঃ বচনে তোষয়ে নৃপবরে। রাজদত্ত ভুঞ্জে ভূমিঃ শত. বিঘা শূনাজমিঃ শালি শত বিঘা ভোগ করে॥ এক পুত্র পণ্ডিতেরঃ কেমন কপাল ফেরঃ অন্ধ প্রায় থাকিতে লোচন। বয়স বৎসর শোলঃ করে মাত্র গণ্ড গোলঃ নাহি করে সুসঙ্গে ভ্রমণ॥ দ্বিজ ধর্ম্মদেব সেবাঃ করিতে কহয়ে যেবাঃ গালি দিয়ে তাহারে করে থ। ডাণ্ডা গুলি সদা খেলেঃ লইয়ে ইতর ছেলেঃ লিখিতে না পারয়ে কভু ক॥ দেখিয়া তাহার তাতঃ মনে হয়ে শোকান্বিতঃ বলে হারে শুনরে অধম। কেশরির সুত হয়েঃ শৃগালের প্রায় রয়েঃ গেলি বয়ে বিদ্যাতে বিরোধ॥ এখন বলি রে আমিঃ বিদ্যা শিক্ষা কর তুমি না হইলে নাহি প্রয়োজন। আমার তনয় মূর্খঃ মরমে রহিল দুঃখঃ নাহি তোর দেখিব বদন॥ এতবলি নিজ কর্ম্মেঃ গেল দ্বিজ গৃহ ধর্ম্মেঃ ফিরে আসি না দেখি তনয় বলে কোথা মথুরেশঃ রমণী কহিল শেষঃ কুসঙ্গেতে

কপাটী খেলায় ৷৷ স্নেহেতে ব্রাহ্মণী বলেঃ আর কি হবে কহিলেঃ খেলাইতে গিয়াছে আবার। শুনি দ্বিজ ক্রোধ ভরেঃ কহিছে নারীর তরেঃ শুনহ বচন আমার৷৷ আমার মাথাটী খাওঃ যদি ধর্ম্ম পথ চাওঃ গুরুদ্বিজ দেবের রুধিরে। ভক্ষণ করিবে তুমিঃ শপথ দিলাম আমিঃ অন্ন আজি দিলেরে তাহারে৷৷ গোবধ ব্রাহ্মণ লক্ষঃ পাপি হবে দিলে ভক্ষ্যঃ সেই হেতু কহিরে তোমারে। অন্ন যদি চাহে তবেঃ ভস্ম রাশি তারে দিবেঃ এমন সন্তানে কিবা করে ৷৷ সত্য করাইয়ে পুনঃ করয়ে দ্বিজ গমনঃ যথাস্থানে আছে প্রয়োজন। ব্রাহ্মণী আসিয়া ঘরেঃ অন্তরে রোদন করেঃ কুপুত্রেতে মাতা জ্বালাতন ৷৷ দিবা হইল অবশেষঃ এথানেতে মথুরেশঃ অন্ন আশে আসিল বাসায়। অন্ন দে মা ইহা বলেঃ ঘরের ভিতরে চলেঃ ব্রাহ্মণী বিসম ভাবে দায় ৷৷ মা হয়ে সন্তানে অন্নঃ না দিলে কে দেবে অন্যঃ স্বামি আজ্ঞা তাহাতে লংঘন। তাহাতে শপথ পতিঃ দিয়াছে আমারে অতিঃ এত ভাবি হয়ে বিচক্ষণ ৷৷ উভয় বযায় রাখিঃ তাহার উপায় দেখিঃ দিল অন্ন সুদৃশ্য সুরস। নানা উপহার পরেঃ ভস্ম মুঠা রাখে ধারেঃ মনে হয়ে অত্যন্ত বিরস ৷৷ হেন নিদারুণ পতিঃ শুনি তাহার ভারতীঃ ছাইদিনু শোনার বাছায়। তনয় গণ্ডুষ করেঃ পঞ্চগ্রাস করে ধরেঃ শেষে হেরে ভস্মরাশি তায় ৷৷ হেরে জননীরে বলেঃ ছাই কেন

অন্নে দিলেঃ শুনি রামা বলে বিবরণ। পণ্ডিতের সুত হয়েঃ নীচ লোক সঙ্গে লয়েঃ সদা তুমি কররে ভ্রমণ॥ একারণ তব তাতঃ শপথ দিল নির্ঘাতঃ তাই ছাই দিলাম তোমারে। জননীর বাণী শুনে অত্যন্ত বিবেক মনেঃ উঠি সুত নমস্কার করে॥ কান্দিয়া তনয় কহেঃ এই অন্ন শিরে রহেঃ অন্নে মোর সহস্র প্রণাম। নাখাইব না ছুইবঃ এদেশে নাহিক রবঃ মাতা পিতা কার হেন বাম॥ কুপুত্র যদ্যপি হয়ঃ কুমাতা কখন নয়ঃ লোক শাস্ত্রে এই কথা কহে। সে কথা হইল বৃথাঃ এমন না দেখি কোথাঃ কার মাতা পিতা হেন রহে॥ কহিতে বিদরে বুকঃ কারে না দেখাব মুখঃ আশে গ্রাসে ছাই দিল মায়। এত ভাবি জননীরেঃ তখনি প্রণাম করেঃ বিবেকেতে বনে চলে যায়॥ শ্রীশ্যাম কহেন সত্যঃ বিবেক বিরহে তত্তঃ বস্তু নাহি কোন জন পায়। যথায় বিবেক বর্ত্তেঃ সেই নর ধন্য মর্ত্ত্যেঃ নমস্কার কোটি তার পায়॥

মথুরেশের প্রবাস গমন ও জম্ভদ মুনির সহিত মিলন।

পয়ার। মনেং বিবেক বাসনা করি সুত। নিজদেশ ছাড়াইয়া যাইল ত্বরিত॥ একবস্ত্র পরিধান দ্বিতীয় রহিত। সরোবর নীরে তার আহার বিহিত॥ পত্র ফল ফুল আদি যখন যা মিলে। জীবন ধারণ হেতু ভক্ষে

অকৌশলে॥ চলিল নিবিড় বন নাহি তার ত্রাস। নি
শ্চয় ত্যজিবে প্রাণ জীবনে নিরাশ॥ অতিব কানন
মধ্যে ক্রমে২ যায়। কেবল অরণ্য তথা দেখে ভয় পায়।
বনচর নিরন্তর করে উচ্চ রব। শুনিয়া দ্বিজের সুত
স্মরয়ে মাধব॥ অস্থি চর্ম্ম অবশেষ নাহি দেহে বল।
চলিতে চরণ পথে হইল অচল॥ ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে
ক্ষণে ধরাতলে। শয়ন করিয়া কান্দে ক্ষুধা দুঃখানলে।
এই মত গত হয় এক সম্বৎসর। প্রভাসে উত্তরে পরে
শীর্ণ কলেবর॥ দেখে তথা এক খানি আছয়ে কুটীর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ স্থান মুনির মন্দির॥ আস্ত পত্রের চাল
আর খুটী ভেরেণ্ডার। লতা রজ্জু দিয়ে বান্ধা নহে সুবি
স্তার॥ শূন্যঘর দ্বিজবর দেখিয়া তখন। অচল হইয়া
তথা করিল শয়ন॥ হেনকালে অস্তগিরি গেল দিবাকর
আসিল কুটীরে পরে সেই মুনিবর॥ নর দেখি মুনি
কহে তুমি কোন জন। সত্য বাক্য কহ মোরে না কর
ভণ্ডন॥ মিথ্যা বাক্যা যদি কহ করে প্রতারণ। তবেত
করিব ভস্ম দেখিবে তখন॥ শুনি মৃদু২ বাণী কহে মথু
রেশ। অদ্য অন্ত সমুদয় করিয়া বিশেষ। জননীর হেন
কর্ম্ম শুনি মুনিবর। কৃপাদৃষ্টে চাহিলেন তাহার উপর
মা কান্দ২ বিপ্র কহে বারেবার। তোমার সকল দুঃখ
করিব সংহার॥ যে বিদ্যা যে ধনে তব আছে অভিলাষ
অবশ্য তোমার আমি পূরাইব আশ॥ শ্রীশ্যাম

তাহারে বল্লে কি ভাবনা আর। সদ্গুরু পাইলে এবে ভবে হবে পার॥

মথুরেশের মন্ত্র সিদ্ধি ও নবদ্বীপ যাত্রা।

পয়ার। মুনি কহে এক কথা সুধাই এখন। দীক্ষা শিক্ষা হইয়াছে কি আছ বঞ্চন॥ মথুরেশ বলে প্রভু কিছুইনা জানি। আমার সমান আর না আছে অজ্ঞানি শুনি তুষ্ট মুনিরাজ বলে ভাল বটে। স্নান করি আইস দ্রুত আমার নিকটে॥ আজি তবে সংস্কার করিব তোমার। শুনি স্নান করি পুন আইল কুমার। এখানেতে কল্পতরু হয়ে ঋষি রয়। দিবে যে অমূল্য ধন যাহা ভাগ্যে হয়॥ বাহ্য কার্য্য শূন্য হয় জ্ঞানেতে বিভোর। হেন কালে মথুরেশ আসিল গোচর॥ স্বস্তি বলি নিজ মন্ত্র তারে করে দান। পুন হায়২ করে পেয়ে বাহ্য জ্ঞান কুমার কহিছে কেন হইল বিষাদ। ঋষি বলে আজি মম ঘটিল প্রমাদ॥ সকল দৈবের বশ কি দোষ কাহার। নিশ্চয় হইবে মৃত্যু আজিরে আমার॥ মথুরেশ সবিশেষ না জানি কারণ। যেই মহামন্ত্রে দীক্ষা মুনির নন্দন॥ সেইতো স্ববীজ মন্ত্র দিল দ্বিজ সুতে। কত পরিশ্রম কৈল চেতন করিতে॥ বনে বসি রাশি২ মন্ত্র জপ করি। শতং২ পুরশ্চর্য্যা তাহাতে প্রচারি॥ আপনার মন্ত্র পরে করিলে প্রদান। কখন নাহিক রয় সাধকের প্রাণ॥ দিয়া বীজ মন্ত্র তেজোহীন হইল মুনি। প্রাকাশ

হইলে তাহা নাহিঁ রহে প্রাণি॥ দুঃখানলে রজনীতে মুনি নিদ্রা যায়। কালি কালশর্প রূপে দংশিল তাহায় বিষের বিষম জ্বালা ত্যজে মুনি প্রাণ। বিপরিত দেখি সুত হত হয় জ্ঞান॥ বলে চিরদিন দুঃখে ভ্রমি বনেবন দৈবেতে সদগুরু যদি হইলে মিলন॥ অভাগার কর্ম্ম দোষে সেহ নারহিল। আমার জীবনে আর নাহি কোন ফল॥ দরিদ্র বৈকুণ্ঠে গেলে তথায় অসুখ। আর কারে না দেখাব আমার এমুখ॥ ভেবেছিনু বড় আশা হইল নির্ম্মূল। হেলে নে যায় হাল বিধির হাতে তুল॥ ভাঙ্গার কপাল ভাঙ্গে এমনি প্রাক্তনি। গোঁড়ার চরণ খালে পড়ে ভাল জানি॥ এইরূপ কত শত খেদ করে নানা। বলে নিদারুন বিধি মোরে দিল হানা॥ আইলাম ভব হাটে ঘাটে বান্ধা তরি। ব্যাপার করিল মনে বড় আশা করি॥ আচম্বিতে সর্ব্বনাশ কূলে তরিডুবে। পবন২ ভক্ষ্য নিদারুন ভবে॥ সকল কয়মেকরে কপালে বিফল। অরণ্যে ক্রিন্দন বৃথা নাহি কোন ফল॥ যা হউক গতিকরি আত্মষ্ট্যাচরণ। অগতি হইলে হয় অধতে পতন॥ কিন্তু ভাবি রোগের ঔষধ বিনা গতি। অক র্ত্তব্য হয় ইহা পিতার ভারতী॥ অতএব সংপ্রতি করিব প্রতিকার। এরোগের মহৌষধ কি করি বিচার। রোগ যোগ্য মহৌষধি কিবা মন্ত্র আর। কিছুই নাহিক জানি আমি দুরাচার॥ দেখজ গুরুর মন্ত্র যাহা কৈল দান।

ইহা বিনা আর কিছু নাজানি সন্ধান।। এত ভাবি সেই মন্ত্র গুরুর চরণ। মনেং তিনবার করিয়ে স্মরণ।। আপদ মস্তকাবধি ফুক দিয়ে সুত। অন্তরে বিরস নেত্রে অশ্রু জল যুত।। আচম্বিতে উঠে বৈসে মুনি মহাশয়। সাধু পুত্র ধ্বনি বলি ক্রোরে তারে লয় ।। কহিল সন্তুষ্ট আমি হয়েছি তোমায়। আর এক মন্ত্র শিক্ষা কররে তনয়।। বুঝিয়া কুমার বলে কি কহিলে গুরু। কিফল বিফল বল যথা কল্পতরু।। অবোধের প্রায় নাথ কেন গো ভুলাও। নয়নে দেখায়ে পুনঃ শুনাইতে চাও। যেধন দিয়াছ প্রভু করিয়ে করুণা শিবত্ব পাইলে তায় নাহিক বাসনা। আভাসে বুঝিল মুনি পাইয়াছে তত্ত্ব।। সক রুণে তার প্রতি কহে অত্মা বত্ম ।।যাও বাছা যথা ইচ্ছা হইলে সুসিদ্ধ। ইন্দ্রাদি দেবতগণ করিবে আরাধ্য।। গুরু শিষ্যে নাহি পাট আনন্দের হাটে। হৃদয়ে ও পদ রাখি প্রণমিয়া উঠে। মনে কৃপা রেখ গুরু তুমি পরাৎ পর।। স্মরিবে আমারে যবে আসিব গোচর।। এতবলি মনের সন্তোষে দ্বিজচলো বিমানে গমন অশ্বপবন প্রবলে ছয় দণ্ডে নবদ্বীপে আসি উপনীত। দেখিতে জনম স্থান হইল বাঞ্ছিত।। শ্রীশ্যান কহেন পরে নামিয়া তথায়। সন্ন্যাসির বেশে মথুরেশ চলে যায়।।

রাজার কালিকা পূজন ও প্রতিমা প্রত্যক্ষ।

ত্রিপদী। আপনার জন্ম স্থানঃ করি তাহে দৃষ্টি

দানঃ চলে যায় সন্ন্যাসির বেশে। পথে চলে মথুরেশ জটা জুটে লম্ব কেশঃ অঙ্গে ছাই কৃত্তি কটি দেশে ॥ গলায় রুদ্রাক্ষ মালঃ করেতে ত্রিশুল ভালঃ খঞ্জন লোচন ঢুলং। হুতাশন সম প্রভাঃ রজনী রঞ্জক শোভাঃ আসি রাজ পাটে প্রবেশিল ॥ সুখ রাত্রি শ্যামা পূজাঃ সেই দিন রাত্রে রাজাঃ করিছেন লয়ে পুরোহিত। প্রতিমা স্বরূপ করেঃ আবাহন করি পরেঃ নানা উপহারেতে পূজিত ॥ সেই কালেতে সন্ন্যাসীঃ গাত্রে তার ভস্মরাশি আসি তথা আসন করিল। পাতিয়া ব্যাঘ্রের ছালঃ সম্মুখে বসিল ভালঃ চতুর্দ্দিগ প্রকাশ হইল ॥ সন্ন্যাসীর রূপ হেরিঃ সবে বলে মরিং কি মাধুরি এনহে যে নর ॥ ছলিতে রাজার মনঃ হেন করি অনুমানঃ বিধি বিষ্ণু কি আইল হর। রাজা মুগ্ধ রূপ দেখিঃ পালটে নাহিক আঁখিঃ বলে একি তেজস্বী সন্ন্যাসী। বয়স কিশোর অতিঃ শশি রাশি সম জ্যোতিঃ বসিয়াছে তিমির বিনাশি ॥ মহা ভক্তি করি রায়ঃ সম্মুখে তারে বসায় কালীর পূজন দেখে যোগি। নানা বিধ উপহারেঃ পূজা করে কালিকারেঃ শেষেতে উদ্যোগী বলি লাগি ॥ ধরিয়া মহিষ বলেঃ হাড়িকাটে দেয় ফেলেঃ প্রাণ ভয়ে সে করে চিৎকার। মথুরেশ ক্রোধানলেঃ তখনি উঠিয়া বলেঃ রাজা যায় সংহতি তাহার ॥ নৃপতি কহেন কেন প্রভু করিছ গমনঃ রোষে ঋষি বলিল তখন। হইয়ে

সুবোধ স্বায়ঃ হইলে অবোধ প্রায়ঃ জীব হিংসা কর কি
কারণ॥ কোন স্থানে কিছু নাইঃ কেবল দেখিতে পাই
জীবগণ নাশ অগণন। তোমাতে যে জন আছেঃ সেই
নিধি পশু কাছেঃ কর্ম্মহেতু জনম ধারণ॥ সুকর্ম্ম যেজন
করেঃ শুভ জন্ম প্রাপ্তি তারেঃ পশু জন্ম পাপের কারণ।
কিন্তু এক আত্মা হয়ঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ঃ সর্ব্বভূতে আছে
সে জীবন॥ মায়া বশে ভ্রমে জীবঃ ত্রিভুবন ময় শিব
অহংকার ত্যজহ রাজান। রাজা বলে মহাশয়ঃ তবে
বেদ ব্যর্থ হয়ঃ এই শুন বেদের বচন॥ যজ্ঞার্থে পশবঃ
সৃষ্টাঃ ইত্যাদি বেদের নিষ্ঠাঃ শুনি যোগিবর কহে বাণী
যদি যজ্ঞ পুর্ণ হয়ঃ তবে তাহে পাপ নয়ঃ না হইলে নরক
নিশানি॥ প্রতিমায় আসি তবঃ যদি থাকে আবির্ভাব
সেইতো কালিকা সর্ব্বেশ্বরী। তবেতো সকল পুণ্য
নহিলে কে করে মান্যঃ মৃত্তিকার প্রতিমূর্ত্তি ধরি॥
প্রত্যক্ষ দেখাও মোরেঃ রণস্থলে যে প্রকারেঃ দুলেছি
লেন হেরিব সে রূপ। কিম্বা স্থানান্তর যাবেঃ কটাক্ষে
অপাঙ্গে চাবেঃ না হইলে কেবল বিদ্রূপ॥ শুনি কুল
পুরোহিতঃ সেই সে তাহার প্রীতঃ ক্রোধিত হইয়া তারে
কয়। এই মন্ত্রে ভূত শুদ্ধিঃ করিয়াছি কিবা ঋদ্ধিঃ এই
মন্ত্রে আসন শোধয়॥ অঙ্গন্যাস করন্যাস এই মন্ত্রে
জীবন্যাসঃ এই মন্ত্রে মুদ্রা বিরচন। এই যে পটল কথা
প্রকাকরি যথা প্রথাঃ বেদে শেষ করি নিরুপন॥ অঙ্গ

ভঙ্গ কোন স্থানেঃ কহ মম বিদ্যমানেঃ যোগী বলে কর বর্ত্তমান। দেখেছে নয়নে যেইঃ বচনে বিশ্বাস সেই কদাচ না করয়ে সুজ্ঞান॥ শুনি ক্রোধে বলে তারে তুমি পারো দেখাবারেঃ যোগী বলে ইহা কোন ভার। এত বলি পূজা স্থানঃ গঙ্গাজলে প্রক্ষালনঃ করে বারি দিয়া শত ভার॥ ছিল যত উপহারঃ না লইয়ে কিছু তারঃ সকল সামগ্রী পুন লয়ে। মনের মানস মতে পূজা করি এক চিতেঃ পরে কহে উঠিয়া দাণ্ডায়ে॥ হের নরপতি বলেঃ যে রূপ রণের স্থলেঃ দুলে ছিলেন দেখহে স্বচক্ষে। দেখাও জননী বলেঃ ততক্ষনে হেলে দুলেঃ প্রতিমায় হইয়ে প্রত্যক্ষে॥ পুরোহিত দ্বিজ মান রাখিতে যতন পানঃ বলে ইহা নাহয় প্রত্যয়। চালন মন্ত্রের গুণেঃ বুঝি দুলাইতে জানেঃ শুনি ক্রোধে দিগাম্বর কয়॥ হয়ে যোগী হুতশেনঃ বলে তবে এতক্ষণ পণ্ডশ্রম হইল আমার। এতবলি কোশা লয়েঃ কালির সম্মুখে গিয়েঃ কহে যোগী করি হুহুঙ্কার॥ দেখ২ ছারে খারেঃ পাঠালি পৃথিবীশ্বরেঃ আর নাহি মঙ্গল হইবে। হইা বলি ক্রোধাবেশেঃ প্রতিমার কক্ষদেশেঃ কোশার আঘাত করে তবে॥ দর২ বহে ধারাঃ দেখিয়া কম্পিত তারাঃ যোগী বলে ধর রক্ত সবে। ভূতলে পড়ে যদি রাজ্য যাবে অদ্যাবধিঃ বিধি বাম আজি সে জানিবে॥ শুনে তাম্রকুণ্ড লয়েঃ রুধির ধরিছে ভয়েঃ ছাপাইয়া ভক্ত

লে পড়িল। হাহাকার করি রায়ঃ ধরিয়া তাহার পায় সকরুণে কান্দিতে লাগিল ॥ দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণঃ দেখিয়া তার রোদনঃ প্রবোধ বচনে ভূপে কয়ঃ। না করো রাজা ক্রন্দোনঃ বিধির যাহা লিখনঃ দৈব দোষে অবশ্য তা হয় ॥

রাজার খেদ ও সন্ন্যাসীকে স্তব।

লঘুত্রিপদী। সন্ন্যাসীর পদ ধরি বহু খেদ করিয়ে কান্দয়ে রাজা। বলে প্রভু তুমি সর্ব্বান্তর যামি তপন সদৃশ তেজা ॥ সকল বিজ্ঞান আছে তব স্থান বলহে কি দোশ মম। তোমাতে বিশ্বাস আমার নির্য্যাস পুরোহিত সে অধম ॥ না করে বিশ্বাস মোর সর্ব্বনাশ করিল পাপিষ্ঠ মূঢ়। পরের দোষেতে কি এই দৈবেতে ঘটিল যন্ত্রনা দৃঢ় ॥ যেমন রাবণ করিল হরণ শ্রীরামচন্দ্রেরনারী। দেখ তার দোষে বন্ধ হয় রোষে লবণ জলাধাকারী ॥ কহি যে স্বরূপ আমারে সে রূপ ঘটিল একেক দিনে। না দেখি উপায় ধরি তুয়া পায় কৃপাকর দীন হীনে ॥ ষড়ৈশ্বর্য্য যুত তুমিহে শাশ্বত সিদ্ধি সিদ্ধে ভেদ কিবে। শরণ তোমার লয়েছি এবার তুমি গুরু সার ভবে ॥ সাযুজ্য পদবী তুমি জল ভুবি অনল অনিল ময়। তুমি ব্যোম তম সত্য পরাক্রম স্থাবর জঙ্গম চয় তুমি ক্ষমাদম অতুল বিক্রম মেধা ধৃতি কীর্ত্তি তুমি বাক্য বিদ্যা আদি অনন্ত অনাদি তুমি সর্ব্বান্তর যামিঃ

তব পদদ্বয় চিদানন্দ ময় মায়া হীন তব বপু। নাহি তব ভ্রান্তি তুমি শান্ত শান্তি কান্তি যে ইন্দ্রিয় রিপু॥ তুমি সনাতন ব্যাপ্ত ত্রিভুবন ইচ্ছাময় ইচ্ছাকায়া। দেবতা গন্ধর্ব্ব তব অংশ সর্ব্ব তুমি নাথ বিদ্যা মায়া॥ সদা বর্ত্তমান করি অনুমান জগত তোর ছায়া। পুরুষ প্রকৃতি গতি মতি জ্যোতি ভূতগণ তব জায়া॥ তুমি স্থূল সূক্ষ্ম চতুর্ব্বিধ মোক্ষ রক্ষ২ সজ্জনে। জীবনের জীব বেদের প্রনব সমুদয় সর্ব্বজনে॥ তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা বিধির বিধাতা পরমাত্মা রূপ বিভু। তুমি যজ্ঞ ফল মঙ্গলা মঙ্গল দৈববল তুমি প্রভু॥ অনন্ত ভুবন তোমার আসন তুমি মন প্রাণ জীবে। গুণের আকার তুমি গুণ হর নিরাকার রূপ ভবে॥ তুমি বিশ্বকর্ম্ম শর্ম্ম ব্রহ্ম ধর্ম্ম মর্ম্ম তব কেবা পায়। তুংহি হিতাহিত সকল অতিত তোমাতে সর্ব্ব বর্ত্তায়॥ প্রবৃর্ত্তি নিবৃর্ত্তি তুমি শুভ কীর্ত্তি কালাকাল তুমি প্রভু। নির্ম্মদাহঙ্কার তুমি মুলাধার শক্তি মুক্তি উক্তি কভু॥ তুমি নিত্যা নন্দ সদা হীন দ্বন্দ্ব চৈতন্য সকল দেহে। আদিত্য আ কার অন্য নাহি আর শ্রুতি স্মৃতি এই কহে॥ জ্ঞান তত্ত্ব ময় তুমিহে বিস্ময় মোহ মায়া রূপে ভবে। তুমি হে নিষ্কাম আর নানা কাম আত্মা রাম সর্ব্ব জীবে॥ ভাল আর মন্দ তুমি হে নিবন্ধ কাল কর্ম্ম পরমায়ু। হর্ষ নিত্য সুখ রোগ ভোগ দুঃখ তুমিতো অখিল বায়ু

তুমি বীজ তরু শাখা পত্র চারু তুমি গুরু তার ফল। তুমি ফল ভোক্তা প্রয়োগের পক্তা তুমি নাথ এসকল॥ তব মায়া জীবে কেমনে জানিবে মনন অতিত তুমি। অন্তরে অন্তর বেদে অগোচর ভয়ে কহে সর্ব্বগামি॥ অতি সূক্ষ্ম মনে দেখে বিজ্ঞ জনে অদূর অন্তর নয়। অতিশয় দূরে মূঢ় নরে হেরে তুমিতো স্বরূপ ময়॥ তোমার মহিমা নাহি হয় সীমা সারদা না পান পার॥ দেবতা কিন্নরে নাহি জানে নরে আমি নরাধম নর ছার॥ বচনের পার মহিমা তোমার কিসাধ্য আমার কহি। দিয়ে পদ ছায়া নিজগুণে দয়া কর প্রভু চাহি এই॥ তুমি কালকালী স্তবে তব গালি ক্ষরাক্ষর আবির্ভূত। ঘটে পটে মান্য সে সকল জন্য গীতায় আছে প্রতীত। মনুষ্য সর্ব্বশ কহে হৃষীকেশ সেমানুষ নাথ তুমি। করে কৃপাদান কর পরিত্রান কি আর কহিব আমি॥ এতেক স্তবন শুনিয়া তখন তুষ্ট হইল মথুরেশ। বলে ভয় ত্যজ, ওহে মহারাজ দূরহবে ভব ক্লেশ॥ শ্রীশ্যামাচরণ হয়ে হৃষ্ট মন পূর্ব্ব বিবরণ কহে। শুনিয়া রাজন পায় দিব্য জ্ঞান মোহ হীন হয় দেহে॥

পত্রাবলির উপক্রম।

পয়ার। স্তব শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দিগম্বর। সুজ্ঞান পাইবে তুমি দিলাম এ বর॥ সর্ব্বনাশ হইয়াছে প্রথমে তোমার। যখন কহিল আবির্ভাব নহে যার॥ আর

রক্ষা নাই রাজা রাজ্য হবে নষ্ট। ধন মান যাবে প্রাণ পাবে বহু কষ্ট॥ আমার অসাধ্য তাহা বিধির লিখন শ্রীঅঙ্গে রুধির ধারা হয়েছে পতন॥ ভয় পেয়ে নরপতি কহে দয়াময়। কি গতি হইবে মম কহ মহাশয়॥ নিতান্ত নরকে যাব কিবা পাব ত্রাণ। কহিয়া শীতল কর উত্তাপিত প্রাণ॥ মথুরেশ বলে যুক্তি ভাল মহী পাল। উত্তম কহিলে দেখি তব পরকাল॥ তবে পত্রা বলী মোরে করিবারে হয়। নয়নে না হেরে কোথা কে করে প্রত্যয়॥ আদ্য অন্ত সবৃতান্ত সব জানা যাবে। যার যে মানস ফল সাক্ষাতে পাইবে॥ একথা শুনিয়া ভূপ মন্ত্রিপানে চায়। বেদমত উপহার তখনি যোগায়॥ যেই রূপ পুর্ব্বের যে আছিল লিখন। অঙ্গ ভঙ্গ নাহি করে সকলি মিলন॥ পরে যোগাসনে বসি দ্বিজ মথু রেশ। ধ্যানে পত্রপাঁক্তি করে জানিতে বিশেষ॥ দ্বিজ শ্যাম যোগীবরে করে নিবেদন। শাঁপে ভ্রষ্ট অতঃপর হইল রাজন॥

পত্রাবলী ও রাজার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।

ত্রিপদী। রাজার আদেশ পায় শত২ ভৃত্য যায় পত্রাবলী করে আয়োজন। প্রথমেতে যোগীবর পূজা করে লম্বোদর হয়ে অতি সচকিত মন॥ গ্রহনাশ আশাকরে পূজিলেন গ্রহেশ্বরে বসুগণে তোষে ভক্তি ভাবে। পরশু প্রভৃতি বাণ সংসুধি পাইল জ্ঞান অঙ্গ

ভঙ্গ সুসঙ্গে প্রভাবে ॥ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণে রাখি যথা যজ্ঞস্থানে শেষে চক্রগণে ভেদ করে। পিণ্ড করি অবা হন পদ সহ সংমিলন সুধা ধারা সেঞ্চি তার পরে ॥ সদা নিষ্ঠা মন করে গুরুর পদ অন্তরে বিষাদেতে ভাবিছে ভূপতি। একে রাজা শুদ্ধাবান তাহে মোহে কম্প মান ভয় যথা তথায় ভকতি ॥ বিপদে বিষম আর যে পড়ে অত্যন্ত তার দেবতার প্রতি ভক্তি হয়। রাজা ধ্যায়ে এক মনে সেই কালে যোগাশনে যোগীবর বসি হাসি কয় ॥ কিজ্ঞানিতে ইচ্ছাচিতে বল রাজা প্রথমেতে সত্যবাক্য মম প্রতি কহ। রাজা বলে মহাশয় ঘুচাও মম সংশয় দীনজনে করি অনুগ্রহ ॥ আজন্ম অবধি আমি নহী কুসঙ্গ কুগামী চিরকাল পূজি কালি কালে। দেখে মোর প্রতিবাসী কিবা গৃহি কি উদাসী ঘরে২ পূজে শ্যামা মারে ॥ যার নাহি ধন কড়ী হইতে আমার বাড়ী উপহার তাহারে যোগায়। অন্য দেব নাহি জানি বিনে সে ভব ভবানী তেকারণ জিজ্ঞাসি তোমায় ॥ এই লেখে পত্রাক্ষরে জ্ঞাত কি অজ্ঞাত মোরে জগত জননী সর্ব্বেশ্বরি। যোগী করয়ে প্রত্যক্ষ তাহাতে হইল লক্ষ তুমি কিট গণনায় ধরি ॥ শুনি রাজা সেই বাণী আনন্দে উঠি আপনি প্রেমাবেশে সদা নৃত্য করে। আমি কিট মধ্যে হই জানেন তা ব্রহ্মময়ী মনে আর সেহ ডরে মোরে ॥ কহ দেখি গুণমনি আমার

পূর্ব্বকাহিনীঃ আছিলাম আমি কোন জন। কিম্বা পাপে কোথা স্থানঃ কবে হবে পরিত্রাণঃ কহ কৃপা করি বিলোকন॥ কহিল সে সব বোলঃ পূর্ব্ব উক্ত যে সকল ব্রহ্মার শাপের বিবরণ। নিজ পুরবাচ আখ্যাঃ ভূপতি পাইল দিক্ষাঃ কিন্তু মোহে আছে বিস্মরণ॥ দেখিয়া তাহার মুখঃ নাহি সহি পর দুঃখঃ মথুরেশ অঙ্গস্পর্শে তার। হৃদয়েতে কর দেয় রাজা দিব্য জ্ঞান পায়ঃ নিজ স্থান দেখিল প্রচার॥ বলে রাজা সত্যগুরুঃ বাঞ্ছারূপ কল্পতরুঃ আসিয়াছ তারিতে আমারে। একি ঘোর পরমাদঃ রাজার ঘুচে বিবাদঃ সে সাধ বিষাদ রাজ্য ভারে॥ জন্যরূপ বিন্দু মায়াঃ স্বরূপ তাহার ছায়াঃ বিম্ব বারি বাসনা বিশেষ। জ্ঞান দিয়ে নৃপবরেঃ যোগীবর স্থানান্তরেঃ চলে রাজা দেখিয়ে তখন। রাজা বলে কোথাকারেঃ ত্যজেয়ে যাহ আমারেঃ দয়া নাহি দেখে দীনজন॥ যদবধি স্বর্গবাসঃ নাহি যায় তব দাসঃ তদ বধি গুরু তুমি রহ। আপনি যাইলে পরেঃ বল যাব কি প্রকারেঃ নিজ গুণে সঙ্গে করি লহ॥ ছার রাজ্য মর্ত্য লোকঃ কেবল বিকার শোকঃ ব্রহ্ম লোক কিহেল আমার পিতা মাতা পরিজনঃ হইল অনেক দিনঃ দেখি নাই আছে কি প্রকার॥ যোগী বলে ইহা ভব কহা অতি অসম্ভব এই দেহে যাবে স্বর্গবাস। লইয়া নরের বপু কেমনে যইবে বাপু কহ দেখি এ কেমন আশ॥ দেখি

লে তোমার জন তোমাকে হবে বর্জ্জন স্থূলদেহ মোহ সদা তাহে। ছিছি ঘৃণা নাহি হয় কায় রক্ত শুক্রময় মল মূত্র পূর্ণ রহে যাহে॥ দেবের অস্পৃশ্য যাহা ব্রহ্ম পুরে লয়ে তাহা যাইতে বাসনা কর চিত্তে। একি ভ্রান্তি ব্রহ্ম দূত এখন আছে বিস্মৃত জানন ত্রিভূত দেব ক্ষেত্রে॥ রাজা বলে কহ তুমি কিকর্ম্ম করিব আমি যোগী বলে ত্যজ কলেবর। পুত্রে দিয়া রাজ্য দান আপনি কর প্রস্থান ব্রহ্মলোকে চল নৃপবর॥ এত বলি মথুরেশ কৃপা দৃষ্টে চাহে শেষ রাজা ত্যজে দেহ অভিমান কৃপাকরিয়ে সন্ন্যাসী তার কর্ম্ম ফাঁশ নাশি তিন দিন রহে সেই স্থান॥ ফুলের মুখটী খ্যাতি স্বভাবে প্রধান অতি রাম নারায়ন দ্বিজ নাম। তাহার অঙ্গজাঙ্গজ রচিল শ্রীশ্যাম দ্বিজ কৌতুক বিলাস পরিণাম॥

কৃত্তিবাস বিদ্যাসাগরের নাইকা সাধন ও
মথুরেশের পরিচয়॥

ত্রিপদী। রাজা জ্ঞানবান হয়ঃ সন্ন্যাসির সহ রয়ঃ পুরোহিতে আসিতে বারণ। বলে অবিশ্বাসী জনঃ নাহি মম প্রয়োজনঃ সর্ব্বনাশ করিল সে জন॥ কোতয়াল তোরে বলিঃ তারে দিবে নর বলিঃ যদি বেটা আইসে এস্থানে। প্রান ভয়ে দ্বিজবরঃ হয়ে থাকে অগোচরঃ বিষাদিত সদা অপমানে॥ বলে প্রাণ রাখা আরঃ উচিত নহে আমারঃ যোগী বলে ত্যজিব জীবন। এই বেটা

কোন জনঃ জানিতে নারি কারণঃ অভাগার হইল শমন আমিতো নাইকা সেবিঃ ভুবন বিজয়ী কবিঃ এই ভূমি নখেতে দর্পণ। দিয়াছে আমারে বরঃ জিনিবে সকল নরঃ বাদী না রহিবে কোন জন।। সে কথা অন্যথা হয় এখন নহিল ক্ষয়ঃ ভণ্ড যোগী কিসের কারণ। জানিতে যাহার তত্তঃ চিত্তে করি শুদ্ধ সত্বঃ নায়িকার করিল সাধন।। বারেং জপে নামঃ সিদ্ধ হেতু তার কামঃ নায়িকার হইল গমণ। দিখি তারে স্তুতি করেঃ কহে পারে মৃদুস্বরেঃ দ্বিজবর করিয়া রোদন।। সকলি জান গো তুমিঃকি আর কহিব আমিঃ মিথ্যা হৈল তোমার বচন কৃপা করি বর দিলেঃ ভব শত্রু ভূমণ্ডলেঃ না রহিবে শুনরে নন্দন।। সে কথা দূরেতে গেলঃ কাল প্রায় শত্রু এলোঃ যোগীবেশে আমার শমন।। কিবা বিদ্যা কি বিচারেঃ গুণসে নির্গুণ করেঃ অপমানে পরাণে বিষাদ শুনিয়া নায়িকা বলে পাগলের প্রায় হলে কার সঙ্গে করিয়াছ বাদ।। আমরা কিঙ্করী যার সেহ দাসীতো যাহার সেধনী উঁহার পাদ সেবে। সদা আমাদের মন আকাংক্ষা করি দর্শন তুমি ছার তার কি করিবে।। রাজার কতেক পুণ্য সংখ্যায় না হয় গণ্য দরশন পায় সেই ফলে। সে পাদ হৃদয়ে ধরি শব রূপ ত্রিপুরারি সে পাদ পায়েছে দৈব বলে।। তুমি কিবা কীট তায় ব্রহ্মা নহে গণনায় হেন জন সেই মহাশয়। আমার

প্রণাম তাঁরে সব সে জানিতে পারে যার মন যেই মত হয়॥ তুমি গুরু অন্তর্যামী কিছুই না জানি আমি অপ রাধ না লবে আমার। শুনি দ্বিজ ত্রাস পায় ধরি নায়ি কার পায় কহিতে লাগিল আরবার॥ কহ যোগী কার সুত কোথায় পূর্ব্ব বসত সুসিদ্ধি হইল কি প্রাকারে। দ্বিজ শ্রীশ্যামাচরণ কহে পূর্ব্ব বিবরণ শুনি বিপ্র ভাষে অশ্রুনীরে॥

রাজার কল্পতরু হওন ও পুত্রকে রজ্যদান॥

পয়ার। হইলেন জীব মুক্ত রাজা মহাশয়। তিলেক রহিতে ইচ্ছা ভূতলে নাহয়॥ মনে২ ভাবিলেন বহুপুত্র গাম। সবারে বিভাগ রাজ্য দিলে পর সম॥ তবেত না রবে হবে শীঘ্র সর্ব্বনাশ। একত্রে রহিলে অল্প বাহুল্য প্রকাশ॥ পূর্ণ কুম্ভ বারি পঞ্চ ঝারি নৈলে তার। শূন্য কুম্ভ রহে হবে তেমন ভাণ্ডার॥ এত বলি মন্ত্রণা করিল বিচক্ষণ। এক পুত্রে রাজ্য দিব যে আছে সুজন॥ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ স্নেহ জ্যেষ্ঠ প্রতি। গোপনে তাহার স্থানে কহেন ভূপতি॥ কালি প্রাতে হব বাঞ্ছা কল্প তরু আমি। সেই কালে রাজ্য দান মাগি লবে তুমি॥ অন্য২ জনে দিব যে যাহা চাহিবে। তোমারে কহিনু যাহা ভুলি তাহা লবে॥ পরে আয়োজন শুনে রজনী বঞ্চন। প্রাতঃকালে কল্পতরু হইল রাজন॥ আসিতে বারণ পুরে কেহ না আসিবে। প্রাণ যদি চাহে দুষ্টে

তাহা দিতে হবে।। বাটীর ভিতর ছিল যত পরিজন। অন্য২ জন গণ আসিতে বারণ।। জমাদ্দার ভৈরব সিং ভৈরব আকার। কার সাধ্য হয় তার কাছে আগুসার।। যোগী গুরু পাত্র মিত্রআর কয় জন। লইয়ে সংকল্প করে বসেছে রাজন।। কুশ করে কলপতরু চারি ফল ধরে। নারীগণ শুনি আইসে রাজার গোচরে।। রাজার কুমার আর কুটম্বের গণ। যার যে বসনা ছিল দিলেন রাজন।। যে জন কহিল চাহি আমি এই ধন। অকপটে রাজা তারে করে বিতরণ।। সকলের সব সাধ পূরাইলে পরে। শিব চন্দ্র রায় যায় রাজার গোচরে।। যইয়া প্রণাম করে জনকের পায়। বর চাহ বলে রাজা হাঁ মুখে চায়।। কুমার কহিল পিতা কিবা দিবে আর। মম অভিলাষ দেহ রাজ্য সুবিস্তার।। ছত্র দণ্ড আশা করি কর মোরে দান। অংশ ধ্বংস করি দেহ ভূপতি প্রধান।। তথাস্ত বলিল ভূপ যোগী মন্ত্র পঠে। অন্য পুত্রগণ শুনি চমকিয়া উঠে।। দ্বিজ শ্যাম বলে দেখ তাহার কারণ। সমুদয় রাজ্য পায় প্রধান নন্দন।।

রাজার স্বর্গবাস।

ত্রিপদী।। পুত্রে দিয়া রাজ্য ভারঃ পরে চিন্তে আপনারঃ পরকাল ভূপাল রাখিতে। জল বিম্ব প্রায় ক্ষিতি কেমন মায়ার রিতিঃ দেখে শুনে না পারে বুঝিতে।। কার রাজ্য ধন জনঃ কার মান অপমানঃ অভিমান

কিসের কারণ। কার সঙ্গে সুসম্বন্ধঃ কেবা ভাল কেবামন্দ এই দ্বন্দ্ব বন্দ ত্রিভুবন ॥ ক্ষণে আছে ক্ষণে নাইঃ এদন্তের মুখে ছাই বিষম বালাই আশা দাসে। সত্য চিদানন্দ বিভু জীব ভূত সেই প্রভু ভূমাত্মক হন মায়া ফাঁসে। চিত্তাদি ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মের করি সাধন অনায়াশে জীবেরে ভুলায়। তিনি চয়ং নিরাময় দেহেতে করি আশ্রয় দেহ গুণে মানে আপনায় ॥ ওড় পুষ্প সন্নি ধানে যদি শ্বেত পুষ্প আনে দেখ তারে করিয়ে যতন। তার শ্বেত আভা দুরে রাখি রক্ত বর্ণ করে সঙ্গদোষে তথা সনাতন ॥ শুদ্ধ সত্য বস্তু হয়ে অবিদ্যা আশ্রয় লয়ে কর্ম্মভোগী একি বিড়ম্বন। এতেক বলিয়া রায় প্রত্যেকে বিদায় চায় জনেং যে ছিল নিকটে। সঙ্গে লয়ে যোগীবর আর দ্বিজ বহুতর উত্তরিল জাহ্নবীর তটে॥ গিয়া তথা নিয়মেতে আরাম্ভ করিল গিতে রামা য়ণ তথা ভাগবত। পুরাণাদি তন্ত্রগণ চণ্ডী পড়ে কত জন নানা বিধ যার যেই মত ॥ বেদান্ত আদি দর্শন পাঠ হয় সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন হয় হরিনাম। এক পক্ষ্য এই মত গঙ্গাতীরে হয় গত পরে যোগী নৃপতিরে বলে আজি শুভ দীন রায় যোগী গণে স্বগে যায় হেনদীন নাহি আর মিলে ॥ শুনি তাহার বচন যোগেতে বৈসে রাজন তৃতিয়ে প্রহর দিবা শেষ। সেই কালে নৃপবর ত্যজিলেন কলেবর হাহাকার করে সবে শেষ ॥ যোগী

হয় অন্তর্ধ্যানঃ রাজা দিব্য মূর্ত্তি পানঃ আনন্দে চলিল ব্রহ্মপুরে। রাজ পুত্রগণ আসিঃ হইয়ে মনে উদাসী বিধি মতে দাহ আদি করে॥ শ্রাদ্ধ শান্তি তার পরে করে সাস্ত্র অনু সারেঃ কোন রূপে ত্রুটি তাহে নহে। শিবচন্দ্র রাজ্য পেয়েঃ আনন্দে বান্ধব লয়েঃ বিজ্ঞভাবে সিংহাসনে রহে॥ পিতার যেমন রীতিঃ পুত্রে পায় সেই নীতিঃ এই কথা পূর্ব্বা পরে ভনে। পুত্রসম শিষ্টে পালে দুষ্টের কি করে কালেঃ মহাকাল তাহার রাজনে॥ দান্ত শান্ত প্রিয় ভার্যীঃ সকল গুণের রাশিঃ রাজনীতে পরম পণ্ডিত। পিতৃসম সর্ব্ব অংশেঃ এমন নাহি সে বংশেঃ অহিতে করেন যে বিহিত॥ দেশ দেশান্তর সবে কহে নৃপবরঃ হেন আর গৌড়ে নাহি হয়। দরিদ্র দুঃখিত জনেঃ দান করে হৃষ্ট মনেঃ দেব দ্বিজে অত্যন্ত প্রত্যয়॥ পিতৃ তুল্য মান্য হয়েঃ সহৃত গণ লয়েঃ করে রাজা প্রজার পালন। গ্রন্থ শেষ অতঃপর মহা রাজ রাজেশ্বরঃ কৃষ্ণচন্দ্র ভূপের কথন॥ ইত্যবাক্য গ্রন্থ শেষঃ পরে কহি সবিশেষঃ আপনার নিজ বিবরণ পানি আড়া গ্রামে ধামঃ দ্বিজ বনমালি নাম সর্ব্বত্রেতে চাটুতী প্রকাশ। বুদ্ধের সাগর প্রায়ঃ নানা বিদ্যা শোভে তায়ঃ ঈশ্বরেতে সদা তাঁর আশ॥ হিংসা হীন তত্ত্ব জ্ঞানীঃ নহে আত্ম অভি মানী পর হিতে নিত। গুণ গ্রাহি গুণ দান যে চাহে তাহারে

দুঃখে অতি দুঃখান্বিত।। নহে কার মর্ম্মভেদী অশেষ গুণের নিধি সুধা সম বচন তাহার। আদেশ আমারে তেঁহ দিলা করি মনে স্নেহ ভাষা গ্রন্থ করিতে প্রচার।। শুনিয়া তাঁহার বাণী যথার্থ যে যে কাহিনী সত্যরূপ করিয়ে রচন। বাহুল্য অনেক আছে মিথ্যা দোষ হয় পাছে রচিবারে নারী তেকারণ।। সাগর সমান গুণ কৃষ্ণচন্দ্র উপাখ্যান তাতে কে হইতে পারে পার। যত বল তত হয় কহিলাম যে নিশ্চয় যথার্থ কৌতুক যা তাঁহার।। রজক রমণী সঙ্গ সেইতো বিষমরঙ্গ নবাবের ছলনা প্রভৃতি। বিশু খাঁর ব্যবহার নানা মত কাব্য আর নারিলাম লিখিতে সম্প্রতি।। পুনরুক্তি দোষ হয় সেকথা সম্ভব নয় মিথ্যা বোধ যদি কেহ করে। যদি জান কোন জন বুঝিবেক মনে মন গ্রন্থ শেষ হল অন্তঃপুরে।। ব্রহ্মার প্রিয় প্রেয়সীঃ যার কান্তি শশি রাশিঃ তার পদ করিয়া শরণ। কৌতুক বিলাস নামঃ গ্রন্থ হৈল পরিণামঃ দ্বিজ শ্রীশ্যামের বিরচন।।

সমাপ্ত।।